পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1664, Saturday, January 17, 2026 FREE www.parichoy.com

আমার নামের আগে ‘মাননীয়’ বলবেন না জানিয়ে দিলেন তারেক রহমান

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ভিসা স্থগিতের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশিরা কতটা সমস্যায় পড়তে পারেন? - ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশ সীমান্তে ‘চিকেনস নেকের’ নিরাপত্তা বাড়াতে বিশ্বযুদ্ধ আমলের পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটি সংস্কারের উদ্যোগ ভারতের- ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশে ড. ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের সময় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে নিহত ৪৫- ৫ম পাতায়
- ভেনেজুয়েলার চাবিকাঠি এখন ট্রাম্পের হাতে, মন গলাতে মরিয়া মাচাদো ও রদ্রিগেজ- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্পের ইচ্ছা পূরণ হলে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভূখণ্ড অধিগ্রহণ হবে গ্রিনল্যান্ড - ৭ম পাতায়
- গ্রিনল্যান্ড কিনতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হতে পারে ৭০০ বিলিয়ন ডলার; ৮০ শতাংশ আমেরিকানই কিনতে চায় না - ৭ম পাতায়
- উত্তর কোরিয়ার চেয়েও দুর্বল বাংলাদেশের পাসপোর্ট, জুটলো বিশ্বে সপ্তম দুর্বল অবস্থান - ৮ম পাতায়
- ‘মেডিক্যাল স্লো পয়জনিংয়ের’ শিকার খালেদা জিয়া, চিকিৎসা নিয়ে তদন্ত দাবি-৮ম পাতায়
- কে কী বলল বিবেচ্য নয়, ১২ ফেব্রুয়ারিই নির্বাচন - মার্কিন কূটনীতিকদের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস - ৯ম পাতায়
- সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ভূমিকা দেখেছি, তবে আমরা ধৈর্যের পরিচয় দিতে চাই:তারেক রহমান-৯ম পাতায়

ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতি নিয়ে খোদ রিপাবলিকানরাই বিভক্ত - রয়টার্সের জরিপ

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে সংকট বাড়ছে বাংলাদেশের

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE YOUR HEALTH OUR CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

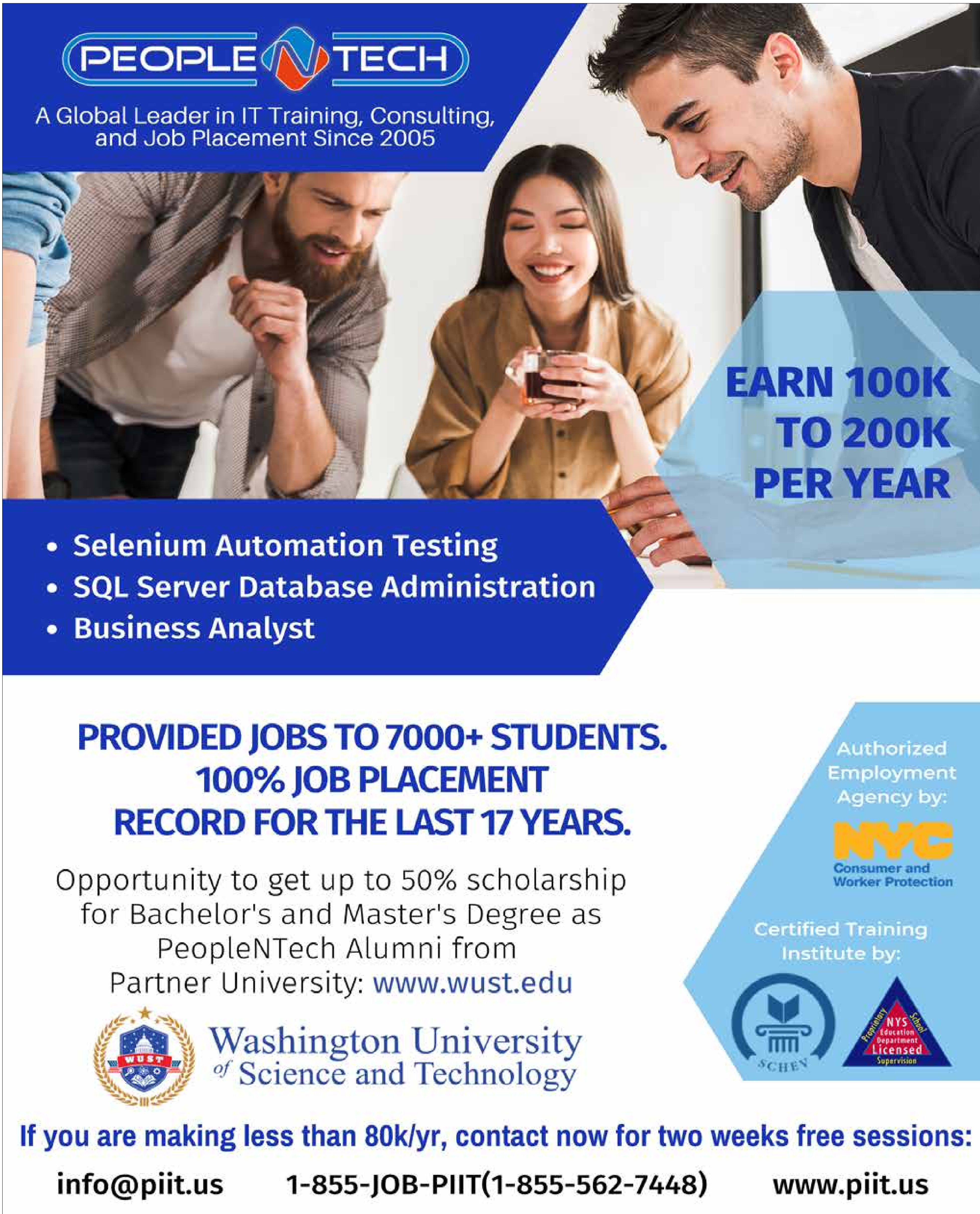
PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Supervision Proprietary School
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
পরিচয়
TARIFFS
ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ' আমেরিকানদের খরচের বোঝা বাড়াবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপে শঙ্কায় বাংলাদেশ
Aasha Home Care LHCSA
Aladdin
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● আমার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মারিয়া আমাকে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারটি উপহার দিয়েছেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধার কি চমত্কার নিদর্শন! ধন্যবাদ মারিয়া। - প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● খালেদা জিয়া কেবলমাত্র একটি জাতীয়তাবাদী দলের নেত্রী ছিলেন না; তিনি সত্যিকার অর্থেই মানুষ ও দেশের নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। যা দল-মত নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষের জানাজায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।- ডেইলি নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবির

● 'খালেদা জিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এলিগেন্স (মার্জিত) চরিত্র, যেটা আমাদের আকর্ষণ করে। তাকে সম্মান করতে হয়।' - বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ।

● খালেদা জিয়ার দিকনির্দেশনা যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, তখনই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন - সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানিত ফেলো ও অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

● বাংলাদেশে ব্যবসা এবং অর্থনীতির উন্নতির জন্য খালেদা জিয়ার অবদান ছিল সুদূরপ্রসারী। নব্বইয়ের দশকে খালেদা জিয়ার বাজারমুখী নীতির ফলে বেসরকারি খাত, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে গতি আসে। - আইসিসি বাংলাদেশের নির্বাহী সদস্য ও ট্রান্সকম গ্রুপের সিইও সিমিন রহমান

● কৌশলে নির্বাচন থেকে সরার সুযোগ কাউকে দেবে না বিএনপি - বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ

● দল যদি মনে করে আমার সেবার আর প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে: বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত রুমিন ফারহানা

● রাষ্ট্র বেশি শক্তিশালী হওয়া ভালো না, জনগণকে শক্তিশালী হতে হবে - বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতি নিয়ে খোদ রিপাবলিকানরাই বিভক্ত - রয়টার্সের জরিপ

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কট্টর অভিবাসন নীতি ও ধরপাকড় অভিযান নিয়ে খোদ তাঁর নিজের দল রিপাবলিকান পার্টির ভেতরেই বিভক্তি দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক অভিযানে এক নারী নিহতের ঘটনা এবং নিয়মিত সহিংসতার জেরে জনমনে উদ্বেগ বাড়ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও ইপসোসের যৌথ জনমত জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। এই জরিপে ১ হাজার ২১৭ জন মার্কিন নাগরিক অংশ নিয়েছেন।

জরিপের ফলাফল অনুযায়ী ট্রাম্পের অন্ধ সমর্থক হিসেবে পরিচিত রিপাবলিকানদের একটি বড় অংশই এখন অভিবাসন কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের বিষয়ে সতর্ক অবস্থানে আছেন। বিশেষ করে মিনিয়াপোলিসে রেনি নিকোল গুড (৩৭) নামের এক নারী নিহতের ঘটনায় খোদ ট্রাম্পশিবিরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

জরিপে অংশগ্রহণকারী রিপাবলিকানদের ৫৯ শতাংশ মনে করেন, গ্রেপ্তার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে কর্মকর্তাদের বল প্রয়োগ করা উচিত। তবে ৩৯ শতাংশ রিপাবলিকান ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে, কর্মকর্তাদের উচিত মানুষের জীবন ও শারীরিক ক্ষতির ঝুঁকি কমানো। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরা এ বিষয়ে প্রায় এককাট্টা। দলটির ৯৬ শতাংশ সমর্থকই যেকোনো বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ভিসা স্থগিতের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশিরা কতটা সমস্যায় পড়তে পারেন?

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে সংকট বাড়ছে বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: ভিসা নীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একের পর এক সিদ্ধান্তে সংকট বাড়ছে বাংলাদেশের। যদিও নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে বৈঠক।

সেই বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির প্রয়োগে। সর্বশেষ যে ৭৫টি দেশের অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশও আছে।

এর আগে বি-১ ও বি-২ ভিসার ক্ষেত্রে ৩৮টি দেশের জন্য ৫ থেকে ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত 'বন্ড সিস্টেম' চালু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ভিসা স্থগিতের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশিরা কতটা সমস্যায় পড়তে পারেন?

পরিচয় ডেস্ক: যেসব বাংলাদেশিরা আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের স্বপ্ন দেখছেন, তাদের জন্য দুঃসংবাদ দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসন ভিসা (ইমিগ্র্যান্ট ভিসা) প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি নথিতে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে ।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ নীতির অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর হবে বলে জানা গেছে। ফলে বাংলাদেশের যেসব নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে থাকতে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন বা করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য বিপদ বাড়ল।

অভিবাসন ভিসার প্রক্রিয়া স্থগিতের বিষয়টা কী? কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল মার্কিন প্রশাসন? বাংলাদেশি আবেদনকারীরা এর ফলে কতটা সমস্যায় পড়তে পারেনড়চলুন জেনে নেই। অভিবাসন ভিসার প্রক্রিয়া স্থগিতের বিষয়টা কী?

যুক্তরাষ্ট্রে অন্য দেশের নাগরিকদের স্থায়ীভাবে বসবাস ও কাজ করার অনুমতি দিতে দেশটির সরকার ইমিগ্র্যান্ট (অভিবাসন) ভিসা বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সীমান্তে 'চিকেনস নেকের' নিরাপত্তা বাড়াতে বিশ্বযুদ্ধ আমলের পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটি সংস্কারের উদ্যোগ ভারতের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের বেশ কিছু পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটি পুনরায় সচল করার উদ্যোগ নিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারি সূত্রগুলো বলছে, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় যোগাযোগ ও নিরাপত্তা জোরদার করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা শিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেনস নেক'-এর অদূরে রংপুরের লালমনিরহাট বিমানঘাঁটি পুনরায় সচল করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ। যদিও বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, এই ঘাঁটিটি তাদের জাতীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে, তবে ভারতীয় পক্ষ এই অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে সতর্ক রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত এক বছরে সীমান্তে নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও বিভিন্ন মহলের হুমকির প্রেক্ষাপটে এই সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ভারত ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চোপড়া, বিহারের কিষানগঞ্জ এবং আসামের ধুবরিতে তিনটি নতুন সেনা ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

পরিত্যক্ত যেসব বিমানঘাঁটি সংস্কারের বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে ড. ইউনুসের অন্তর্বতী সরকারের সময় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে নিহত ৪৫

পরিচয় ডেস্ক: মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাবে অন্তর্বতী সরকারের সময়ে ২০২৫ সালে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ৩২ জন। আর ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট দায়িত্ব নেয়ার পর পরবর্তী প্রায় চার মাসে নিহত হয়েছেন ১২ জন। আর সোমবার দিবাগত রাত ১২টার পর সেনা হেফাজতে থাকা অবস্থায় মারা যান চুয়াডাঙ্গার জীবননগর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সামসুজ্জামান ডাবলু। ফলে সবমিলিয়ে অন্তর্বতী সরকারের সময় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ৪৫ জন।

সরকার নেয়া ব্যবস্থা দৃশ্যমান নয় মানবাধিকার কর্মী বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

‘দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই চুক্তি করো’: কিউবাকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প বলেন, ‘কিউবায় আর কোনো তেল বা অর্থ যাবে না।’ কিউবার প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমরা কী করব, তা কেউ আমাদের বলার অধিকার রাখে না।’ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিউবাকেও চুক্তি করতে্থ আহ্বান জানিয়ে সতর্ক করেছেন যে তা না হলে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভেনেজুয়েলা থেকে কিউবায় তেল ও অর্থের প্রবাহ এখন বন্ধ হয়ে যাবে। ৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে চালানো এক অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী দেশটির নেতা নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার পর থেকেই ট্রাম্প কিউবার দিকে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছেন। কিউবার দীর্ঘদিনের মিত্র দেশ ভেনেজুয়েলা প্রতিদিন দ্বীপ দেশটিতে প্রায় ৩৫ হাজার ব্যারেল তেল দেশটিতে পাঠায় বলে ধারণা করা হয়।

এ বিষয়ে কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন,ওহস্তক্ষেপ ছাড়াই জ্বালানি আমদানি করার অধিকার আমাদের রয়েছে্থ। একই সঙ্গে দেশটির প্রেসিডেন্ট বলেন,ওআমরা কী করব, তা কেউ আমাদের বলার অধিকার রাখে না্থ। নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ভেনেজুয়েলার তেলবাহী জাহাজগুলো জব্দ করার মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া কৌশলটি কিউবার জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকটকে ইতোমধ্যে আরও তীব্র করতে শুরু করেছে। গত শুক্রবার ট্রাম্প প্রশাসন পঞ্চম তেলবাহী ট্যাংকারটি জব্দ করেছে। তাদের দাবি অনুযায়ী, জাহাজটি ভেনেজুয়েলা থেকে নিষেধাজ্ঞাভুক্ত তেল বহন করছিল। রোববার ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন,ওকিউবা বহু বছর ধরে ভেনেজুয়েলার বিপুল পরিমাণ তেল এবং অর্থের ওপর ভর করে টিকে ছিল। বিনিময়ে কিউবা ভেনেজুয়েলার শেষ দুই স্বৈরশাসককে ওনিরাপত্তা পরিষেবা্থ প্রদান করত, কিন্তু এখন আর তা হবে না্থ ট্রাম্প বলেন,ওকিউবায় আর কোনো তেল বা অর্থ যাবে নাড়একদম শূন্য! আমি তাদের জোরালো পরামর্শ দিচ্ছি যেন অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই তারা একটি চুক্তিতে আসেন্থ

তবে সেই চুক্তির শর্ত কী হতে পারে বা কিউবা কী ধরনের পরিণতির মুখে পড়তে পারেড়সে বিষয়ে কিছু স্পষ্ট করেননি ট্রাম্প।

এদিকে কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেজ বলেন, এই ক্যারিবীয় দ্বীপ রাষ্ট্রটির যে কোনো আগ্রহী রপ্তানিকারকের কাছ থেকেওহস্তক্ষেপ বা যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থার *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

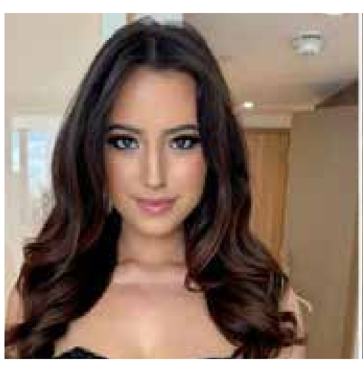

গ্রক দিয়ে অশ্লীল ছবি তৈরির অভিযোগ, মাস্কের এক্সএআই-র বিরুদ্ধে তার সন্তানের মায়ের মামলা

পরিচয় ডেস্ক: ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিষ্ঠান এক্সএআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন তারই এক সন্তানের মা অ্যাশলি সেন্ট ক্লেয়ার।

অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটির গ্রক এআই টুল তার অনুমতি ছাড়াই তাকে নিয়ে অশ্লীল ও অপমানজনক ডিপফেক ছবি তৈরি করেছেড়যার মধ্যে একটিতে তাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক হিসেবেও দেখানো হয়েছে। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ভেনেজুয়েলার চাবিকাঠি এখন ট্রাম্পের হাতে, মন গলাতে মরিয়া মাচাদো ও রদ্রিগেজ

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার হাল শেষ পর্যন্ত কে ধরবেন বা দেশটির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব কেমন হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করছে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের ওপর।

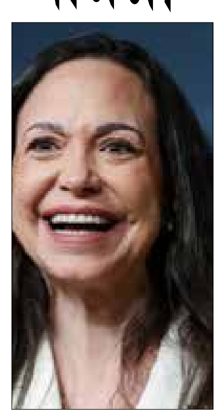

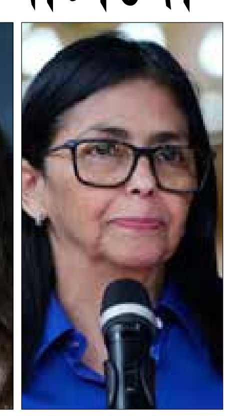

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বর্তমানে অনেকটাই বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলা। দেশটির ভবিষ্যৎ কী, তা দেখার অপেক্ষায় কোটি মানুষ। এর মধ্যেই দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিতে লড়াইয়ে নেমেছেন দুই নারী নেত্রী। তাদের লক্ষ্য এখন দুটিড়দেশের ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখা এবং সেই সাথে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সমর্থন আদায়।

লড়াইয়ের এক পক্ষে আছেন বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া করিনা মাচাদো। নোবেলজয়ী এই নেত্রী ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্র ফেরানোর লড়াইয়ের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আলোচনায় আসেন। সদ্য ক্ষমতাচ্যুত নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে তিনি শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। ২০২৪ সালের বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর থেকে মাচাদো অনেকটা আড়ালেই ছিলেন। ওই নির্বাচনে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাচন কর্তৃপক্ষ মাদুরোকে বিজয়ী ঘোষণা করে। তবে দুই সপ্তাহ আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনীর এক অভাবনীয় অভিযানে মাদুরো আটক হন।

মাচাদোর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মাঠে আছেন দেলসি রদ্রিগেজ। মাদুরোর শাসনামলে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এখন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। তাকেওপুরোনো পন্থী এবং মাদুরোর কট্টর সমর্থক হিসেবেই মনে করা হয়। তবে একদিকে ওয়াশিংটনকে খুশি করা, অন্যদিকে দেশে মাদুরোর অনুগতদের সামাল দেওয়াড়সব মিলিয়ে দেলসি এখন কঠিন এক সমীকরণের মুখোমুখি।

ভেনেজুয়েলার এই ক্ষমতার লড়াইয়ের মূল চাবিকাঠি যার হাতে, তিনি বসে আছেন দুই হাজার মাইলেরও বেশি দূরে; প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। কারাকাসে সেই প্রাণঘাতী অভিযানের নির্দেশ তিনিই দিয়েছিলেন। ঘোষণাও দিয়েছিলেন, আপাতত ভেনেজুয়েলার শাসনভার যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই থাকবে।

ট্রাম্প অবশ্য ভেনেজুয়েলায় দ্বিতীয় কোনো হামলার নির্দেশ এখনো দেননি, তবে সামরিক হস্তক্ষেপের শঙ্কা কিন্তু পুরোপুরি কাটেনি। সমুদ্রে সন্দেহভাজন মাদক চোরাকারবারিদের *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

গঠিত হয়েছে ‘গাজা শান্তি পর্ষদ’, চেয়ারম্যান ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের সংঘাত বন্ধের উদ্যোগে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েন। বিভিন্ন উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও অবশেষে গত বছরের শেষের দিকে গাজায় যুদ্ধবিরতি চালু হয় এবং পরিস্থিতি কিছুটা হলেও স্থিতিশীল হয়। এই স্থিতিশীলতাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্য নিয়ে গাজাওশান্তি পর্ষদ্থ গঠনের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করলেই আরোপ হতে পারে মার্কিন শুল্ক: যেসব দেশ আছে ঝুঁকির মুখে

পরিচয় ডেস্ক:গত সোমবার ১২ জানুয়ারী নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ ট্রাম্প লিখেছেন, ‘এখন থেকেই কার্যকর, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা যেকোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেকোনো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ শুল্ক দেবে।’ এ বিষয়ে খুব বেশি তথ্য অবশ্য এখনো মেলেনি।

ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমনে কঠোর অবস্থান নিয়েছে তেহরান। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ঠিক এই সময়েই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বড় এক হুমকি দিয়ে বসলেন। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, যেসব দেশ ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করবে, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের গুণতে হবে ২৫ শতাংশ শুল্ক। ট্রাম্প এর আগেও অন্য দেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে শুল্ক বা ট্যারিফের হুমকি ব্যবহার করেছেন। শুল্ক নিয়ে যা জানা যাচ্ছে :

এ বিষয়ে খুব বেশি তথ্য অবশ্য এখনো মেলেনি। সোমবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মওট্রুথ সোশ্যাল্থ-এ ট্রাম্প লিখেছেন, ওএখন থেকেই কার্যকর, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে ব্যবসা *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ইচ্ছা পূরণ হলে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভূখণ্ড অধিগ্রহণ হবে গ্রিনল্যান্ড

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ ডেভিড সিলবি এক ইমেইলে লিখেছেন, "ট্রাম্প একজন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী, এত বিশাল পরিমাণ জমি দখলের ধারণাটাই সম্ভবত তাঁর প্রধান প্রেরণা: (মার্কিন) ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি জমি।" উনিশ শতকে নবীন দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত বিস্তৃত হয়েছিল। প্রথম বড় পদক্ষেপটি আসে ১৮০৩ সালে লুইজিয়ানা পারচেজ নামক বিপুল ভূখণ্ড ক্রয়ের মাধ্যমে। সে সময় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন ফ্রান্সের কাছ থেকে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল একটি অংশ কিনে নেন।

এরপর ১৮৪৮ সালে ঘটে মেক্সিকান সেশন। মেক্সিকো-আমেরিকা যুদ্ধের পর শান্তিচুক্তির অংশ হিসেবে মেক্সিকো বর্তমান ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাদা ও আরও কয়েকটি রাজ্যসহ বড় একটি ভূখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।

এরপর ১৮৬৭ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা কেনে যুক্তরাষ্ট্র। সে সময় এই অঞ্চলকে "বরফের বাক্স" বলে উপহাস করা হয়েছিল এবং অনেকেই একে অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল মনে করেছিলেন। কিন্তু, বর্তমান রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি তাঁর ইচ্ছামতো এগোতে পারেন এবং গ্রিনল্যান্ডবাসী অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেকোনো পন্থায় গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নেন, তাহলে সেটি অতীতের এসব অধিগ্রহণকেও ছাড়িয়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্কাইভস, পুরিসংখ্যান দপ্তর ও সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুকের তথ্য অনুযায়ী, ৮ লাখ ৩৬ হাজার বর্গমাইল আয়তনের গ্রিনল্যান্ড ফ্রান্স, ব্রিটেন, স্পেন, ইতালি ও জার্মানির সম্মিলিত আয়তনের চেয়েও বড়। যুক্তরাষ্ট্র যদি গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ করে, তাহলে সেটিই হবে দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

গ্রিনল্যান্ড কিনতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হতে পারে ৭০০ বিলিয়ন ডলার; ৮০ শতাংশ আমেরিকানই কিনতে চায় না

পরিচয় ডেস্ক: গ্রিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের এই রণহুঙ্কার ক্যাপিটল হিলেই বাধার মুখে পড়েছে। এমনকি তার কিছু রিপাবলিকান মিত্রড়যারা ভেনিজুয়েলায় তার প্রশাসনের সামরিক অভিযানের প্রশংসা করেছিলেনড়তারাও এই ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করছেন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড কেনার লক্ষ্য পূরণ করতে যুক্তরাষ্ট্রের ৭০০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত খরচ হতে পারে। এ বিষয়ে অবগত তিন ব্যক্তি এ তথ্য জানিয়েছে।

এই হিসাবটি তৈরি করেছেন শিক্ষাবিদ ও সাবেক মার্কিন কর্মকর্তারা। আর্কটিক অঞ্চলে আমেরিকার প্রধান শত্রুদের বিরুদ্ধে কৌশলগত রক্ষাকবচ হিসেবে ৮ লাখ বর্গমাইলের এই দ্বীপটি অর্জনের যে আকাঙ্ক্ষা ট্রাম্পের রয়েছে, এটি তারই পরিকল্পনার অংশ। এই মূল্যতালিকাটি ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা অগ্রাধিকারের সঙ্গে যুক্ত প্রতিরক্ষা দপ্তরের বার্ষিক বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি। ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও তার স্ত্রীকে আটক করতে মার্কিন সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেওয়ার পর থেকে গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে তার আচরণ ইউরোপ এবং ক্যাপিটল হিল জুড়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ডেনমার্ক রাজ্যের অর্ধ-স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়। যুক্তরাষ্ট্র "যেভাবেই হোক" গ্রিনল্যান্ড দখল করবেড়প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন দাবিকে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের কর্মকর্তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তবে হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গ্রিনল্যান্ড কেনার একটি প্রস্তাব তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং ট্রাম্প এই পরিকল্পনাকে "উচ্চ অগ্রাধিকার" হিসেবে দেখছেন।

বুধবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের কর্মকর্তাদের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ট্রাম্পের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতেই তারা ওয়াশিংটনে সফর করছেন। এর আগে গত সপ্তাহে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে হোয়াইট হাউসের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের নিম্নপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রিনল্যান্ড কোনো প্রস্তাব দিতে পারে কি নাড়রোববার *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

দখলের দাবিতে অনড় ট্রাম্প, পাল্টা জবাবে গ্রিনল্যান্ডে ইউরোপীয় সেনা মোতায়েন

পরিচয় ডেস্ক: ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁখো বলেন, প্রাথমিক এই সামরিক দলটিকে শীঘ্রই "স্থল, আকাশ এবং নৌ-সম্পদ" দিয়ে আরও শক্তিশালী করা হবে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ফ্রান্সের একটি ছোট সামরিক দল গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুউকে পৌঁছেছে। তথাকথিত এক অনুসন্ধানী অভিযানের অংশ হিসেবে ইউরোপের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র সেখানে অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি মোতায়েন করছে। খবর বিবিসির। এই সীমিত মোতায়েনের মধ্যে জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমন এক সময়ে এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আর্কটিক অঞ্চলের এই দ্বীপটির ওপর তার দাবি অব্যাহত রেখেছেন।

জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক অলিভিয়ের পোইভ্র ডিআরভোর এই অভিযানটিকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংকেত হিসেবে দেখছেন। তিনি বলেন, "এটি প্রথম মহড়া... আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে দেখিয়ে দেব যে ন্যাটো (গ্রিনল্যান্ডে) উপস্থিত আছে।"

পোইভ্র ডিআরভোর জানান, বুধবার ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সাথে বৈঠক করতে ওয়াশিংটন সফরের কয়েক ঘণ্টা পর *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকলে ন্যাটো 'আরও দুর্দান্ত' হবে বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে লিখেছেন, 'জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড প্রয়োজন। আমরা যে 'গোল্ডেন ডোম' তৈরি করছি, তার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি। এটি পেতে ন্যাটোর উচিত আমাদের পথ দেখানো।

গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের "হাতে" থাকা ছাড়া অন্য কিছু "অগ্রহণযোগ্য"। হোয়াইট হাউসে এই ইস্যুতে বৈঠকের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও এমন কড়া বার্তা দিলেন। ডেনমার্কের এই ভূখণ্ডটির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে চান তিনি।

ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক উপহার দিলেন মাচাদো

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক উপহার দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারী) হোয়াইট হাউসে একান্ত সাক্ষাতে তিনি প্রেসিডেন্টকে এই উপহার দেন। এটি ছিল তাদের প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ। বিবিসির খবরে এমনটি বলা হয়েছে।

ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মাচাদো বলেন, "আমার মনে হয় আজ আমাদের ভেনেজুয়েলাবাসীর জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন।"

মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলা থেকে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক আটক করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে মাদক পাচারের মামলায় অভিযুক্ত করার কদিন পরই এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হলো।

ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এই

পুরস্কার গ্রহণ করা ছিল "পারস্পরিক সম্মানের এক চমৎকার নিদর্শন"। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভেনেজুয়েলার নতুন *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

উত্তর কোরিয়ার চেয়েও দুর্বল বাংলাদেশের পাসপোর্ট, জুটলো বিশ্বে সপ্তম দুর্বল অবস্থান

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন দেশ উত্তর কোরিয়া। আর ফিলিস্তিন ধুঁকছে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। এই দুই দেশ যৌথভাবে তালিকার ৯৪তম স্থানে রয়েছে। তাদের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই ৩৮টি দেশে যেতে পারেন। অথচ বাংলাদেশের পাসপোর্ট দিয়ে ভিসা ছাড়া যাওয়া যায় মাত্র ৩৭টি গন্তব্যে।

বাংলাদেশি পাসপোর্ট আবারও বিশ্বের সপ্তম দুর্বল পাসপোর্টের তকমা পেল। এই পাসপোর্টের অধিকারীরা ভিসা ছাড়াই বিশ্বের মাত্র ৩৭টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। ‘হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্স’-এর ২০২৬ সালের জানুয়ারি সংস্করণে এ তথ্য উঠে এসেছে।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) হেনলি অ্যান্ড পার্টনারস তাদের সর্বশেষ তালিকা প্রকাশ করেছে। এতে ১০১টি অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের পাসপোর্টের অবস্থান ৯৫তম। তালিকায় যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন এবং উত্তর কোরিয়ার পাসপোর্টের চেয়েও পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। আগের সংস্করণে ১০৬টি অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০০তম। অর্থাৎ, তখনো এটি বিশ্বের সপ্তম দুর্বল পাসপোর্ট ছিল।

উত্তর কোরিয়ার চেয়েও দুর্বল

আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন দেশ উত্তর কোরিয়া। আর ফিলিস্তিন ধুঁকছে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। এই দুই দেশ যৌথ ভাবে তালিকার ৯৪তম স্থানে রয়েছে। তাদের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই ৩৮টি দেশে যেতে পারেন। অথচ বাংলাদেশের পাসপোর্ট দিয়ে ভিসা ছাড়া যাওয়া যায় মাত্র ৩৭টি গন্তব্যে।

ভিসা ছাড়া কয়টি দেশে যাওয়া যায়, তার ওপর ভিত্তি করে মোট ১০১টি অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। কিছু কিছু অবস্থানে একাধিক দেশ রয়েছে।

সবচেয়ে শক্তিশালী আর সবচেয়ে দুর্বল

২০২৬ সালে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট এখন সিঙ্গাপুরের। তারা ভিসা ছাড়াই ১৯২টি *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে এআই কনটেন্ট দিয়ে যেভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে জনমত

পরিচয় ডেস্ক: ভিডিও বা ছবি দেখলে মানুষ চট করে বিশ্বাস করে ফেলে। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে ডিজিটাল সাক্ষরতা কম, সেখানে এটি এক শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র। সরকারও এ বিষয়ে জানে। কপালে সিঁদুর পরা এক নারীকে প্রশ্ন করছেন এক উপস্থাপিকা, ‘দিদি, এবার ভোটটা কাকে দেবেন?’ নারী উত্তর দিলেন, ‘সব দলকেই তো *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

‘মেডিক্যাল স্লো পয়জনিংয়ের’ শিকার খালেদা জিয়া, চিকিৎসা নিয়ে তদন্ত দাবি

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘদিনের জটিল অসুস্থতা, কারাবাস ও গৃহবন্দিত্বের কষ্ট এবং মৃত্যুর আগে টানা এক মাসেরও বেশি সময় হাসপাতালে সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকার পর তার এই বিদায় স্বাভাবিকভাবেই জাতিকে গভীর শোকে আচ্ছন্ন করে। তবে শোকের আবহ কাটতে না কাটতেই জনমনে দানা বাঁধতে শুরু করে এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন, তিনবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কি কেবলই বার্ধক্য ও রোগের স্বাভাবিক পরিণতিতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, নাকি এই মৃত্যুর আড়ালে লুকিয়ে ছিল আরও গভীর, আরও সুপরিকল্পিত কোনো অদৃশ্য নীল নকশা?

গত শুক্রবার (১৬ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়* জানুয়ারি) সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আয়োজিত এক

নাগরিক শোকসভায় দেওয়া বক্তব্যে বেগম জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক দলের প্রধান অধ্যাপক ডা. এফ এম সিদ্দিকী সেই সন্দেহের আগুনে নতুন করে ঘি ঢেলে দেন। তার ভাষ্যে, বেগম খালেদা জিয়াকে পরিকল্পিতভাবে উন্নত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধের ভুল প্রয়োগ ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, যার চূড়ান্ত পরিণতি তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, যা তিনি রূপক অর্থে ‘স্লো পয়জনিং’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

নিজের বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. এফ এম সিদ্দিকী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ‘মেথোট্রেক্সেট’ নামের একটি নির্দিষ্ট ওষুধের নাম উল্লেখ করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় মেথোট্রেক্সেট একটি শক্তিশালী ইমিউনোসাপ্রেস্যান্ট এবং কেমোথেরাপি ড্রাগ, যা সাধারণত রিউমাটয়েড আর্থাইটিসের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণে এবং নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত বেগম খালেদা জিয়ার হাত ও পায়ের জয়েন্টে মারাত্মক ব্যথা ও কার্যক্ষমতার অবনতি ঘটেছিল, যার চিকিৎসায় এই ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছিল। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালা অনুযায়ী, মেথোট্রেক্সেট ব্যবহারের আগে এবং *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ‘নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশন’-এর আত্মপ্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক: সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এনপিএ পাঁচটি মূলনীতি এবং সাতটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ প্ল্যাটফর্মের মূলমন্ত্র হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে- গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষা। রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে ‘নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশন’ (এনপিএ) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

দল ফোনে বলে ‘মন্ত্রীত্ব দিব, আসন ছেড়ে দিন’: রুমিন ফারহানা

পরিচয় ডেস্ক: ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ-বিজয়নগরের দুই ইউনিয়ন) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, এখন দল থেকে সকাল-বিকেল টেলিফোন করে। বলে আসুন মন্ত্রীত্ব দিব, আসন ছেড়ে দিন। আমার জান থাকতে, শরীরে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে মন্ত্রীত্ব কেন, আরো কিছুর বিনিময়ে আমি আমার এলাকার মানুষকে ছেড়ে যাবো না। সরাইলের ইসলামাবাদ গ্রামে শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি একথা বলেন।

এসময় তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়া আমাকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছেন। বেগম খালেদা জিয়ার ভালোবাসা, আশ্রয়ে, সহযোগিতায় আমি এতদূর এসেছি। তিনি হাসপাতালে যাওয়ার আগে ২৩ নভেম্বর আমার মনোনয়ন কেন দেওয়া হয়নি জানতে চেয়েছেন। আমার মা (খালেদা জিয়া) মারা যাওয়ার পর আমাকে বহিষ্কার করা হলো।

এদিকে মতবিনিময়কালে রুমিন ফারহানাকে একটি হাঁস উপহার দেওয়া হয়। ভোটের জন্য তিনি হাঁস প্রতীক চাইবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে জোটপ্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন বলে রুমিন ফারহানাকে বহিস্কার করে বিএনপি।

এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের আখিঁতারা গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

কে কী বলল বিবেচ্য নয়, ১২ ফেব্রুয়ারিই নির্বাচন

মার্কিন কূটনীতিকদের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক: প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সময় অনুযায়ীই জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে ভুয়া খবরের বন্যা ও পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। তবে অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিতে অটল। অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণা শেষে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

তিনি বলেন, ‘কে কী বলল, তা বিবেচ্য নয়। নির্ধারিত ১২ ফেব্রুয়ারিই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে; এর একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়।’

অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

নির্বাচনকালীন সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে এবং সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে পক্ষপাতমুক্ত প্রশাসন পরিচালনা করবে বলে জানান প্রধান

উপদেষ্টা।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভারপ্রাপ্ত আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যালবার্ট গোম্বিস এবং সাবেক অ্যাম্বাসাডর-অ্যাট-লার্জ মর্স ট্যান নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ সফর করছেন।

প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ও সফররত কূটনীতিকরা আসন্ন নির্বাচন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও এর পরবর্তী পরিস্থিতি, তরুণ আন্দোলনকারীদের উত্থান, জুলাই সনদ ও গণভোট, নির্বাচনকে লক্ষ্য করে ছড়ানো ভুয়া খবর ও অপতথ্য, রোহিঙ্গা সংকট এবং জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন’-এর সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে। জনগণের সম্মতি পেলে জুলাই সনদ গণতান্ত্রিক শাসনের এক নতুন যুগের সূচনা করবে এবং ভবিষ্যতে স্বৈরশাসনের কোনো সুযোগ রাখবে না।

তিনি বলেন, তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকারের সমর্থকেরা নির্বাচনকে ঘিরে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভুয়া খবর ও অপতথ্য ছড়াচ্ছে। তবে জনগণ এখন সচেতন। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

তারেক রহমানের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের ভার্চুয়াল বৈঠক

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বাণিজ্য প্রতিনিধিরা ভার্চুয়ালি বৈঠক করেছেন।

বিএনপি চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী জানান, বৈঠকে মূলত বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক, পারস্পরিক শুল্কহার এবং ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় বৈঠকটি *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে ড. ইউনূসের ফটোকার্ড শেয়ার

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন গণভোটের জন্য ‘হ্যাঁ’ ভোট চেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফটোকার্ড শেয়ার করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল ১১টার দিকে ফেসবুক পেজ এবং এক্স হ্যান্ডল থেকে গণভোটের প্রচারণায় ফটোকার্ড শেয়ার করেন তিনি। ফটোকার্ডে লেখা রয়েছে, ‘গণভোট ২০২৬- দেশকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার পথ খুলে দিন ‘হ্যাঁ’তে সিল দিন।’প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, গণভোটের প্রচারণার অংশ হিসেবে ১১ জানুয়ারি থেকে চলমান ফটোকার্ড শেয়ার অব্যাহত রয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) পর্যন্ত চলবে এ কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য গণভোটকে ঘিরে জনসচেতনতা বাড়ানো এবং নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ভূমিকা দেখেছি, তবে আমরা ধৈর্যের পরিচয় দিতে চাই বললেন তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কিছু বিতর্কিত অবস্থান দেখা যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

তিনি বলেন, ‘শহীদদের আত্মত্যাগকে জনমনে স্মরণীয় করে রাখতে আগামী দিনে বিএনপি কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যদিও নির্বাচন কমিশনের বাধ্যবাধকতার কারণে এই মুহূর্তে বিস্তারিতভাবে সেই পরিকল্পনা তুলে ধরতে পারছি না।’

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বাংলাদেশ

চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ ও ‘মায়ের ডাক’।

সভায় তারেক রহমান বলেন, ‘সকল শহীদদের আত্মত্যাগকে জনমনে স্মরণীয় করে রাখতে আগামী দিনে বিএনপি কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যদিও নির্বাচন কমিশনের বাধ্যবাধকতার কারণে এই মুহূর্তে আমি হয়তো বিস্তারিতভাবে সেই পরিকল্পনা তুলে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

আপিল শুনানিতে দ্বৈত নাগরিক ও ঋণখেলাপিদের সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ এনসিপির

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচন কমিশনের (ইসি) আপিল শুনানিতে দ্বৈত নাগরিক ও ঋণখেলাপিদের প্রার্থিতা বৈধ করার প্রচেষ্টার অভিযোগ তুলে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংবিধান ও আইন লঙ্ঘন করে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হলে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজপথে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘যদি কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে অযোগ্যদের পার করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তবে আমরা আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজপথে লড়াই চালাব। প্রয়োজনে প্রতিটি নির্বাচনি আসনে তাদের প্রতিরোধ করা হবে।’

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন এনসিপির মুখপাত্র ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমরা লক্ষ্য করছি নির্বাচন কমিশন পুরোনো বন্দোবস্তের আভাস দিচ্ছে। কোনো কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকদের ক্ষেত্রে কমিশন নমনীয়তা প্রদর্শন করছে, যা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অশনি সংকেত। আমরা স্পষ্ট করে বলতে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

২০২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে ৪.৬% করল বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে ৪.৬ শতাংশ করেছে বিশ্বব্যাংক। এর আগে সংস্থাটি ৪.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল। তবে বিশ্বব্যাংক আশা করছে, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা হ্রাস ও সংস্কার কার্যক্রমের গতি বাড়লে আগামী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৬.১ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ওয়াশিংটনভিত্তিক এই বৈশ্বিক ঋণদাতা সংস্থা তাদের সর্বশেষ গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টস প্রতিবেদনে এই তথ্য জানায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত ভোগ বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমে আসার ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৩.৭ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছিল।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০২৬ সালের শুরুর দিকে সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কমে আসা এবং নতুন সরকারের অধীনে কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়নের প্রত্যাশা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে শিল্প কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করবে। এসব কারণে সরকারি ব্যয় ও বিনিয়োগের গতিও আগের পূর্বাভাসের তুলনায় বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া বিশ্বব্যাংক জোর দিয়ে বলেছে, চলতি বছর নির্ধারিত নির্বাচনের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা জোরদার করতে পারে। এতে প্রবৃদ্ধি সহায়ক সংস্কার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে অনুমানযোগ্যতা বাড়বে। বিশ্বব্যাংকের এই সংশোধিত পূর্বাভাস অন্যান্য বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলোর পূর্বাভাসের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। এর আগে জাতিসংঘ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৪.৬ শতাংশ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৫.৪ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল।

অন্যদিকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) তাদের সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর প্রতিবেদনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৪.৯ শতাংশ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৫.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করেছে। তবে অন্তর্বতী সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৫.৫ শতাংশ, যা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পূর্বাভাসের চেয়ে বেশি।

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবৃদ্ধি ধীর হবে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে মোবাইল ফোন আমদানিতে শুল্ক ৬০ শতাংশ কমাল এনবিআর; কমতে পারে হ্যান্ডসেটের দাম

পরিচয় ডেস্ক: ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের মধ্যে মোবাইল হ্যান্ডসেটের দাম জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে আমদানি করা মোবাইল ফোনের ওপর শুল্ক ৬০ শতাংশ কমিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। শুল্ক কমানোর বিষয়ে মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি, ২০২৬) দুটি পৃথক স্ট্যাটুটরি *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের রিজার্ভ চুরি: ৯২ বারের মতো পেছাল তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ আবারও পিছিয়েছে। এ নিয়ে ৯২ বারের মতো পেছাল এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা থাকলেও, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তা দাখিল করতে পারেনি। এ কারণে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলামের আদালত নতুন করে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী তারিখ ধার্য করেছেন। ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক রোকনুজ্জামান *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের মূল ঝুঁকি অপরাধ ও অবৈধ অর্থনৈতিক তৎপরতা জানালো ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম

পরিচয় ডেস্ক: অর্থনীতিতে সব সময়-ই ঝুঁকি থাকে। সেই ঝুঁকি আগেভাগে চিহ্নিত করা গেলে তার প্রভাব মোকাবিলা করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম মনে করছে, ২০২৬ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ঝুঁকি হবে অপরাধ ও অবৈধ অর্থনৈতিক তৎপরতা।

প্রতিটি দেশের জন্য পাঁচটি প্রধান ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে প্রতিবেদনে। দেখা যাচ্ছে, ২০২৬ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান ঝুঁকি হবে ভূ-অর্থনৈতিক সংঘাত, যেমন নিষেধাজ্ঞা, শুল্ক ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই। তৃতীয় প্রধান ঝুঁকি হচ্ছে মূল্যস্ফীতি। বলা বাহুল্য, দেশে প্রায় চার বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। ২০২৫ সালে দেশে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চতুর্থ ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থনৈতিক ধীরগতিকে। তারা বলেছে, মন্দা বা স্থবিরতার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। পঞ্চম ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ঋণড়সরকারি, করপোরেট ও পারিবারিক।

বাস্তবতা হলো গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের দেশি-বিদেশি ঋণের বোঝা বেড়েছে। জাতীয় বাজেটের প্রধান খাত *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

২০২৫ সালে বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা রেকর্ড ৮,০১৭ কোটি টাকা

পরিচয় ডেস্ক: ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শওকত আলী খান বলেন, 'হলমার্ক কেলেঙ্কারির পর সোনালী ব্যাংকে বড় কোনো অনিয়ম ঘটেনি। কঠোর ঋণ যাচাই ও সুশাসনের কারণে খেলাপি ঋণের হারও কমছে।'

রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক ২০২৫ সালে পরিচালন মুনাফায় সর্বোচ্চ রেকর্ড অর্জন করেছে। সদ্য সমাপ্ত বছরে ব্যাংকটির পরিচালন মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ১৭ কোটি ৩৫ লাখ টাকা, যা আগের বছর ২০২৪ সালের তুলনায় ২ হাজার ৩২২ কোটি ৮০ লাখ টাকা বেশি।

রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক ২০২৫ সালে পরিচালন মুনাফায় সর্বোচ্চ রেকর্ড অর্জন করেছে। সদ্য সমাপ্ত বছরে ব্যাংকটির পরিচালন মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ১৭ কোটি ৩৫ লাখ টাকা, যা আগের বছর ২০২৪ সালের তুলনায় ২ হাজার ৩২২ কোটি ৮০ লাখ টাকা বেশি।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাজধানীর মতিঝিলে সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শওকত আলী খান।

এ সময় ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শওকত আলী খান বলেন,৩২০২৪ সালে সোনালী ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা ছিল ৫ হাজার ৬৯৪ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। এক বছরের ব্যবধানে এ উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ব্যাংকের জন্য বড় অর্জন৶ প্রভিশন সংরক্ষণের পরও নিট মুনাফা প্রায় এক হাজার ৫০০ কোটি টাকা বা তার বেশি হবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ৩দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ব্যাংকগুলোর একটি বড় *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

কেবল ট্রাম্পই পারেন পুতিনকে থামাতে বললেন পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট

পরিচয় ডেস্ক: গ্রিনল্যান্ড বিতর্ক সত্ত্বেও ইউরোপের নিরাপত্তায় ট্রাম্পের ওপরই ভরসা পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কারোল নাওরোকির। তিনি বলেন, রুশ প্রেসিডেন্টকে মোটেও বিশ্বাস করা যায় না। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে ট্রাম্প যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তাতে ইউরোপের দেশগুলোর উচিত তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করা। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ইউরোপে হুমকি দেওয়া থেকে থামানোর ক্ষমতা একমাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্পেরই আছে বলে মনে করেন পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কারোল নাওরোকি। বিবিসি রেডিও ৪-এর ‘টুডে’ অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। প্রেসিডেন্ট নাওরোকি বলেন, রুশ প্রেসিডেন্টকে মোটেও বিশ্বাস করা যায় না। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে ট্রাম্প যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তাতে ইউরোপের দেশগুলোর উচিত তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কট্টর সমর্থক হিসেবে নাওরোকির পরিচিতি আগে থেকেই। বর্তমানে তিনি ব্রিটেন সফর

করছেন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার বৈঠক করার কথা রয়েছে। পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের মতে, ভ্লাদিমির পুতিন এখন কেবল পোল্যান্ড নয়, বরং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের জন্যও বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মনে করেন, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা এবং এই সামগ্রিক ‘সমস্যা’ সমাধানের সক্ষমতা একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্টের রয়েছে। পোল্যান্ডের ওপর রুশ হুমকির উদাহরণ দিতে গিয়ে নাওরোকি গত সেপ্টেম্বরের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সে সময় বেলারুশ ও ইউক্রেন সীমান্ত দিয়ে ২০টিরও বেশি রুশ ড্রোন পোল্যান্ডের আকাশসীমায় ঢুকে পড়েছিল।

নাওরোকি একে একটি ‘অস্বাভাবিক পরিস্থিতি’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ‘এর আগে ন্যাটোর কোনো সদস্য দেশ এত বড় পরিসরে ড্রোন হামলার মুখে পড়েনি’। তার মতে, রাশিয়া মূলত পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ন্যাটোর ঐক্য পরীক্ষা করে দেখছে। *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

সমস্ত মৃত্যুদণ্ডই বাতিল করেছে তেহরান! বিরল প্রশংসা ট্রাম্পের মুখে

পরিচয় ডেস্ক: চলতি সপ্তাহের শুরুতেও ইরান নিয়ে কঠোর বার্তা দিচ্ছিলেন ট্রাম্প। দাবি করছিলেন, ইরানে সামরিক অভিযান ছাড়া আমেরিকার আর উপায় নেই। চারটি দেশের মধ্যস্থতায় এখন তাঁর সুর কিছুটা নরম হয়েছে।

ইরানে সামরিক অভিযান করতে পারে আমেরিকার বাহিনী, একাধিক বার তা নিয়ে সতর্ক করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজে প্রকাশ্যেই সেই অভিযানের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকা সেই পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে। ইরান সম্বন্ধে সুর কিছুটা নরম করেছেন ট্রাম্প। এই সংক্রান্ত তাঁর শেষ পোস্টেই সেই ইঙ্গিত রয়েছে। ট্রাম্পের মুখে শোনা গিয়েছে ইরানের প্রশংসা, যা অতি দুর্লভ।

সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ঠেকাতে কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করেছে ইরান। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছে। *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

অস্ট্রেলিয়ায় সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞার প্রথম মাসেই ৪৭ লাখ কিশোর-কিশোরীর অ্যাকাউন্ট বন্ধ

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আজ আমরা ঘোষণা করতে পারি যে, এটি কাজ করছে।’

অস্ট্রেলিয়ার ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) জানিয়েছে, ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য বিশ্বের প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার মাত্র এক মাস পরেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কোম্পানিগুলো সম্মিলিতভাবে প্রায় ৫০ লাখ অস্ট্রেলীয় কিশোর-কিশোরীর অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করেছে। এটি একটি সংকেত যে এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত দ্রুত এবং ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

ই-সেফটি কমিশনার জানিয়েছেন, গত ১০ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া আইনের পরিপালন নিশ্চিত করতে প্ল্যাটফর্মগুলো এখন পর্যন্ত ১৬ বছরের কম বয়সীদের প্রায় ৪৭ লাখ অ্যাকাউন্ট সরিয়ে ফেলেছে।

প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আজ আমরা ঘোষণা করতে পারি যে, এটি কাজ করছে’।

তিনি আরও বলেন, ‘এটি অস্ট্রেলিয়ার জন্য গর্বের একটি উৎস। এটি ছিল বিশ্ব-নেতৃত্বদানকারী একটি আইন, যা এখন বিশ্বজুড়ে অনুসরণ করা হচ্ছে’।

এই নিষেধাজ্ঞার বাস্তবায়ন বিশ্বজুড়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ফ্রান্স, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াড়সব দেশই জানিয়েছে যে তারা অনুরূপ আইন প্রবর্তন করবে। পাশাপাশি কিছু ইউরোপীয় দেশ এবং মার্কিন অঙ্গরাজ্যগুলোও অস্ট্রেলিয়াকে অনুসরণ করার বিষয়ে আলোচনা করছে।

এই পরিসংখ্যানগুলো আইন পরিপালনের বিষয়ে প্রথম সরকারি তথ্য এবং এটি ইঙ্গিত দেয় যে, প্ল্যাটফর্মগুলো আইনটি মেনে চলতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। উল্লেখ্য যে, আইন অমান্য করলে কোম্পানিগুলোকে চার কোটি ৯৫ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলার (৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে, তবে এতে শিশু বা তাদের অভিভাবকদের দায়ী করা হবে না।

এই মোট হিসাবটি আইন প্রণয়নের আগে প্রচারিত অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি এবং জনসংখ্যার উপাত্ত অনুযায়ী এটি ১০ থেকে ১৬ বছর বয়সী প্রত্যেক অস্ট্রেলীয়র বিপরীতে গড়ে দুটিরও বেশি অ্যাকাউন্টের সমান। মেটা এর আগে জানিয়েছিল, তারা তাদের ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক এবং থ্রেডস থেকে প্রায় পাঁচ লাখ ৫০ হাজার অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরীর *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

চীনে কানাডার প্রধানমন্ত্রী, শুল্কের গেরো খুলে বাণিজ্য ও কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার

পরিচয় ডেস্ক: কানাডা ও চীন বৈদ্যুতিক যান (ইভি) এবং ক্যানোলা (সরিষার মতো তেলবীজ) পণ্যের ওপর শুল্ক কমাতে একটি প্রাথমিক বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছেছে। আজ শুক্রবার চীন সফররত কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এ কথা জানিয়েছেন। দুই দেশই বাণিজ্য বাধা দূর করা *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান ঠেকাতে উপসাগরীয় দেশগুলোর তৎপরতা

আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেবে না সৌদি আরব

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের ওপর সম্ভাব্য সামরিক অভিযান থেকে হোয়াইট হাউসকে বিরত রাখতে কাতার ও ওমানকে সঙ্গে নিয়ে একটি বিশেষ কূটনৈতিক উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছে সৌদি আরব। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুসারে, সৌদি আরব আশঙ্কা করছে, যেকোনো ধরনের সংঘাত বৃদ্ধি তাদের অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি করবে। তবে তাদের বড় আশঙ্কার জায়গা হলোড় এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

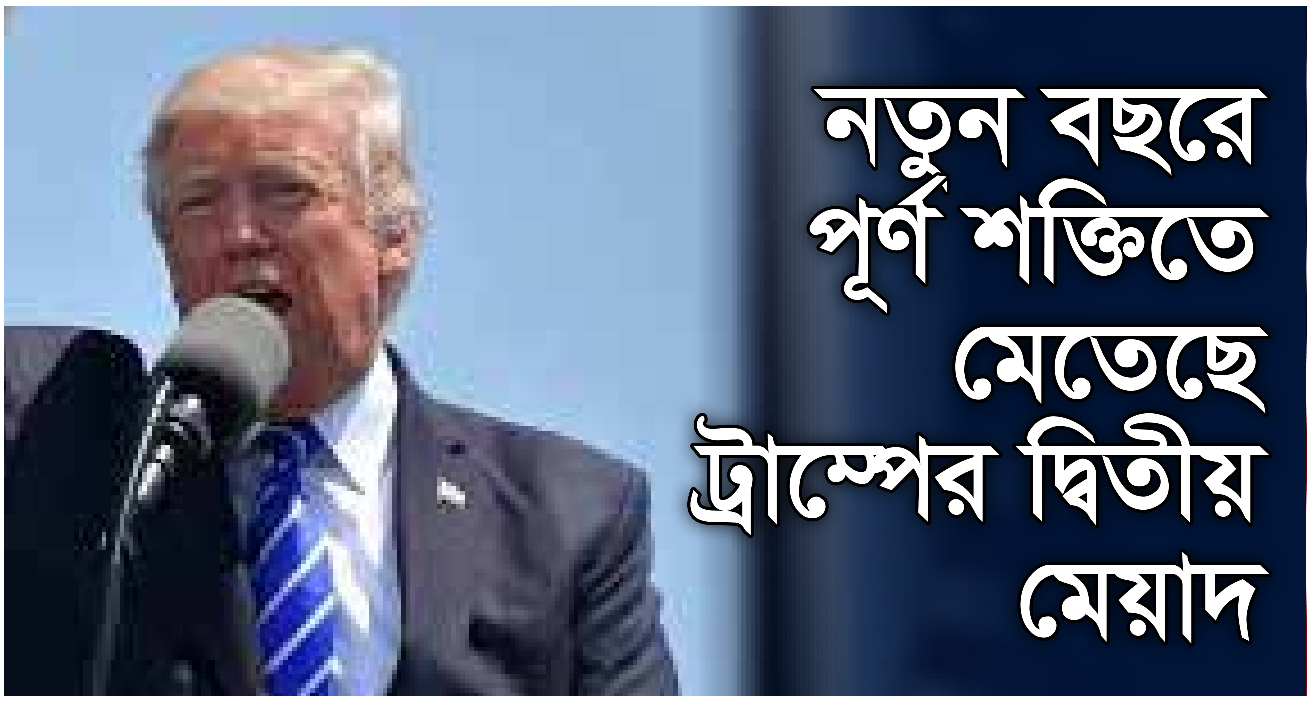

নতুন বছরে পূর্ণ শক্তিতে মেতেছে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ

লেসলি ভিনজামুরি

আমাদের মধ্যে যাঁরা বিশ্বরাজনীতি ও ভূরাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকই ২০২৫ সালকে বিদায় জানাতে দুঃখ পেয়েছি। কিছু ইতিবাচক ঘটনা থাকলেও সামগ্রিকভাবে বছরটি ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল, অস্থির ও টালমাটাল। এসব বিশৃঙ্খলা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বিপুল অনিশ্চয়তা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই বৈশ্বিক অস্থিরতার পেছনে একমাত্র না হলেও প্রধান চালিকা শক্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে বেশ কয়েকটি বড় বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান থেকে সরে গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও প্যারিস শান্তিচুক্তি। দেশটি ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড) বন্ধ করে দিয়েছে এবং জাতিসংঘের বহু সংস্থার অর্থায়ন কমিয়েছে।

এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থা পুরোপুরি অস্থির হয়ে পড়ে, আর বাণিজ্যচুক্তিগুলোকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়। মার্কিন প্রশাসন তাদের গুরুত্বপূর্ণ জোটগুলো পুরোপুরি পরিত্যাগ না করলেও কোনো যৌথ এজেন্ডার দিকে এগোনোর স্পষ্ট ইঙ্গিতও দেয়নি।

ট্রাম্প কোনো আইনের তোয়াক্কা করছেন না

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায় এক বছর আগে তাঁর অভিষেক ভাষণে বড় বড় যুদ্ধের অবসান ঘটানো ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছিলেন। বাস্তবে তা অর্জন করা কঠিনই প্রমাণিত হয়েছে। পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অসলোর (পিআরআইও) তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে রাষ্ট্রভিত্তিক সশস্ত্র সংঘাতের সংখ্যা ছিল গত সাত দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। সেই রেকর্ড উচ্চমাত্রা ২০২৫ সালেও বজায় থাকে। বছর শেষ হয় ইউক্রেন ও সুদানে শান্তিচুক্তি অধরাই থেকে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। আর এ সময়ে গাজায় তিন ধাপের যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনাও কার্যত অচল হয়ে পড়ে। বিদেশে উন্নয়ন সহায়তা নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি) পূর্বাভাস দিয়েছিল, ২০২৫ সালে এ সহায়তা ৯ থেকে ১৭ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। বিভিন্ন হিসাব বলছে, চলতি শতকে প্রথমবারের মতো শিশুমৃত্যুর হারও বেড়েছে। ২০২৬ কি ভালো হবে? লক্ষণ মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। পিআরআইওর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সংঘাত পূর্বাভাস ব্যবস্থা বলছে, এ বছর যুদ্ধজনিত মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে ইউক্রেন, সুদান, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনে; অথচ এসব সংঘাত যুক্তরাষ্ট্র শেষ করতে চায় বলে জানিয়েছে।

সামনে প্রশ্ন একটাইড়নতুন বছরে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গঠনে যুক্তরাষ্ট্র কী ভূমিকা নেবে? তারা কি স্থিতিশীলতা আনবে? শান্তির মধ্যস্থতাকারী হবে, নাকি আগের মতোই অস্থিরতা সৃষ্টিকারী ভূমিকায় থাকবে? চলতি সপ্তাহের ঘটনাপ্রবাহ স্পষ্ট করে দিয়েছে, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে এই শেষের ভূমিকাতেই উপযোগিতা দেখছেন।

নতুন বছরের শুরুতেই ট্রাম্পের প্রথম দিককার পররাষ্ট্রনীতির পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিল গভীর রাতে ভেনেজুয়েলায় হামলা, দেশটির নেতাকে গ্রেপ্তার করা এবং তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে বিচারের জন্য নিউইয়র্কে তুলে নিয়ে যাওয়া। এরপর ট্রাম্প ও তাঁর শীর্ষ সহযোগীরা ন্যাটো সদস্য ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডকে চাপ প্রয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে পরিণত করার হুমকি দেন।

এরপর ৭ জানুয়ারি ট্রাম্প ঘোষণা দেন, যুক্তরাষ্ট্র ৬৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে সরে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তসরকার প্যানেল (আইপিসিসি) এবং পার্টনারশিপ ফর আটলান্টিক কোঅপারেশন, যা আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার একটি উদ্ভাবনী বহুপক্ষীয় কাঠামো। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে থাকা শেষ অবশিষ্ট অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিটির মেয়াদ (যেটি মোতায়েন করা কৌশলগত পারমাণবিক ওয়ারহেডের সংখ্যা সীমিত করে) আগামী মাসেই শেষ হতে যাচ্ছে। ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এখনো আলোচনা করেননি, এর জায়গায় কী আসবে।

এ থেকে আমরা কী বুঝতে পারি? প্রথমত, ট্রাম্প কোনো নজির, কোনো নিয়ম বা আইনের তোয়াক্কা করছেন না এবং তাঁকে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের প্রভাবে লাতিন আমেরিকা ক্রমে ডানদিকে মোড় নিচ্ছে

এম. কে. ভদ্রকুমার

আনন্দের কারণ ঘটিয়ে যখন লিমা থেকে তাঁর কাছে খবর পৌঁছাল যে, চিলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অতি-রক্ষণশীল প্রার্থী হোসে আন্তোনিও কাস্ট বিজয়ী হয়েছেন, আর্জেন্টিনার ডানপন্থি প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলে রোববার সন্ধ্যায় সামাজিক মাধ্যম এক্সে দক্ষিণ আমেরিকার একটি মানচিত্র পোস্ট করেন, যার ওপরের অর্ধেক লাল এবং নিচের অর্ধেক রক্ষণশীল নীল রঙে রঞ্জিত। মিলে গর্বের সঙ্গে ক্যাপশন দিয়েছেন, বামপন্থিরা পিছিয়ে পড়ছে, স্বাধীনতা এগিয়ে যাচ্ছে।

কাস্ট ৫৮ শতাংশ ভোট পেয়েছেন, তাঁর কমিউনিস্ট প্রতিপক্ষ জিনেট জারা পেয়েছেন ৪২ শতাংশ ভোট। প্রকৃতপক্ষে, লাতিন আমেরিকায় মার্কিনবান্ধব নেতার সংখ্যা ক্রমাগত দীর্ঘ হচ্ছে এমন এক সময়ে, যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাম্প্রতিক মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল নথিতে এই অঞ্চলকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার তালিকায় রেখেছেন।

তবে কাস্টের নির্বাচনী জয় তাঁর জনপ্রিয়তার প্রকৃত প্রতিফলন নয়। কারণ রোববারের নির্বাচন ছিল দ্বিতীয় দফার নির্বাচন, যেখানে তিনি চিলির অন্য ডানপন্থি শক্তিগুলোর ভোটও পেয়েছেন। প্রথম দফায় তাঁর অবস্থান ছিল দ্বিতীয় স্থানে, যেখানে জারা পেয়েছিলেন ২৭ শতাংশ ভোট। এতে পশ্চিম গোলার্ধে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুর ডানদিকে হেলে পড়ার বৃহত্তর বার্তাটির গুরুত্ব কমে না। লাতিন আমেরিকা একের পর এক নির্বাচনে ডানপন্থিদের বিজয় হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, কোনোটাই সামান্য ব্যবধানে নয়।

এই পরিবর্তন উনিশ শতকের মহান জার্মান রাজনীতিবিদ ও অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের কূটনীতিক, চ্যান্সেলর প্রিন্স মেটারনিচের সেই কথাটি মনে করিয়ে দেয়। তিনি বলেছিলেন ‘যখন প্যারিস হাঁচি দেয়, তখন ইউরোপ সর্দিতে ভোগে।’ গোলাপি থেকে নীল রঙে রূপান্তরের এই সময়ে ট্রাম্পের কিছু ঘটনাও লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে।

বলিভিয়ায় মধ্য-ডানপন্থি রদ্রিগো পাজের জয়, অক্টোবরে আর্জেন্টিনায় মিলের নিজস্ব কংগ্রেসে চিত্তাকর্ষক জয় এবং হন্ডুরাসের বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নাসর আসফুরার শক্তিশালী দক্ষতা প্রদর্শনের পর কাস্ট বিজয়ী হলেন, যাকে ট্রাম্প প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন। এই রাজনীতিবিদরা ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে ও এল সালভাদরের বর্তমান রক্ষণশীল প্রেসিডেন্টদের সারিতে যোগ দিচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে হিস্পানিক জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ফলে এর গভীর প্রভাব রয়েছে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন লাদিন, যারা দেশটিতে বৃহত্তম জাতিগত সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। কাস্টের বিশাল বিজয় কেবল একটি রাজনৈতিক দিক থেকে বড় পরিবর্তনই নয়, বরং একটি নৈতিক পরিবর্তনও। কারণ, কাস্ট চিলির প্রয়াত স্বৈরশাসক জেনারেল অগাস্টো পিনোশের একজন অন্ধ অনুসারী এবং নির্লজ্জ রক্ষক। ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পিনোশে চিলিতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। কাস্ট খোলাখুলিভাবে গর্ব করে বলেন যে, যদি এই নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক আজ বেঁচে থাকতেন, ‘তিনি আমাকে ভোট দিতেন।’

তবুও তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো আমূল পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী একটি ক্ষুব্ধ, ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত জাতির কাছে আবেদন জানিয়েছিল। লাখ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বহিষ্কার করার; অপরাধ ও মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার; সরকারি ব্যয় কমানোর এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর অঙ্গীকার।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কাস্ট ফের চিলিতে সুপ্ত পিনোশেইজমকে সক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছেন। সত্য বলতে গেলে বলতে হয়, ১৯৯০ সালে পিনোশে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার পরেও কাস্ট উদার হস্তে ঘৃণ্য স্বৈরশাসকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন। প্রশ্ন হলো, যে নৃশংস শাসনব্যবস্থার অধীনে আনুমানিক ৪০ হাজার মানুষকে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং ৩ হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল; তার একজন সমর্থককে কীভাবে চিলির জনগণ তাদের পরবর্তী নেতা হিসেবে বেছে নিল?

একটি অনুসন্ধানে দেখা যায়, ১৯৮৮ সালে গণভোটে হেরে গেলেও পিনোশে ৪৪% ভোট পেয়েছিলেন। স্বৈরশাসকের বিদায়ের পর তাঁর নির্বাচনী এলাকা বা ভিত্তি এলাকাগুলো কেবল অন্য রক্ষণশীল *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE
2026
USA ⇆ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW 718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

হাততালির রাজনীতিতে ভালো কথার জায়গা নেই

মহিউদ্দিন আহমদ

‘দশে মিলি করি কাজ/ হারি জিতি নাহি লাজ।’ সম্ভবত এটি খনার বচন। কথা হলো, কেউ হারতে চায় না। হেরে যাওয়ার জন্য কেউ কি একসঙ্গে জোট বাঁধে? একা যেটি সম্ভব নয়, জোট বেঁধে কয়েকটি পক্ষ শক্তি বাড়াতে পারে। নির্বাচনের রাজনীতিতে এই শক্তির প্রদর্শন ও ব্যবহার খুবই জরুরি। আমাদের দেশে জোটের রাজনীতির শুরু সেই ১৯৫৪ সালে। ক্ষমতায় তখন পাকিস্তান মুসলিম লীগ। এটিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। তার বিরুদ্ধে একজোট হয় তিনটি দলড়পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃ ষক শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ও পাকিস্তান খেলাফতে রব্বানী পার্টি। তারা গঠন করে যুক্তফ্রন্ট। নেপথ্যে থেকে সমর্থন দেয় কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ। এ দলের কয়েকজন যুক্তফ্রন্টের টিকিটে প্রার্থী হন।

দেশে ছিল পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা। কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতা সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ আসনেও প্রার্থী হন। এ ছাড়া মাঠে ছিল পাকিস্তান কংগ্রেস ও তফসিলি ফেডারেশন। তাদের প্রার্থীরা সবাই ধর্মীয় সংখ্যালঘু। তাঁরাও ‘অমুসলিম’ আসনে দাঁড়ান। তাঁদের ভোট দেন ‘অমুসলিম’ ভোটাররা।

যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগ ছিল সবচেয়ে বড় দল। এর বাইরে কিছু দলের নেতাদের সঙ্গে তাদের সমঝোতা ছিল, নির্বাচনে জিতলে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করবে। আওয়ামী লীগ এই সমঝোতা বাস্তবায়ন করে এক বছর পর, ১৯৫৫ সালে। দল থেকে তারা ‘মুসলিম’ শব্দটি তুলে দেয়।

এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভূমিধস বিজয় হয়। ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা ২২৮টি আসনে জয়ী হন। প্রদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, তা-ও আবার দলীয় সরকারের অধীনে, এ ছিল অভাবিত। ক্ষমতাসীনেরা কোনো কারচুপির চেষ্টা করেনি। ক্ষমতাসীন দলের প্রধান নেতা মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন হেরে যান তরুণ ছাত্রলীগ নেতা খালেক নেওয়াজ খানের কাছে।

দলীয় সরকারের অধীনেও যে ভালো নির্বাচন হতে পারে, তার একটি উদাহরণ হলো ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন। তবে এটিই প্রথম, এটিই শেষ। দলীয় সরকারের অধীনে পরবর্তীকালে কোনো নির্বাচনই অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। স্থূল ক্ষমতালিপ্সা, নিম্নরুচির রাজনীতি আর গুন্ডামি দিয়ে ক্ষমতাসীনেরা বরাবরই নির্বাচনকে প্রভাবিত করে জয় ছিনতাই করেছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিরোধী দলের জয়ের প্রধান নিয়ামক ছিল তাদের জোটবদ্ধ হওয়া। এই জোটে যারা ছিল, তাদের মধ্যে আদর্শের মিল ছিল না বললেই চলে। একটা ব্যাপারে তারা একমত হয়, ক্ষমতাসীনদের হারাতে হবে। আদর্শিক মিল ও সংহতি না থাকার কারণে যুক্তফ্রন্টের আয়ু ফুরিয়ে যায়। বছর না পেরোতেই এটি মুখ থুবড়ে পড়ে এবং মারা পড়ে। তারপর দেখা যায় দলীয় রাজনীতির এক বীভৎস রূপ। পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, গালাগাল, এমনকি মারামারির এক নির্লজ্জ নজির তৈরি হয়। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা তাঁদের স্পিকার শাহেদ আলীকে দৈহিক আঘাত করে মেরে ফেলেন। এ কলঙ্ক মুছবার নয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই আমরা দেখছি জোটের রাজনীতি। ১৯৮০-এর দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে প্রথমে দুটি জোটের দেখা মেলেড়আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫-দলীয় জোট আর বিএনপির নেতৃত্বে ৭-দলীয় জোট। পরে ১৫-দলীয় জোট ভেঙে একটি ৮-দলীয় এবং একটি ৫-দলীয় জোট হয়। জোটের মধ্যে অনেক দলই ছিল বিপরীত মেরুর। তারা এককাট্টা হয়েছিল একটি ইস্যু নিয়ে, এরশাদকে হটাতে হবে। তো এরশাদ হটে গেলেন। নির্বাচনের গন্ধ নাকে এসে লাগল। ৫-দলীয় জোট কিছুদিন জাতীয় সরকারের দাবিতে হইচই করল।

আওয়ামী লীগ আর বিএনপিড়দুটিই চায় একা একা ক্ষমতায় যেতে। ফলে কোনো নির্বাচনী জোট হয়নি। তবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তাদের মিত্রদের সঙ্গে আসন সমঝোতা করেছিল। এই সমঝোতার ফল নগদ পেয়ে যায় বিএনপি। লাভের একটা বড় বখরা জোটে তার মিত্র জামায়াতে ইসলামীর ভাগ্যে। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি জামায়াতসহ তিনটি দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করে মাঠে নামে। জয় পেয়ে তৈরি হয় জোট সরকার। ১৯৫৪ সালের পর প্রথমবার দেশে জোট *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির বাধাগুলো কী

মো. মাসদার হোসেন

বিশ্বের অধিকাংশ সভ্য ও উন্নয়নশীল দেশে ‘রুল অব ল’ তথা আইনের শাসন কার্যকর করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চোখে পড়ার মতো। এ লক্ষ্যেই জাতিসংঘসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাও বেশ তৎপর। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচার বিভাগের উন্নয়ন, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ও জনসাধারণের ন্যায়ানুগ স্বার্থ সংরক্ষণ, সর্বোপরি মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে কতটা ভূমিকা পালন করছেন, তা পর্যালোচনার দাবি রাখে।

কয়েক দিন আগে জুলাই আন্দোলনকারী এক নারী শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে প্রেরণ করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল স্বয়ং ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। তিনি জানান, অভিযুক্ত নারী শিক্ষার্থী দ্রুতই প্রতিকার পাবেন। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই সেই নারী শিক্ষার্থী জামিন পেয়ে যায়। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

অতি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বম জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরসহ ৫৬ সদস্যকে কারাবন্দী করা হয়। জাতিসংঘসহ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে গত ১২ ডিসেম্বর প্রধান উপদেষ্টা বরাবর পত্র প্রেরণ করলে সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জামিন প্রাপ্তির মৌলিক অধিকারটুকু অধরাই থেকে যায়।

২.

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে কাউকে বিনা বিচারে দীর্ঘ সময় কারাবন্দী রাখা হয় না। উচ্চ আদালতসমূহের সর্বজনীন বিধান হচ্ছে, ‘এভরি কাস্টডি ডে ইজ আ গুড গ্রাউন্ড ফর বেইল’, অর্থাৎ প্রতিদিনের কারারুদ্ধ থাকাই জামিনের একটি ভালো কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ দেশের প্রায় সব পর্যায়ের আদালতে কিছু প্রথা চলমান। হাজতবাসের মেয়াদ দীর্ঘ না হলে জামিন শুনানি ও জামিন প্রদান করা হয় না। অর্থাৎ মামলার মেরিট বা গুণাগুণ নয়, প্রথাই প্রাধান্য পাচ্ছে। জুলাইয়ের মামলাগুলোতে জামিন না দেওয়ার ক্ষেত্রে সব আদালতই কমবেশি একই নীতি অনুসরণ করেছে। আগেও গায়েবি মামলায় এ ধরনের বিড়ম্বনা দেখা গেছে।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তারা হাইকোর্ট বিভাগের একাধিক আদালতে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের, বিশেষত জুলাই আন্দোলনসংক্রান্ত মামলাগুলোর জামিন শুনানি ও জামিন প্রদান করা যাবে না মর্মে চাপ প্রয়োগ করতে দেখা যায়। অনেক আদালত এসব জামিনের আবেদন গ্রহণই করছেন না। এ অবস্থা আজকে নতুন নয়, আগের ধারাবাহিকতা। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, ন্যায়বিচার বা আইনের শাসন বলতে আমরা কী বুঝব? অথবা স্বাধীন বিচারব্যবস্থা কি আদৌ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে?

বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার অভিযোগে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক রিমান্ডে নেওয়ার নজির অভূতপূর্ব। এ মামলায় খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্ট বিভাগ অপারগতা প্রকাশ করেন। এটা কি স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসনের বাস্তব রূপ?

৩.

সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন আদালতে বর্তমানে প্রায় ৪৭ লাখ মামলা বিচারাধীন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চিত্র পাশাপাশি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিচার বিভাগের মামলা নিষ্পত্তির এই দীর্ঘসূত্রতা অভাবনীয়। যদি সঠিকভাবে ‘কেস ম্যানেজমেন্ট’ পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হতো, বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হতো, পুরোনো মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হাইকোর্ট বিভাগ ও নিম্ন আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হতো এবং সর্বোপরি মামলার গুরুত্ব ও গুণাগুণ বিবেচনায় মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো, তাহলে ৪৭ লাখ মামলার পাহাড়প্রমাণ চাপ বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত হতো না।

উন্নত বিশ্বের কেস ম্যানেজমেন্ট (মামলা ব্যবস্থাপনা) এতটাই জনবান্ধব, যা আমরা ভাবতেও পারি না। জাপান, কোরিয়া, তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের বার্ষিক মামলা নিষ্পত্তির রিপোর্ট পর্যালোচনায় *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

- HHA (Home Health Aide)
- PCA (Personal Care Assistant)
- CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Grades K-6 Get 1 Month FREE!
December '25 - May '26

PROGRAM DETAILS:
- Achieve 4s on NY State Exams
- 5 Months + 1 Month FREE of Common Core Classes
- ELA, & Math

$1,320
5-Months
+ 1 Month FREE

Visit Any Khan's Location Near You!

Jackson Heights:
37th Ave & 74th St.

Jamaica:
Wexford Terr. & 177 St.

Brooklyn:
Church & Dahill Rd.

Bronx:
Castle Hill & Starling Ave

Digital - Online:
Available Everywhere!

Bellerose - Long Island:
Hillside Ave. & 258 St.

Astoria:
Crescent St. & 30th Ave.

Ozone Park:
101 Ave. & 86th St.

Hillside-Parsons:
161 St. & Hillside Ave.

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

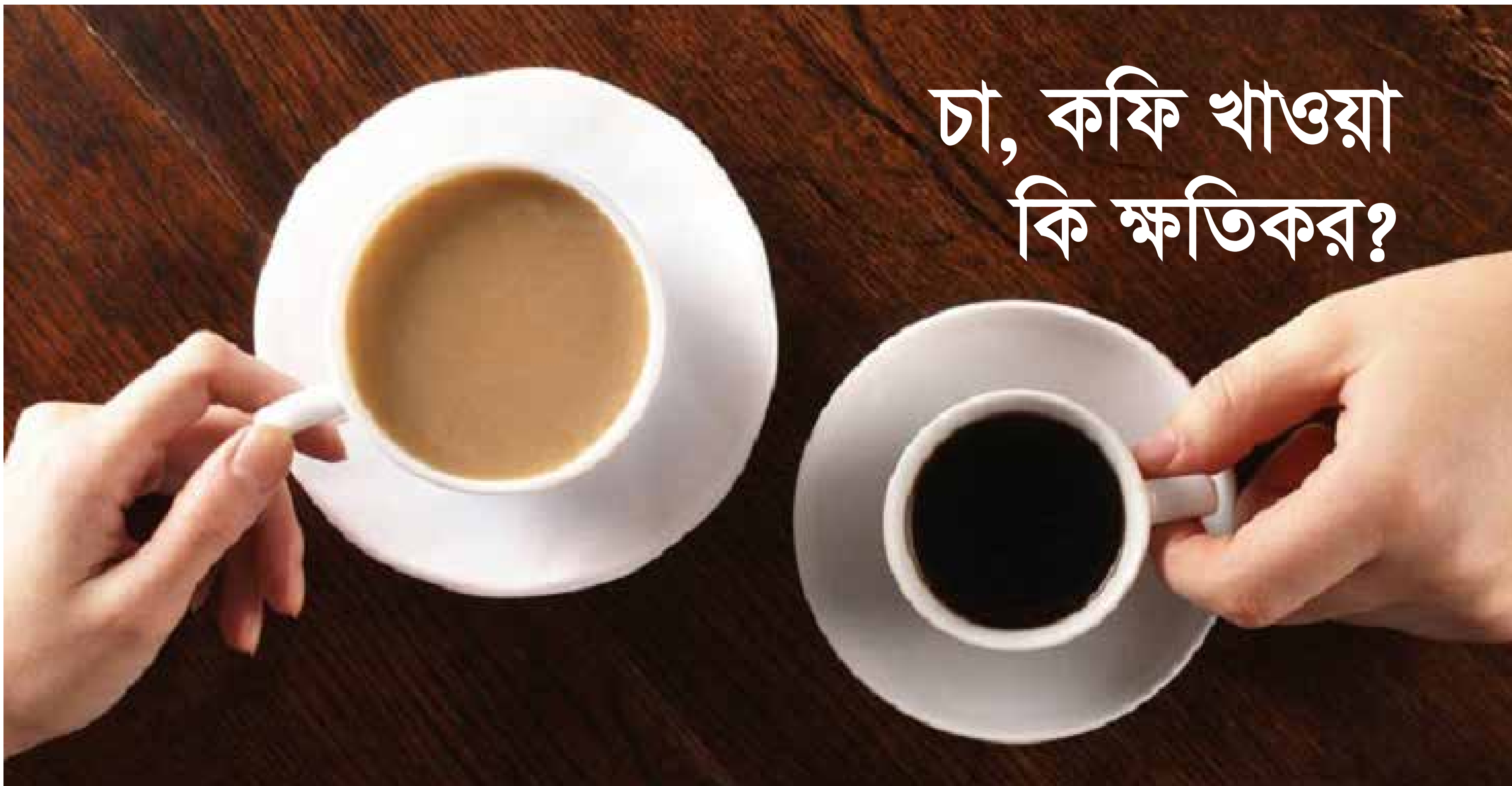

চা, কফি খাওয়া কি ক্ষতিকর?

পরিচয় ডেস্ক: চা-কফি খাওয়া শরীরের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর, এর জবাবে ডা. হাসান মোস্তফা রাশেদ বলেন, পরিমিত মাত্রায় চা-কফিতে ক্ষতির কোনো আশঙ্কাই নেই। আমাদের শরীরের কোষের ক্ষতি করে যে সমস্ত ফ্রি রেডিক্যাল, সেই সেলগুলোকে রক্ষা করে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। চা-কফিতে রয়েছে ক্যাফেইন আর পলিফেনল নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। কিছুদিন আগেও আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, চা-কফি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত ১ থেকে ২ কাপ কফি কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের আশঙ্কা অনেকটাই কমাতে পারে।

অত্যধিক মাত্রায় চা-কফি খাওয়া শরীরের পক্ষে অবশ্যই ক্ষতিকর। কিন্তু এগুলোর পরিমিত মাত্রা স্বাস্থ্যের উন্নতিই করে।

চা বেশ কয়েক রকম হয়ে থাকে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের ওয়েবসাইট পাঁচ ধরনের চায়ের কথা উল্লেখ আছেড়ব্ল্যাক টি, গ্রিন টি, ওলং টি, ইনস্ট্যান্ট টি এবং সাদা টি।

কালো চা: এটি সম্পূর্ণভাবে জারিত (অক্সিডাইজড) করা হয়। যার ফলে এর স্বাদ গাঢ় ও সমৃদ্ধ হয়।

সবুজ চা: এটি খুব কম প্রক্রিয়াজাত করা হয়, যার ফলে এর স্বাদ হালকা ও সতেজ থাকে।

ওলং চা: এটি কালো ও সবুজ চায়ের মাঝামাঝি একটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ধাপ অনুসরণ করে। এর মধ্যে আংশিকভাবে জারণ ঘটে।

সাদা চা: এটি সবচেয়ে কম প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং সাধারণত কচি কুঁড়ি ও পাতা দিয়ে তৈরি হয়।

ইনস্ট্যান্ট চা: ইনস্ট্যান্ট চা এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এই চা-গুলো প্রায়ই বিভিন্ন ফ্লেভার, যেমন: ভ্যানিলা, মধু, বা ফল কখনো কখনো গুঁড়ো দুধসহ আসে।

চা-প্রেমীরা এই ধরনের পণ্যগুলোর সমালোচনা করে থাকে। কারণ তাদের মতে, সুবিধার জন্য চায়ের আসল স্বাদ ও সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়।

চায়ের উপকারিতা

চা খেলে শরীরের ক্ষতি হবে, গায়ের রং কালো হয়ে যাবে, লিভার খারাপ হবে, দাঁত নষ্ট হবেড়এসব কথার তেমন ভিত্তি নেই।

সাম্প্রতিক গবেষণা চা নিয়ে অত-শত কথা চায়ের ধোঁয়ার মতো উড়িয়ে দিয়েছে। তবে খালি পেটে চা খেলে অনেকের ক্ষেত্রে গ্যাসের সমস্যা হতে পারে।

আসলে চা আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গবেষকরা বলেছেন, চায়ে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। মূলত এর আসল নাম অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পলিফেনল। বিট, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, আলু, টমেটো আর শসায় প্রচুর পরিমাণে থাকে যৌগটি। তবে সমস্যা হলো, সাধারণ অন্য শাক-সবজিতে এর পরিমাণ বেশ-কম থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে যতটা প্রয়োজন, তা মেটে না এতে। চা'য়ে কিন্তু এটি অনেক বেশি মাত্রায় পাওয়া যায়। আর গ্রিন টিতে এ অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পরিমাণ থাকে অনেক বেশি। তবে সাধারণ কালো চা-ও খুব পিছিয়ে নেই। আর এ অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কাজ এককথায় হচ্ছে, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।

১. অতিরিক্ত স্ট্রেস বা মানসিক ও শারীরিক চাপ থেকে ফ্রি রেডিক্যালস জন্মায়। চা'য়ে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এর বিরুদ্ধে লড়াই করে শরীরকে সতেজ রাখে।

২. ক্যানসার প্রতিরোধেও সাহায্য করে চা। এর পলিফেনলের অ্যান্টি-ক্যানসার ভূমিকা আছে।

ক্যানসার ঠেকাতে পাতে রাখুন ৩ সবজি

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমান সময়ের অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এবং খাদ্যাভ্যাসের কারণে ক্যানসারের মতো রোগের ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

সম্প্রতি চিকিৎসক সৌরভ শেঠী তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন তিনটি সবজির কথা জানিয়েছেন, যা নিয়মিত ডায়েটে রাখলে ক্যানসার প্রতিরোধে বিশেষ সহায়তা পাওয়া সম্ভব।

চিকিৎসক শেঠীর মতে, ব্রকোলি, বাঁধাকপি এবং ফুলকপিড়এই তিন সবজি ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে অত্যন্ত কার্যকর। এই সবজিগুলোতে 'সালফোরাফেন' নামক একটি প্রাকৃতিক যৌগ থাকে, যার মধ্যে শক্তিশালী ক্যানসার-রোধী গুণাগুণ রয়েছে। বিশেষ করে স্তন এবং কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে এই যৌগটি দারুণ ভূমিকা পালন করে।

তবে ক্রুসিফেরাস গোত্রের এই সবজিগুলো অনেকের ক্ষেত্রেই গ্যাস বা হজমের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চিকিৎসক জানিয়েছেন, রান্নার ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলেই এই সমস্যা এড়িয়ে শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ করা সম্ভব।

হজমের সমস্যা এড়াতে তিনি কিছু বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন। ফুলকপি বা এই ধরনের সবজি রান্নার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে কেটে রাখা উচিত। এতে সবজিতে থাকা এনজাইম বা উৎসেচকগুলো বাতাসের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় হয় এবং রান্নার পর গ্যাস হওয়ার প্রবণতা কমে।

এছাড়া রান্নার আগে সবজিটি হালকা ভাপিয়ে নিয়ে পানি ফেলে দেওয়া এবং তারপর সামান্য তেলে ভেজে রান্না করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

পেট ফাঁপা বা হজমের সমস্যা রোধ করতে রান্নায় জিরা, গুয়ামুরি (মৌরি), হিং, ধনে বা আদার মতো ভেষজ মশলা ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

এগুলো শুধু স্বাদই বাড়ায় না, বরং হজম প্রক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করে। পাশাপাশি যে দিন এই সবজিগুলো খাওয়া হবে, সে দিন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করা জরুরি। চাইলে সাধারণ পানির পরিবর্তে গুয়ামুরি ভেজানো পানি বা ভেষজ চাও খাওয়া যেতে পারে।

প্রোবায়োটিক খাবার হিসেবে দই হজমে অত্যন্ত সহায়ক। তাই এই সবজিগুলো রান্নার সময় দই ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা খাওয়ার শেষে এক বাটি দই খাওয়া যেতে পারে।

বেদানা খেলে কি সত্যিই রক্ত বাড়ে?

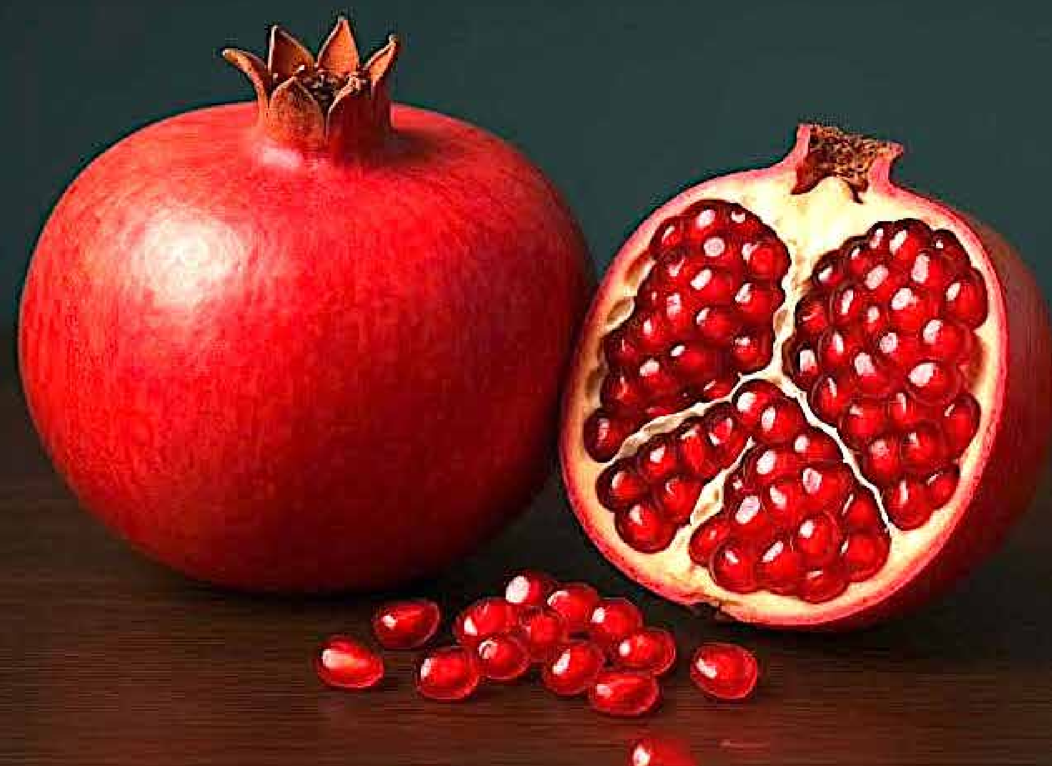

পরিচয় ডেস্ক: অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা অতিপরিচিত একটি সমস্যা। বিশেষ করে নারীদের মধ্যে হিমোগ্লোবিন ঘাটতির হার বেশি। এমন ক্ষেত্রে খাদ্যতালিকায় ফলমূল যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয় প্রায়শই। আর রক্ত বৃদ্ধির জন্য বেদানা খাওয়ার পরামর্শও পাওয়া যায়।

বেদানা আক্ষরিক অর্থে রক্ত বৃদ্ধি করে না। তবে এটি রক্ত সম্পর্কিত পরিমাপড়ুযেমন: হিমোগ্লোবিন, হেমাটোক্রিট, আয়রনের অবস্থা ও রক্ত সঞ্চালনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।'

তিনি বলেন, 'এটি রক্তে অক্সিজেন বহন ক্ষমতা বা আয়রনের মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।'

এ বিষয়ে বুঝতে হলে প্রথমে বেদানার পুষ্টি উপাদান ও রক্ত তৈরিতে কি ভূমিকা রাখে তা জানতে হবে।

বেদানার পুষ্টি উপাদান

বেদানা প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও খনিজসমৃদ্ধ একটি ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম বেদানায় থাকেড় আয়রন (লোহা): ০.৩ মি.গ্রাম, ভিটামিন সি: প্রায় ১২.৬ মি.গ্রাম, ফোলেট (ভিটামিন বি৯), পলিফেনল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এই উপাদানগুলো শরীরের রক্ত তৈরির প্রক্রিয়ায় সহায়ক ভূমিকা রাখে।

রক্ত বৃদ্ধিতে বেদানার ভূমিকা

আয়রন হিমোগ্লোবিন তৈরির মূল উপাদান রক্তস্বল্পতার প্রধান কারণ হলো শরীরে পর্যাপ্ত আয়রন না থাকা। বেদানায় আয়রন আছে, তবে পরিমাণ মাঝারি। তাই এটি সহায়ক, কিন্তু প্রধান উৎস নয়।

আয়রন হিমোগ্লোবিন তৈরিতে প্রয়োজন হয়, যা অক্সিজেন বহনে সাহায্য করে।

ভিটামিন সি খাবারের আয়রন শোষণের ক্ষমতা বাড়ায় বেদানার ভিটামিন সি উদ্ভিজ্জ খাদ্যের আয়রন সহজে শোষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

যারা পালং শাক, কলমি শাক, ডাল, বিট ইত্যাদি আয়রন উৎসের সঙ্গে বেদানা খান, তাদের শরীরে আয়রন শোষণ ক্ষমতা বাড়ে।

সকালে খালি পেটে লেবুপানি খাওয়া কি আসলেই ভালো

পরিচয় ডেস্ক: প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ফল ও শাকসবজি রাখার গুরুত্ব অনেক। এসব খাবার শরীরের প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের চাহিদা পূরণ করে এবং দীর্ঘমেয়াদি অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এই তালিকায় লেবু একটি পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত ফল।

লেবু একটি পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত ফল। দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এর ব্যবহার যেমন স্বাদ বাড়ায়, তেমনি শরীরের জন্যও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকার এনে দেয়। তবে ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে লেবু কোনো ওষুধ নয়, বরং একটি ফুড অ্যাডজাঙ্কট অর্থাৎ সুষম খাদ্যাভ্যাসের সহায়ক উপাদান। তাই সব মানুষের জন্য, সব পরিস্থিতিতে লেবু সমানভাবে উপকারী হবে এমন ধারণা সঠিক নয়। সাম্প্রতিক সময়ে 'সকালে খালি পেটে লেবু পানি' নিয়ে যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তা বৈজ্ঞানিকভাবে সব রোগীর জন্য নিরাপদ নয়। বিশেষ করে গ্যাস্ট্রিক, দাঁতের সমস্যা বা কিছু দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভোগা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন।

লেবু নিয়ে ক্লিনিক্যাল টিপস

১. লেবু খাদ্য সহায়ক, চিকিৎসা নয়

২. 'সকালে খালি পেটে লেবু পানি' সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়।

৩. দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত লেবু পানি দিয়ে কুলি করা ভালো অভ্যাস নয়।

৪. রোগ ও শারীরিক অবস্থাভেদে লেবুর পরিমাণ নির্ধারণ করা জরুরি।

লেবুর উপকারিতা

১. ভিটামিন সি-এর ভালো উৎস : লেবু ভিটামিন 'সি'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উৎস। ভিটামিন সি শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে, ক্ষত দ্রুত শুকাতে সাহায্য করে এবং কোলাজেন তৈরিতে ভূমিকা রাখে। কোলাজেন ত্বক, জয়েন্ট, রক্তনালী ও সংযোজক টিস্যুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২. হজমে সহায়তা করে : পরিমিত পরিমাণে লেবু পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণ বাড়াতে পারে। এতে হালকা কোষ্ঠকাঠিন্য উপশম হয় এবং চর্বিযুক্ত খাবারের হজমে সহায়তা করে। তবে অতিরিক্ত বা খালি পেটে লেবু গ্রহণ করলে উল্টো গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বাড়তে পারে।

৩. আয়রন শোষণ বাড়ায় : লেবু উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে পাওয়া আয়রনের (নন-হিম আয়রন) শোষণ বাড়াতে কার্যকর। শাকসবজি, ডাল বা উদ্ভিজ্জ খাবারের সঙ্গে লেবু খেলে আয়রন শরীরে ভালোভাবে শোষিত হয়। এ কারণে রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়ায় ভোগা ব্যক্তিদের খাদ্যতালিকায় পরিমিত লেবু উপকারী হতে পারে।

৪. হৃদস্বাস্থ্যে সহায়ক : লেবুতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েডস শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। এগুলো এলডিএল কোলেস্টেরলের অক্সিডেশন কমাতে ভূমিকা রাখতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক।

৫. কিডনি স্টোন প্রতিরোধে সহায়ক : লেবুর সাইট্রেট উপাদান ক্যালসিয়াম স্টোন, বিশেষ করে ক্যালসিয়াম অক্সালেট তৈরির ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এটি মূলত প্রতিরোধমূলক ভূমিকা রাখে, চিকিৎসার বিকল্প নয়।

৬. ডায়াবেটিসে উপকারী (পরিমিত পরিমাণে) : লেবুর গ্লাইসেমিক লোড খুব কম। খাবারের সঙ্গে লেবু গ্রহণ করলে খাবারের পর রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা কিছুটা কমতে পারে। তবে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ জরুরি।

লেবুর ঝুঁকি

১. অ্যাসিডিটি ও গ্যাস্ট্রিক সমস্যা : খালি পেটে বা অতিরিক্ত লেবু খেলে বুক জ্বালা, টক ঢেকুর, পেটে ব্যথা ও অস্বস্তি হতে পারে। জিইআরডি বা পেপটিক আলসার রোগীদের ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি বেশি।

২. দাঁতের ক্ষতি লেবুর অতিরিক্ত এসিডিক প্রকৃতির কারণে দাঁতের এনামেল ক্ষয় হতে পারে। দীর্ঘদিন লেবু পানি চুমুক দিয়ে পান করলে দাঁত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

৩. মুখের ঘা বা আলসার বাড়াতে পারে : অ্যাপথাস আলসার বা মুখে ঘা থাকলে লেবু খেলে ব্যথা ও জ্বালা বেড়ে যেতে পারে।

৪. কিছু ওষুধের সঙ্গে সমস্যা : লেবু জিইআরডি ও আলসারের কিছু ওষুধের কার্যকারিতা কমাতে পারে।

কাসুন্দি-কাঁচা আমে মুরগি

পরিচয় ডেস্ক: কাঁচা আম দিয়ে মুরগি রান্না। একটা নতুন স্বাদ, একটা অচেনা মোড়। কাসুন্দির কড়া ঘ্রাণ, কাঁচা আমের টক সব মিলিয়ে রান্নাটা হয়ে ওঠে একেবারেই আলাদা। রান্নার শেষে যখন এক চিমটি চিনি দিয়ে নামিয়ে নেওয়া হয়, তখন বোঝা যায় এই টক-মিষ্টির দ্বন্দ্বে একটা ভারসাম্য লুকিয়ে ছিল।

যা লাগবে : মাঝারি সাইজের ১টি কাঁচা আম (খোসা ছাড়িয়ে কুচি করে নেওয়া), ১ কেজি মুরগি (হাড়সহ), ২ টেবিল চামচ কাসুন্দি, ১ টেবিল চামচ করে আদা ও রসুন বাটা, ১ চা-চামচ করে জিরা, ধনিয়া, হলুদ গুঁড়া, ২ চা-চামচ লাল মরিচ গুঁড়া, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, হাফ কাপ তেল, গোটা গরম মসলা (দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ) ১ চা-চামচ চিনি, লবণ স্বাদমতো, ১ কাপ গরম পানি

রন্ধন প্রণালি: প্রথমে কাঁচা আম ভালো করে ছেঁটে গ্রেটারের সাহায্যে কুচি করে নিতে হবে। এই রান্নার জন্য একটি মাঝারি সাইজের কাঁচা আমই যথেষ্ট। এরপর একটি পাত্রে মুরগির মাংস, কুচি করা আম, আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরা গুঁড়া, কাসুন্দি, লাল মরিচের গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া ও লবণ একসঙ্গে মিশিয়ে ভালোভাবে মেখে অন্তত এক ঘণ্টা মেরিনেট করে রাখতে হবে।

এবার যে পাত্রে রান্না করা হবে, সেখানে আধা কাপ তেল দিয়ে গোটা গরম মসলা ফোড়ন দিতে হবে। এ রান্নায় তেলের পরিমাণ একটু বেশি লাগে। গরম মসলা থেকে সুঘ্রাণ বের হলে তাতে পেঁয়াজ কুচি যোগ করে ভাজতে হবে যতক্ষণ না পেঁয়াজ লালচে রং ধারণ করে।

এরপর মেরিনেট করা মুরগির মাংস দিয়ে দিতে হবে। এই পর্যায়ে পানি দেওয়ার দরকার নেই। অল্প নেড়ে ঢেকে দিলে মুরগি থেকে নিজেই পানি বের হবে, যা দিয়ে মাংসটা ভালোভাবে কষানো যাবে।

মুরগি কষানো হয়ে গেলে সেখানে এক কাপ গরম পানি যোগ করে আরও ১৫ মিনিট রান্না করতে হবে। মাঝে মাঝে ঢাকনা তুলে নেড়ে দিতে হবে, যাতে পাত্রের তলায় লেগে না যায়। রান্না প্রায় শেষ হয়ে এলে, নামানোর ঠিক আগে এক চা-চামচ চিনি দিয়ে দিতে হবে। এতে কাঁচা আমের টক স্বাদের সঙ্গে সুন্দর একটা ভারসাম্য তৈরি হবে।

এই কাঁচা আম দিয়ে মুরগি পরিবেশন করা হয় গরম ভাতের সঙ্গে। খিচুড়ির পাশে জমে দারুণ, আর পরোটার সঙ্গে খাওয়ার সময় আলাদা করে কিছু ভাবতেই হয় না।

বাঁধাকপি দিয়ে গরুর মাংস

পরিচয় ডেস্ক: গরুর মাংস তো নানাভাবে খাওয়া যায়। বাঁধাকপির এই মৌসুমে সেটি দিয়েই রেঁধে দেখুন। স্বাদ তো বদলাবেই, একটু অন্য রকম খাবারও খাওয়া হবে।

উপকরণ: হাড়সহ গরুর মাংস এক কেজি, বাঁধাকপি একটা, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাতা ২ থেকে ৩ পিস করে, আদা ও রসুনবাটা এক টেবিল চামচ করে, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া এক টেবিল চামচ করে, জিরাগুঁড়া এক চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি আধা চা-চামচ, সয়াবিন তেল আধা কাপ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ এবং ৫ থেকে ৬টা কাঁচা মরিচ ফালি।

প্রণালি: গরুর মাংস ধুয়ে রাখুন। বাঁধাকপি চিকন করে ভাজির মতো কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল দিয়ে গরম করুন। তেল গরম হলে তাতে পেঁয়াজকুচি দিয়ে লালচে করে ভেজে তাতে এলাচি, দারুচিনি ও তেজপাতা দিন। এবার আদা ও রসুনবাটা দিয়ে সামান্য নেড়ে নিন। অল্প পানি দিয়ে হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। পরে মাংস দিয়ে ঢেকে রান্না করুন কম আঁচে। সেদ্ধ হলে বাঁধাকপি দিয়ে আবারও ঢেকে রান্না করুন। এবার হয়ে এলে জিরা ও গরমমসলার গুঁড়া এবং কাঁচা মরিচের ফালি দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। তারপর লবণ দেখে নামিয়ে নিন। রেডি হয়ে গেল বাঁধাকপি দিয়ে গরুর মাংস।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi

ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

খাসীর মাংসের দম বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক: জম্পেশ খাওয়াদাওয়া ছাড়া নববর্ষ জমে না। কবজি ডুবিয়ে বিরিয়ানি খেতে মন চাইলে বাড়িতেই রেঁধে ফেলুন খাসীর মাংসের দম বিরিয়ানি।

উপকরণ: বাসমতী চাল আধা কেজি, ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ দুধে ভিজিয়ে রাখা জাফরানের কয়েকটি কেশর, ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ ঘি, খাসির মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ আধা কাপ, এলাচি ৪ থেকে ৫টি, দারুচিনি ২ টুকরা, স্টার এনিস ১টি, টক দই আধা কাপ, আদাবাটা ও রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ করে, ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, জায়ফল ও জয়ত্রীগুঁড়া সামান্য, তেল ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি :টক দই ও লবণ দিয়ে ধুয়ে রাখা মাংস ম্যারিনেট করে রাখুন ১ ঘণ্টা। ভিজিয়ে রাখা বাসমতী চাল লবণ পানিতে ফুটিয়ে নিতে হবে ৯০ ভাগ সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। এরপর পানি ঝরিয়ে রেখে দিতে হবে। পাত্রে তেল দিন। সব আস্ত মসলা দিয়ে তাতে পেঁয়াজকুচিসহ ভেজে ম্যারিনেট করা মাংস দিতে হবে। এবার আদা ও রসুনবাটা দিয়ে কষিয়ে পানি দিন। এরপর ঢেকে রান্না করতে হবে সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। মাংস রান্না হয়ে তেল ওপরে উঠে এলে এতে জায়ফল জয়ত্রীগুঁড়া দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিতে হবে।

আরেকটি পাত্রে ঘি ব্রাশ করতে হবে। তাতে রান্না করা মাংসের অর্ধেক ছড়িয়ে তার ওপর সেদ্ধ চাল দিয়ে জাফরানে ভেজানো দুধের অর্ধেক ছড়িয়ে দিতে হবে। এই স্তরের ওপরে বাকি মাংস দিয়ে আগের পদ্ধতিতে চালসহ ঘি ও জাফরান দুধ ছড়িয়ে ঢেকে দমে দিন ৩০ মিনিটের জন্য। এরপর হয়ে এলে নামিয়ে সাজিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

শিম দিয়ে ইলিশের ঝাল

পরিচয় ডেস্ক: আলুর ও কপির সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে সবজির ঘণ্ট রান্না করতে মৌসুমি শিম ব্যবহার করা হয়। সবই ঠিক আছে। অন্যান্য সবজির মতো ইলিশ মাছও রান্না করুন শিম দিয়ে। স্বাদে নতুনত্ব আসবে। নতুন একটি তরকারিও খাওয়া হবে।

উপকরণ : ছোট ইলিশ একটি, শিম ৫০০ গ্রাম, আলু ১০০ গ্রাম, টমেটো দুটি, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেপাতা গুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, পাঁচ থেকে ছয়টি কাঁচা মরিচের ফালি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ।

প্রণালি: ইলিশ মাছ রিং পিস করে কেটে ধুয়ে নিন। শিম ও আলু কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এবার কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি সোনালি করে ভেজে অল্প পানি দিন। তারপর আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেপাতা গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। পরে ঝোলের জন্য পরিমাণমতো পানি দিন। সেদ্ধ হলে তাতে কাঁচা ইলিশ মাছ ও কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে ঢেকে দিন। এভাবে রান্না করুন ৫ মিনিট। পরে লবণ দেখে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল শিম দিয়ে ইলিশের ঝাল।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION** (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

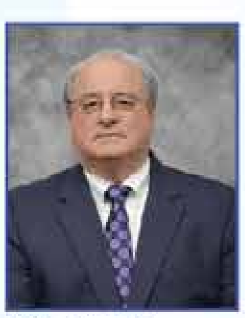
Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

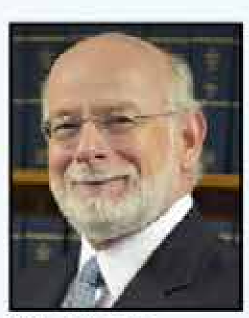
Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

নতুন বছরে পূর্ণ শক্তিতে মেতেছে

১৪ পৃষ্ঠার পর

নিরুৎসাহিত করার মতো কিছু এখনো করেনি যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা, কংগ্রেস কিংবা আদালত। এখন পর্যন্ত এমন কোনো ইঙ্গিতও নেই যে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে।

লাতিন আমেরিকায় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো গণতান্ত্রিক মানদণ্ড দুর্বল করছেড়এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। কিন্তু এ সপ্তাহে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্প যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা মোটেও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য নয়। আর তেল নিরাপত্তার চেয়ে অন্য শক্তিগুলোকে তেল থেকে দূরে রাখাই সম্ভবত এর মূল উদ্দেশ্য। নিকোলা মাদুরোর শাসনামলে চীন, কিউবা, ইরান ও রাশিয়াড়সবাই লাভবান হয়েছে। শুধু গত বছরই ভেনেজুয়েলার মোট অপরিশোধিত তেল রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশ নিয়েছে চীন।

নতুন বছর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে নজর রাখার বিষয়গুলোর একটি হবে কংগ্রেস। মার্কিন সিনেট একটি 'ওয়ার পাওয়ারস' ধারা এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ভেনেজুয়েলার ভেতরে বা ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে কোনো শত্রুতামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার আগে কংগ্রেসকে আগাম জানাতে হবে। এতে ট্রাম্প প্রশাসন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। তবু এমন কোনো লক্ষণ নেই যে এটি বাস্তবে প্রেসিডেন্টের ওপর কার্যকর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে। আইনি পথে অন্য যেকোনো প্রতিক্রিয়া মূলত একটি একাডেমিক আইনবিদদের আলোচনার ভেতরেই সীমাবদ্ধ আছে।

ইউরোপ ও এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়ার দিকেও এখন বিশেষভাবে নজর দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ ট্রাম্পের বক্তব্য ও আচরণ কেবল যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না; তা সরাসরি মিত্র দেশগুলোর নিরাপত্তা ভাবনা, কূটনৈতিক অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দিচ্ছে।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো গ্রেপ্তার বা আটক হওয়ার ঘটনার পর ইউরোপীয় নেতাদের প্রতিক্রিয়া ছিল তুলনামূলকভাবে সংযত। অনেকেই প্রকাশ্যে তীব্র ভাষা ব্যবহার করেননি, যেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে না জড়াতে হয়। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় যখন ট্রাম্প আবারও গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকি দেন। তখন ইউরোপীয় নেতারা আর নীরব থাকতে পারেননি। কারণ গ্রিনল্যান্ড কেবল একটি দ্বীপ নয়; এটি ইউরোপীয় নিরাপত্তা কাঠামো, আর্কটিক অঞ্চলের ভারসাম্য এবং ন্যাটোর ভবিষ্যৎ ভূমিকার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

এই প্রেক্ষাপটে ন্যাটোর ছয়টি সদস্যরাষ্ট্র এক যৌথ বিবৃতিতে জানায়, তারা এবং তাদের সঙ্গে আরও কয়েকটি মিত্র দেশ আর্কটিক অঞ্চলে নিজেদের সামরিক ও কৌশলগত উপস্থিতি বাড়িয়েছে। তারা 'উপস্থিতি, কার্যক্রম ও বিনিয়োগ' বৃদ্ধির কথা বলে স্পষ্ট করে দেয়, এই অঞ্চলকে নিরাপদ রাখা এবং সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে নিবৃত্ত করা এখন তাদের অগ্রাধিকার। এই বক্তব্য আসলে ট্রাম্পের হুমকির বিরুদ্ধে একটি পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা।

ইউরোপীয় দেশগুলোর সামনে বাস্তব বিকল্প কী

প্রশ্ন থেকেই যায়ড়যদি ট্রাম্প সত্যিই গ্রিনল্যান্ড দখলের দাবিতে অনড় থাকেন, তাহলে ইউরোপীয় দেশগুলোর সামনে বাস্তব বিকল্প কী? তারা কি ন্যাটো থেকে বেরিয়ে যাবে? বাস্তবে সেটি প্রায় অসম্ভব। কারণ ন্যাটোর বাইরে ইউরোপের নিজস্ব কোনো শক্তিশালী ও সমন্বিত নিরাপত্তা কাঠামো নেই, যা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের আচরণে ক্ষুব্ধ হলেও ইউরোপীয় দেশগুলো শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারছে না।

এই দ্বিধার একটি স্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায় যুক্তরাজ্যের অবস্থানে। একদিকে তারা গ্রিনল্যান্ড বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্যের সমালোচনা করেছে, অন্যদিকে আবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি 'যৌথ নিরাপত্তা স্বার্থ' খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। এর ফলেই ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাশিয়ান পতাকাবাহী একটি তেল ট্যাংকার জব্দ করার ঘটনায় যুক্তরাজ্য ট্রাম্প প্রশাসনকে সমর্থন দেয়। অর্থাৎ বিরোধিতার পাশাপাশি সহযোগিতাড়এই দ্বৈত নীতিই এখন ইউরোপের বাস্তবতা।

এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ট্রাম্প হয়তো আরও গভীর একটি পরিবর্তনের সূচনা করছেনড়মানুষের সার্বভৌমত্ব, ভূখণ্ড ও জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে ভাবনার ধরনটাই বদলে যাচ্ছে। আগে যেসব বিষয়কে স্থির ও প্রশ্নাতীত ধরে নেওয়া হতো, সেগুলো এখন নতুন করে আলোচনায় আসছে। গ্রিনল্যান্ডের ঘটনাই তার উদাহরণ। আগে অনেক মানুষই গ্রিনল্যান্ডকে মানচিত্রে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। কিন্তু এখন তার ভৌগোলিক অবস্থান, আর্কটিক অঞ্চলে তার কৌশলগত গুরুত্ব এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় তার ভূমিকা নিয়ে নতুন করে চিন্তা শুরু হয়েছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলোড়যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত ভূরাজনৈতিক অগ্রাধিকার কী, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এতদিন ধরে ধরে নেওয়া হচ্ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হলো চীনের উত্থান মোকাবিলা করা। কিন্তু বাস্তবে সেটিই যে এখন শীর্ষ অগ্রাধিকার, তার পক্ষে খুব শক্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও প্রেসিডেন্ট প্রতিরক্ষা বাজেট ৫০ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন এবং বলা হচ্ছে এই অর্থের একটি বড় অংশ চীনকে মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় নৌযান নির্মাণে ব্যয় হবে, তবু গ্রিনল্যান্ডের মতো ইস্যু সামনে এনে তিনি মনোযোগকে অন্যদিকে সরিয়ে নিচ্ছেন।

সবশেষে, সবচেয়ে গভীর ও উদ্বেগজনক পরিবর্তনটি হলোড়ভূখণ্ড দখলের বিরুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক রীতি বা নীতি যুদ্ধপরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি ছিল, তা এখন ভেঙে পড়ার মুখে। দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি অলিখিত নিয়ম ছিলড়শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রের ভূখণ্ড জোর করে দখল করা যাবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ, যারা এই নিয়মের প্রধান প্রবক্তা ও রক্ষক ছিল, তারাই যখন প্রকাশ্যে একটি ভূখণ্ড দখলের হুমকি দেয়, তখন সেই রীতির ভিত্তিই নড়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত গ্রিনল্যান্ড দখলের পথে না গেলেও, হুমকিটাই যথেষ্ট। কারণ এটি অন্য শক্তিগুলোকেও একই ধরনের আচরণের বৈধতা দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। ফলে সামনে আরও এমন ঘটনা দেখার জন্য বিশ্বকে প্রস্তুত থাকতে হবেড়যেখানে ভূখণ্ড দখল, শক্তির প্রদর্শন এবং পুরোনো আন্তর্জাতিক নিয়ম ভাঙার রাজনীতি আবারও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। মহাশক্তির কঠিন ও নির্মম ক্ষমতার খেলায় নামতে ট্রাম্পের কোনো দ্বিধা নেই। এ সপ্তাহের পদক্ষেপগুলো দেখিয়েছে, তিনি পশ্চিম গোলার্ধ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষদের সরিয়ে রাখতে চান। কিন্তু একই সঙ্গে এমন কোনো প্রমাণও নেই যে তিনি অন্য কোনো অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষদের প্রভাববলয় মেনে নিতে রাজি। উল্লেখযোগ্যভাবে, কাউন্সিলের জনমত জরিপ বলছেড়আমেরিকানরা প্রভাব বলয়ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থাকে সমর্থন করেন না।

ট্রাম্পের জনসমর্থন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বৈশ্বিক ক্ষমতার এই দৌড় থেকে সরিয়ে আনবে, নাকি জনগণই ট্রাম্পের সঙ্গে সেই পথে এগোবেড়তা এখনো দেখা বাকি। লেসলি ভিনজামুরি শিকাগো কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। শিকাগো কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স থেকে নেওয়া।

২০২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় ৭.১ শতাংশ শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও ২০২৬ সালে তা কমে ৬.২ শতাংশ হতে পারে। এর মূল কারণ হিসেবে ভারতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ আমদানি শুল্কের প্রভাবকে দায়ী করা হয়েছে।

তবে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কেটে গেলে ২০২৭ সালে এই অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ফের বেড়ে ৬.৫ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংক সতর্ক করে বলেছে, এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নেতিবাচক ঝুঁকি রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য বিধিনিষেধ বৃদ্ধি, বৈশ্বিক বাণিজ্য নীতিতে অব্যাহত অনিশ্চয়তা, আর্থিক দুর্বলতা বৃদ্ধির সঙ্গে কঠোর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘন বা তীব্র হানা।

তবে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে বলেও জানায় সংস্থাটি। যেমন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনায় সম্ভাব্য অগ্রগতি, প্রযুক্তিনির্ভর বিনিয়োগের দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের পর স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য সুফল।

এদিকে অব্যাহত বাণিজ্য ও নীতিগত অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আগামী দুই বছর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০২৬ সালে এটি কিছুটা কমে ২.৬ শতাংশ হতে পারে, তবে ২০২৭ সালে তা বেড়ে ২.৭ শতাংশে পৌঁছাবে।সংবাদসূত্র টিবিএস

Ruposhi Chandpur Foundation Inc.
রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক

রাজু সাহা (বিপ্লব)
সভাপতি

নব নির্বাচিত পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ২০২৬-২৭

সোহেল গাজী
সাধারণ সম্পাদক

সাইফুল ইসলাম — সিনিয়র সহ-সভাপতি
এবি সিদ্দিক পাটোয়ারী — সহ-সভাপতি
লুৎফুর রহমান চুন্নু — সহ-সভাপতি
নুরুল আলম মজুমদার — সহ-সভাপতি
মোহাম্মদ নুরুল আমিন — সহ-সভাপতি
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন — সহ-সভাপতি
সাকিল মিয়া — সহ-সভাপতি
এড. নুবায়রা ইবনাত — সহ-সভাপতি
সাইফুল ইসলাম লিটন — সহ-সভাপতি
আহ্নাফ আলম — সহ-সভাপতি

মোঃ আব্দুর রহীম ভূঁইয়া — যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
মোঃ আবু তাহের — সহ সাধারণ সম্পাদক
নুরুল ইসলাম মিলন — সহ সাধারণ সম্পাদক
ফয়সাল আহমেদ (রিপন) — সহ সাধারণ সম্পাদক
গোলাম আজম রকি — সহ সাধারণ সম্পাদক
মামুন মজুমদার — সহ সাধারণ সম্পাদক

মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারী — কোষাধ্যক্ষ
ফজলুল হক — সহ কোষাধ্যক্ষ
ফয়সাল পাটোয়ারী — সাংগঠনিক সম্পাদক
আনিসুজ্জামান রাসেল — সহ সাংগঠনিক সম্পাদক
ফয়েজ আহমেদ — প্রচার সম্পাদক
মোঃ ইকবাল হোসেন মানিক — শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক
শাহাদাত হোসেন — আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
হুমায়ূন কবীর ঢালী — সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক
ফারহানা আক্তার শিমু — মহিলা সম্পাদক

শেখ সায়েম উল্লাহ্ — সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ আবু তাহের গাজী — সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
ওসমান ওমর ফারুক — দপ্তর সম্পাদক
মোঃ নিয়াজ মোরশেদ — ক্রীড়া সম্পাদক
আবু বকর — স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক
মোঃ মোস্তাক আহমেদ — আপ্যায়ন সম্পাদক

এস এম মাহবুবুর রহমান টিটু — নির্বাহী সদস্য
আলমগীর হোসেন — নির্বাহী সদস্য
গিয়াস উদ্দিন মাতাব্বর — নির্বাহী সদস্য
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ফরহাদ — নির্বাহী সদস্য
মাওলানা আ: রহমান — নির্বাহী সদস্য
মোঃ বোরহান উদ্দিন — নির্বাহী সদস্য
মোঃ আবু ইউসুফ — নির্বাহী সদস্য
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন রিয়াদ — নির্বাহী সদস্য
ইমাম সোহেল — নির্বাহী সদস্য
মাহমুদুল হাসান — নির্বাহী সদস্য
মোঃ ইকবাল হোসেন — নির্বাহী সদস্য

আবু বি সিদ্দিক (মশিউর) — নির্বাহী সদস্য
মোমিন হোসেন মিন্টু — নির্বাহী সদস্য
মোঃ সামসুল আলম — নির্বাহী সদস্য
পীরজাদা মেহদী হাসান — নির্বাহী সদস্য
মোঃ মাহাবুবুর রহমান রিয়াদ — নির্বাহী সদস্য
মোঃ সোহরাব খান (টিটু) — নির্বাহী সদস্য
মোঃ তানভীর হোসেন রনি — নির্বাহী সদস্য
মানিক রাজা — নির্বাহী সদস্য
শাহাদাত হোসেন — নির্বাহী সদস্য
মোঃ আলম সরকার — নির্বাহী সদস্য
মোঃ ফারুক আহমেদ — নির্বাহী সদস্য

বোর্ড অব ট্রাস্টি

মোঃ রফিকুর রহমান, ডাঃ মঈনুল ইসলাম মিয়া, নার্গিস আহমেদ, মজিবুর রহমান মিয়া, মোর্শেদ আলম, নাজমুল হাসান, ডা. ধনঞ্জয় সাহা, মোঃ আলম, মনিরুজ্জামান মজুমদার, জসিম রাসেল, নূর আলী স্বপন ও হাসান ইমাম।

উপদেষ্টা পরিষদ

হারুন ভূঁইয়া, মোস্তফা হোসেন মুকুল, ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী, আমিন খান জাকির, বাবুল চৌধুরী, ফারুক হোসেন মজুমদার, মামুন মিয়াজী, খোরশেদ আলম খোকন, প্রফেঃ শাহাদত হাসান, মনির হোসেন, মাজাহারুল ইসালাম চৌধুরী মুসা, জামান তপন, রফিকুর রহমান মিয়া, হাবিব খন্দকার, ডা. জাহাঙ্গীর আলম, নূর মোহাম্মদ, মোহাম্মদ আজাদ ও হুমায়ন কবির।

বাংলাদেশে ন্যায়বিচার

১৬ পৃষ্ঠার পর

দেখা যায়, তিন থেকে ছয় মাস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যেই সব প্রকার মামলা স্বাভাবিক নিয়মে নিষ্পত্তি হয়ে চলেছে। ওই সব দেশের বিচারালয় পরিদর্শনে দেখা যায়, আমাদের দেশের মতো হাজার হাজার বিচারপ্রার্থী আদালতগুলোতে ভিড় করছেন না। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালতের এজলাস ও বিচারালয়ের বারান্দা লোকে লোকারণ্য থাকে। অনেক দেশে মামলা শুনানির তারিখ ও সময় আগেই নির্ধারণ করা থাকে এবং নির্ধারিত তারিখ ও সময়েই অনলাইনে অর্থাৎ ভার্চ্যুয়ালি মামলার শুনানি হয়। আদালতে বিচারক ও সহায়ক কয়েকজন কর্মচারী ছাড়া লোকজনের কোনো ভিড় থাকে না।

অকারণে মামলা করা, শত্রুতা বা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মামলা করার প্রবণতা বন্ধে পরাজিত পক্ষকে মামলা পরিচালনার সব খরচ ও ক্ষতিপূরণ জয়ী পক্ষকে প্রদানের বিধানটি উন্নত দেশগুলোতে প্রবর্তিত হয়েছে। ফলে মামলার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তুরস্কের বিচারব্যবস্থায় দেখা যায়, এই ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজেই বহন করে।

৪.

সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি জোবায়ের রহমান চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের উদ্দেশে বেশ কিছু গাইডলাইন তথা নির্দেশনা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ও মামলা নিষ্পত্তিতে সময়ক্ষেপণ রোধ করা। এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, এ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী ও অন্য অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করাও আবশ্যক।

মওদুদ আহমদ আইনমন্ত্রী থাকাকালে নিম্ন আদালতের জন্য কোনো মামলায় তিনবারের বেশি সময় না দেওয়া এবং সময় প্রদানের ক্ষেত্রে দুই হাজার টাকা ‘কস্ট’ প্রদানের বিধান প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু ওই আইন প্রবর্তনের তিন দিনের মাথায় তা বাতিল হয়ে যায়।

একটি মামলার বিচার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বেশ কতগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয়। এ স্তরগুলো কমিয়ে আনা এবং একই সঙ্গে মামলার সংখ্যাধিক্যতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। বিচারকদের মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মামলার সংখ্যার ভিত্তিতে ও গুরুত্ব অনুসারে বিচারক নিয়োগ ও মামলা বণ্টন করা উচিত।

বাস্তবে দেখা যায়, অনেক জেলা আদালতে মামলার সংখ্যা খুবই কম। এ ক্ষেত্রেও মামলার সংখ্যা বিবেচনায় বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণ করা উচিত। সময় প্রদানের ক্ষেত্রেও একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তবভিত্তিক মানদণ্ড থাকা দরকার। সর্বোপরি বিভিন্ন আদালতের বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা অতীব জরুরি। অন্যথায় মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও অরাজকতার সুযোগ থেকে যাবে।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চগুলো প্রতিবছর কয়েকবার পুনর্গঠন করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট বছরে অন্তত চার-পাঁচবার দীর্ঘ ছুটির সময়ে আদালতের বিচারকাজ বন্ধ থাকে (জরুরি বিষয় ছাড়া)। কোর্ট পুনর্গঠনের ফলে নতুনভাবে কোর্ট গঠন হয়, বিচারকদের জুরিসডিকশন পরিবর্তন হয় এবং বিচারাধীন মামলাগুলো ওই বিচারকেরা আর নিষ্পত্তি করার সুযোগ পান না।

চূড়ান্তভাবে শুনানি সমাপ্তির পর রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ ও আংশিক শ্রুত মামলাগুলো আবার নতুন আদালতে নতুনভাবে শুরু হয়। ফলে আইনজীবীদের পরিশ্রম ও মামলার দীর্ঘসূত্রতার জন্য বিচারপ্রার্থীরা ভোগান্তিতে পড়েন। যদিও রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ ও আংশিক শ্রুত মামলাগুলো পূর্বের আদালতেই নিষ্পত্তির একটি বিধান রয়েছে। তথাপি বাস্তবে এর নজির খুবই অপ্রতুল।

৫.

বিচারপ্রার্থীদের সহজে বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু মারাত্মক অন্তরায় ও জটিলতার বিষয়টি নিরসনের দায়িত্ব বিচার বিভাগকেই নিতে হবে। উন্নত দেশে এ বিষয়ে জনবান্ধব ও জনকল্যাণকর বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বার্থে নতুন নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন ও আইন সংস্কার হয়ে আসছে। বাংলাদেশের বিচারালয়ের প্রতি আস্থা ও বিচারব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গণজরিপ অনুষ্ঠিত হলে দেখা যাবে, বিচারালয়ের প্রতি বিচারপ্রার্থীদের আস্থাহীনতা ও বিচার প্রাপ্তির জটিলতার বিষয়টিই জরিপে প্রাধান্য পাবে।

পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালের প্রধান বিচারপতি সম্প্রতি সমগ্র দেশে বিচারব্যবস্থাসম্পর্কিত একটি পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ওই পরিকল্পনার ভিত্তি হচ্ছে ‘মূল্যবোধ’ ও ‘জনবান্ধব’ বিচারব্যবস্থা। ওই পরিকল্পনায় বিচারকদের দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দায়িত্ববোধের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এ ছাড়া বিচারের মানোন্নতকরণ, বিচারপ্রার্থীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ, বিচারক ও বিচারপ্রার্থীদের বিচারালয় সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং দ্রুততম সময়ে মানসম্পন্ন বিচার প্রদানের মাধ্যমে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশেও এসব উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিচার বিভাগসম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে বিচারপ্রার্থীদের অসুবিধা দূরীকরণ, প্রয়োজনীয় আইনকানুনের পরিবর্তন করা খুবই প্রয়োজন। বিচার বিভাগসংক্রান্ত দেশে কোনো স্থায়ী বিচার ইনস্টিটিউট গঠিত হয়নি। একটি স্থায়ী রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরি।

এখানে বলে রাখা দরকার, সাবেক প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই তাঁর অভিবাসনে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ প্রদান করেন এবং এ লক্ষ্যেই তিনি ৮ থেকে ৯ সদস্যের একটি রিসার্চ টিম গঠন করেন। সেই রিসার্চ টিম পৃথক সচিবালয় আইনের খসড়া, নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগসংক্রান্ত নীতিমালা ও শৃঙ্খলাজনিত নানা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যাতে বিচার বিভাগের মামলাজট নিরসন ও বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

৬.

বিচার বিভাগের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ দেশে কোনো কাজ হয়নিড়এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই। আমাদের দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা উন্নত করে বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা এবং এ লক্ষ্যে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে বিচার বিভাগের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। মামলা ও অভিযোগের গুরুত্বানুসারে মামলা শ্রেণিবিন্যাস এবং সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন আদালতকে সুনির্দিষ্ট মামলা নিষ্পত্তির দায়িত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। চাকরিজীবীদের শৃঙ্খলা বিধান ও অনিয়ম নিরসনের উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়, যেখানে স্বল্পতম সময়ে বিনা খরচে বিচার সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়। একইভাবে লেবার কোর্ট, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আদালতসহ একাধিক ট্রাইব্যুনাল ও আদালতও ওই সব মামলা নিষ্পত্তি করে আসছেন।

কিন্তু আপিল বিভাগে এই মামলাগুলো দীর্ঘসূত্রতার বেড়াজালে পড়ায় বিচারপ্রার্থীদের স্বল্পতম সময়ে বিচার প্রাপ্তি আশা-নিরাশায় পর্যবসিত হচ্ছে। অনেক বিচারপ্রার্থী ওই সব আদালতে স্বল্পতম সময়ে বিচার পেলেও আপিল বিভাগে মামলার দীর্ঘসূত্রতার বেড়াজালে পড়ে অনেকেই মামলার খরচ ও ধকল বহন করতে না পারায় মামলা ছেড়ে দিয়েছেন। অনেকের মামলা চাকরির মেয়াদ শেষ হলেও আপিল বিভাগের বিচার শেষ হয় না। এ ক্ষেত্রে আইনের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ওই সব মামলা গুরুত্ব বিবেচনায় স্বল্পতম সময়ে নিষ্পন্ন করা খুবই প্রয়োজন।

পরিশেষে বলতে হয়, ‘সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।’ এই মূলনীতিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রধান বিচারপতিকেই শক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে, যেন বিচার বিভাগের প্রতি জনুআস্থা ফিরে আসে এবং ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে জনস্বার্থকেই প্রধান্য দিতে হবে।

মো. মাসদার হোসেন সাবেক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এবং সদস্য, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন।

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

ইরানের সঙ্গে ব্যবসা

৬ পৃষ্ঠার পর

করা যেকোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেকোনো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ শুল্ক দেবে”

তিনি আরও লিখেছেন, “এই আদেশ চূড়ান্ত এবং নিষ্পত্তিমূলক। এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ” এর বাইরে প্রেসিডেন্ট আর কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি।

ইরানের সাথে বাণিজ্য কাদের?

বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশ ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করে। তবে তাদের সবচেয়ে বড় রপ্তানি অংশীদার হলো চীন।

“ট্রেড ডেটা মনিটর”-এর তথ্য বলছে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান কাস্টমস প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এক বছরে চীন ইরান থেকে ১৪ বিলিয়ন (১ হাজার ৪০০ কোটি) ডলারের বেশি পণ্য কিনেছে। চীনের পরেই আছে ইরাক। তারা প্রতিবেশী ইরান থেকে ১০.৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য নিয়েছে। ইরানের বড় ক্রেতাদের তালিকায় সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং তুরস্কও রয়েছে। এমনকি তুরস্কে ইরানের রপ্তানি ২০২৪ সালের ৪.৭ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে গত বছর ৭.৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ইরান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী দেশ। তাই তাদের শীর্ষ ১০টি রপ্তানি পণ্যের প্রায় সবই জ্বালানি সংক্রান্ত। এ ছাড়া তারা পেস্তা এবং টমেটোর মতো খাবারও বিদেশে পাঠায়। তবে রপ্তানির চেয়ে ইরান তার বাণিজ্য সঙ্গীদের কাছ থেকে অনেক বেশি নিত্যপণ্য কেনে। দেশটির আমদানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই খাবার। বিশেষ করে ভুট্টা, চাল, সূর্যমুখীর বীজ, তেল এবং সয়াবিন। তবে ইরানের সবচেয়ে বড় আমদানিকৃত পণ্য হলো স্বর্ণ। অক্টোবর পর্যন্ত ১২ মাসে তারা ৬.৭ বিলিয়ন ডলারের স্বর্ণ আমদানি করেছে, যা আগের বছর ছিল ৪.৮ বিলিয়ন ডলার।

শুল্ক কীভাবে কার্যকর হবে?

ট্রাম্পের পোস্টে বলা হয়েছে ২৫ শতাংশ শুল্ক “অবিলম্বে কার্যকর” হবে এবং এটি “চূড়ান্ত”। তবে বাস্তবে এটি কীভাবে কাজ করবে, বা নির্দিষ্ট কোন কোন দেশের ওপর প্রয়োগ হবে, তা নিয়ে হোয়াইট হাউস এখনো কিছু জানায়নি।

এটা স্পষ্ট নয় যে ইরানের সঙ্গে যুক্ত সব দেশই এর আওতায় পড়বে, নাকি শুধু বড় বাণিজ্যিক অংশীদাররা। আবার ট্রাম্প প্রশাসন আগে যেসব শুল্ক আরোপ করেছিল, তার ওপর এই ২৫ শতাংশ বাড়তি যোগ হবে কি না, তাও ধোঁয়াশাচ্ছন্ন।

কোন আইনের বলে এই নতুন শুল্ক আরোপ করা হবে, যুক্তরাষ্ট্র তাও নির্দিষ্ট করেনি। গত এপ্রিলে ঘোষিত শুল্কগুলো “ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট”-এর আওতায় দেওয়া হয়েছিল। তবে এটি বর্তমানে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট শিগগিরই এ নিয়ে রায় দিতে পারে। ট্রাম্প সোমবার বলেছেন, এই শুল্কগুলো বহাল না থাকলে যুক্তরাষ্ট্র “বিপাকে” পড়বে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

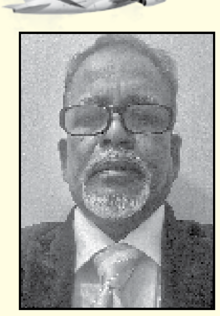

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

VOTE FOR MARY

FEBRUARY 3rd

EARLY VOTING JAN 24 - FEB 01

DEMOCRAT RUNNING AS AN
INDEPENDENT ON THE PEOPLE FIRST PARTY

AFFORDABLE INCLUSIVE NEW YORK

PLEASE SUPPORT

SCAN HERE TO DONATE

LONG ISLAND CITY | ASTORIA

MARY ★ JOBAIDA FOR

NYS ASSEMBLY DISTRICT-36

WWW.MARYFORASSEMBLY.COM

PAID FOR BY MARY JOBAIDA FOR ASSEMBLY

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত

৯ পৃষ্ঠার পর

ধরতে পারছি না।” এ সময় তিনি আরও বলেন, “আমরা দেখেছি নির্বাচনের কমিশনের সম্প্রতি কিছু বিতর্কিত ভূমিকা বা বিতর্কিত অবস্থান। একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা ধৈর্যের পরিচয় দিতে চাই।”
গুম ও খুনের শিকার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, “প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে গণতান্ত্রিক মানুষ যেন এই শহীদ বা গুম হয়ে যাওয়া সদস্যদের আত্মত্যাগ থেকে প্রেরণা লাভ করতে পারে সেজন্য আমাদের দল সরকার গঠনে সক্ষম হলে শহীদদের নামে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক কিংবা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি-বেসরকারি স্থাপনার নামে নামকরণ করব।”

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে

৮ পৃষ্ঠার পর

দেখলাম, এবার জামায়াতকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত।”
দৃশ্যপট বদলায়। এবার এক গার্মেন্টস কর্মীকে কাজ করতে করতে কথা বলতে দেখা যায়। তিনি বলেন, “আমার কষ্টের কোনো দাম নেই। আমি সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চাই। তাই আমার ভোট জামায়াতকে।” এরপর খোলা মাঠে বসে থাকা একদল তরুণী। তারা সমস্বরে বলে উঠল, “সব দল দেখেছি। এবার আমি ভোট দেব জামায়াতের দাঁড়িপাল্লায়।” বাকিরা সায় দিয়ে বলল, “হ্যাঁ, ঠিক তাই।”
কিন্তু এর মধ্যে একটা বড় ফাঁকি আছে। এই ভিডিওর কোনো চরিত্রই রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। সবটাই তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে।
শুধু ভিডিও নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন এআই দিয়ে তৈরি ছবির ছড়াছড়ি। ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম আর হাদি গুলিতে সন্দেহভাজন ফয়সাল করিম মাসুদের চা খাওয়ার একটি ছবি ফেসবুকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এক সমাবেশে এই ছবির প্রসঙ্গ টেনে কথা বলেন, যদিও পরে তিনি এর জন্য ক্ষমা চান।
আবার তারেক রহমান স্ত্রী ও কন্যাসহ খালেদা জিয়ার হাসপাতালের শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে আছেনড়এমন একটি ছবিও ভাইরাল হয়েছে। এটিও ছিল এআইয়ের কারসাজি।
এসব কেবল হিমশৈলের চূড়ামাত্র। ভুল তথ্যের এই জগত দিন দিন আরও নিখুঁত ও জটিল হচ্ছে। ছদ্মবেশ, বানোয়াট টকশো এবং এডিট করা বক্তৃতার মাধ্যমে ভোটারদের লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কারড়নির্বাচনের আগে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করা। বিশ্বের অনেক দেশে ভুয়া ভিডিও রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

শিল্পের পর্যায়ে ভুয়া কন্টেন্ট

আগেও ভুয়া ভিডিওর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ৫ আগস্টের পর পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ডিসমিসল্যাবের সাম্প্রতিক তদন্তে ইউটিউবে ভুয়া ভিডিওর এক বিশাল নেটওয়ার্কের সন্ধান মিলেছে। এগুলো শুধু রাজনৈতিক নয়, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যও হাসিল করছে। প্রায় ৯০ শতাংশ ভিডিওতে বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে। প্রতিটি ভিডিও গড়ে ১২ হাজার ভিউ পাচ্ছে এবং ইউটিউবের নিয়মকানুন অমান্য করছে।
রিউমার স্ক্যানারের তথ্যমতে, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে ৩১০টি ভুল তথ্যের ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮৪টিই (৫৯%) রাজনৈতিক। এসবের বড় একটি অংশ ভিডিও এবং এআই দিয়ে তৈরি। আগস্ট মাসে এমন ঘটনা ছিল ৩২০টি এবং সেপ্টেম্বরে ৩২৯টি।
জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭১টি এআই জেনারেটেড পোস্ট বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এর মধ্যে ৫৭টিই ভিডিও। অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রচারণায় ভিডিওই এখন প্রধান হাতিয়ার। আর এসব প্রচারের ৮৬ শতাংশই হচ্ছে ফেসবুকে।

কৃত্রিম চরিত্র ও জনমতের বিভ্রম

ভিডিও বা ছবি দেখলে মানুষ চট করে বিশ্বাস করে ফেলে। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে ডিজিটাল সাক্ষরতা কম, সেখানে এটি এক শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র। সরকারও এ বিষয়ে জানে।
বাংলাদেশে এআইয়ের এক বিপজ্জনক ব্যবহার হলো “সিন্থেটিক পারসোনা” বা কৃত্রিম চরিত্র তৈরি। জেনারেটিভ এআই ব্যবহার করে “সাধারণ নাগরিকের” প্রোফাইল ছবি বানানো হচ্ছে। ছবিতে মুখের ছোটখাটো দাগ, দেশীয় পোশাক বা ঘরের আবহড়সবই থাকছে নিখুঁতভাবে। এসব ভুয়া প্রোফাইল থেকে রাজনৈতিক আলোচনা করা হচ্ছে, নির্দিষ্ট দলের গুণগান গাওয়া হচ্ছে।
যখন শত শত ভুয়া প্রোফাইল এক সুরে কথা বলে, তখন সাধারণ মানুষের মনে হয়ড়এটাই বুঝি দেশের মানুষের মত। একে বলা হয় “নির্মিত সংখ্যাগরিষ্ঠতন্ত্র”। বাংলাদেশের মেরুকরণকৃত রাজনীতিতে এটি মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।
ইউল্যাবের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের প্রধান সুমন রহমান বলেন, “আমরা অনেক আগেই আশঙ্কা করেছিলাম যে এআই ভুল তথ্য ছড়াতে বড় ভূমিকা রাখবে। এখন ঠিক তা-ই হচ্ছে। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।”
ফ্যাক্টওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুমন রহমান আরও বলেন, “ভাবুন নির্বাচনের দিন সকালে যদি এমন কোনো এআই ভিডিও হঠাৎ সামনে আসে! একজন মানুষ মিডিয়া বোঝেন কি না, সেটা বড় কথা নয়; এমন কনটেন্ট যে কাউকেই বিভ্রান্ত করতে পারে। টাইমিং বা সময়টা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সময়ে ছাড়তে পারলে আমাদের মনের বিশ্বাসকেই তা উসকে দেবে।”
তিনি যোগ করেন, “আমরা ফ্যাক্ট-চেক করতে গিয়েও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। শেষ পর্যন্ত এই ধরনের কনটেন্ট মানুষকে ভুল পথে চালিত করবে। আমাদের মিডিয়া সাক্ষরতা এমনিতেই কম, তার ওপর এআই আগুনে ঘি ঢালছে।”
ডিসমিসল্যাবের প্রধান গবেষক মিনহাজ আমান বলেন, “নির্বাচন যত কাছে আসবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া কনটেন্টের জোয়ার আসবে। ভারত ও আমেরিকার মতো দেশেও তথ্য মানুষের কেনাকাটা থেকে শুরু করে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। আমাদের দেশে গতানুগতিক সংবাদমাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়ার গতির সঙ্গে পেরে উঠছে না। তাই ভুয়া টকশো ভোটারদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলবে।”
টেক গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট আপন দাস বলেন, “নেতারা যা বলেননি বা করেননি, এআই দিয়ে তা বানিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। এগুলো ভুয়া দাবি ছড়ায় এবং ভয় বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অনেক সময় ধর্মীয় বা জাতিগত উসকানি দিতেও এগুলো ব্যবহার করা হয়। খবরের ফরম্যাটে পরিবেশন করলে মানুষ তা সহজেই বিশ্বাস করে।”
প্রসঙ্গ বা কনটেক্সট-এর গবেষণায় দেখা গেছে, তরুণ গণতন্ত্রে সস্তা এডিট ব “চিপফেক” বেশ বিপজ্জনক। বাংলাদেশে নতুন ভোটাররাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে।
মিনহাজ আমান বলেন, “রাজনৈতিক দলগুলোর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কম, তবে তাদের স্বচ্ছতা বাড়াতে হবে। দলের তথ্য যত সহজলভ্য হবে, মিথ্যা ছড়ানো তত কঠিন হবে।”

করণীয় কী?

নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘোষণা দিয়েছে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে এআইয়ের অপব্যবহার রোধে তারা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে এবং সমন্বিত সেল গঠন করবে। তবে সমস্যার ব্যাপকতা তাদের একার পক্ষে সামলানো কঠিন হতে পারে।
সুমন রহমান বলেন, “যদি সত্যিই কোনো নিয়মতান্ত্রিক প্রচারণা না থাকে এবং মিডিয়া যদি সক্রিয় ভূমিকা না রাখে, তবে আমাদের বড় মাশুল দিতে হবে। নির্বাচন কমিশন বিধিমালার কথা বলছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বর্তমান প্রশাসন ও পরিস্থিতিতে এসব বিধি কি আদৌ কার্যকর করা সম্ভব?”
তিনি আরও বলেন, “এখন পর্যন্ত এসব কেবল আশার বাণী মনে হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন কি আসলেই এই সমস্যার গভীরতা বোঝে? এআই দিয়ে তৈরি প্রচারণা ঠেকানোর মতো কোনো কমিটি বা দপ্তর কি আমরা দেখেছি? এগুলো শুধুই মৌখিক আশ্বাস। মিডিয়া ও ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে আলাদা ইউনিট না করলে কোনো লাভ হবে না।”
মিনহাজ আমান সমাধানের বিষয়ে বলেন, “আইন দিয়ে ভুল তথ্য ঠেকানো কঠিন। এতে আইনের অপব্যবহারের ঝুঁকি থাকে। একাডেমিয়া ও সুশীল সমাজকে নিয়ে মিডিয়া সাক্ষরতা বাড়াতে হবে। শুধু আইনের ওপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়।”
বাংলাদেশে যা ঘটছে তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে এআই কীভাবে তথ্যপ্রবাহকে বদলে দিচ্ছে, এটি তারই আগাম চিত্র। এআই দিয়ে তৈরি এই বিপুল পরিমাণ মিথ্যা তথ্য প্রমাণ করছে, চ্যালেঞ্জটা এখন আর দু-একটি মিথ্যা খবরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং এটি এখন “বিকল্প বাস্তবতা” তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছেড়যা প্রতিদিন দেখা হচ্ছে এবং সত্য থেকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।সংবাদ সুত্র টিবিএস

‘মেডিক্যাল স্লো পয়জনিংয়ের’

৮ পৃষ্ঠার পর

ব্যবহারের পুরো সময়জুড়েই রোগীর লিভার বা যকৃতের অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা বাধ্যতামূলক।
কারণ এই ওষুধটি ‘হেপাটোটক্সিক’, অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদে লিভারের কোষে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। বেগম খালেদা জিয়া আগে থেকেই ‘ফ্যাটি লিভার ডিজিজে’ আক্রান্ত ছিলেন, যে অবস্থায় এই ওষুধের ব্যবহার বিশেষ সতর্কতা ও নিয়মিত পরীক্ষা ছাড়া মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।
ডা. সিদ্দিকীর অভিযোগ অনুযায়ী, যখন তার লিভার ফাংশন টেস্টের রিপোর্ট খারাপ আসতে শুরু করে, তখনো তৎকালীন সরকারি চিকিৎসকরা বেগম খালেদা জিয়াকে এই ওষুধ দেওয়া বন্ধ করেননি। ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত একজন রোগীকে নিয়মিত মেথোট্রেক্সেট দেওয়া হলে তা অত্যন্ত দ্রুত লিভার সিরোসিসে রূপ নেয় বলে জানান তিনি।
ডা. সিদ্দিকী একেই ‘স্লো পয়জনিং’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
বেগম খালেদা জিয়ার প্রকৃত শারীরিক অবস্থা দেশবাসীর সামনে প্রথম স্পষ্টভাবে আসে ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে, যখন তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন। অধ্যাপক ডা. এফ এম সিদ্দিকী জানান, সেই সময় বর্তমান মেডিকেল বোর্ড তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ার পর তারা স্তম্ভিত হয়ে যান। দীর্ঘ সময় ধরে তৎকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন থাকার সময় তাকে যে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তার লিভারের এই ভয়াবহ অবস্থার কোনো উল্লেখ ছিল না।
এরপর মেডিকেল বোর্ডের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরা পড়ে যে, মেথোট্রেক্সেটের প্রভাবে তার ফ্যাটি লিভার ইতোমধ্যেই লিভার সিরোসিসে রূপান্তরিত হয়েছে।
লিভার সিরোসিস এমন এক পর্যায়, যেখানে যকৃতের স্বাভাবিক টিস্যুগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় এবং লিভার রক্ত পরিশোধন ও হজমের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ডা. সিদ্দিকীর মতে, সরকারি চিকিৎসকরা লিভার ফাংশন টেস্টের রিপোর্ট দেখেও কেন একটি সাধারণ আল্ট্রাসনোগ্রাম করার নির্দেশ দেননি, তা একটি বিশাল রহস্য। এমন কী তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাকে সেই সময় সঠিক রোগ নির্ণয় ও আধুনিক পরীক্ষা থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। এই ঘটনা কি কেবলই চিকিৎসকদের অযোগ্যতা ছিল, নাকি ওপর মহলের কোনো অলিখিত নির্দেশ- সেই প্রশ্নটিই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে দেশের সর্বোচ্চ একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বাংলানিউজকে বলেন, “মেথোট্রেক্সেট ঔষধ মানুষের শরীরের সেলগুলো ডিভাইডেড হতে দেয় না, পাশাপাশি এটা ইনফ্লামেশন দূর করে। সাধারণত এটা হাই ডোজে এন্টি ক্যান্সার ডোজ হিসেবে ব্যাবহার করা হয় কিন্তু খালেদা জিয়ার মনে হয় না ক্যান্সার ছিলো। ফলে ওনাকে (খালেদা জিয়াকে) সম্ভবত আর্থ্রাইটিসের জন্য এটা ব্যাবহার করা হয়েছে।” তিনি আরও বলেন, “সাধারণত আর্থ্রাইটিসের জন্য ডোজ হচ্ছে ১২ থেকে ২৫ মিলিগ্রাম, ১৫ মিলিগ্রাম হচ্ছে বেঞ্চমার্ক। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে যদি এটা হাই ডোজে ব্যবহার করা হয় তাহলে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে, যেমন এটা লিভারে ফ্যাটিলিভার ডিজিজ তৈরি করে। ফ্যাটিলিভার হচ্ছে একিম্যুলেশন অব ফ্যাট ইন দা লিভার। এই ঔষধের পার্শপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা হচ্ছে ফ্যাট মেটাবিলিজমে সমস্যা তৈরি করে। তখন ফ্যাট লিভারে জমা হতে থাকে। এটা হচ্ছে ফ্যাটিলিভার ডিজিজ, এটা যখন আরও প্রগ্রেস করে তখন ইনফ্লামেশন হয়। আবার ইনফ্লামেশন থেকে লিভার সিরোসিসের দিকে অগ্রসর হয়। যদি মেথোট্রেক্সেট লং টার্মে হাইডোজে ইউজ করা হয়, তাহলে ফ্যাটিলিভার থেকে লিভার সিরোসিসে যেতে পারে। এটাই হচ্ছে মূল ব্যাখ্যা। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার সাথে কি হইছে সেটা আমি বলতে পারছি না।” বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পৌঁছায়, তখন তার মেডিকেল বোর্ড বারবার পরামর্শ দিয়ে আসছিল- বাংলাদেশে লিভার সিরোসিসের উন্নত চিকিৎসা সম্ভব নয়, তাকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা জার্মানিতে পাঠানোর সুপারিশ করা হয়েছিল। বিএনপি এবং খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বিদেশে চিকিৎসার জন্য অন্তত ২৭ বার সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল বলেও দাবি করা হয়েছে। তবে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবারই সেই আবেদন আইনি মারপ্যাঁচে ফেলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই ২৭ বার আবেদন প্রত্যাখ্যান করাকে এখন ‘ইচ্ছাকৃত অবহেলা’ বা ‘উইলফুল নেগলিজেন্স’ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।
শোকসভায় ডা. সিদ্দিকী যে তিনটি সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট তুলে ধরেছেন, তা যে কোনো সভ্য সমাজের বিচার ব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। প্রথমত, তিনি প্রশ্ন তুলেছেন বিএসএমএমইউতে গঠিত তৎকালীন সরকারি মেডিকেল বোর্ডের সদস্যদের যোগ্যতা ও উদ্দেশ্য নিয়ে। কেন তারা লিভার ফাংশন খারাপ হওয়ার পরও ক্ষতিকর ওষুধ চালিয়ে গেলেন? দ্বিতীয়ত, কেন একজন জাতীয় নেত্রীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের প্রবেশাধিকার সীমিত করা হয়েছিল? চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে চিকিৎসকের ওপর আস্থা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বেগম জিয়া যখন সরকারি চিকিৎসকদের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন এবং নিজের পছন্দের চিকিৎসকদের দিয়ে পরীক্ষার দাবি জানিয়েছিলেন, তখন কেন তাকে সেই অধিকার দেওয়া হয়নি- এমন প্রশ্নও তিনি করেছেন।
ডা. সিদ্দিকীর ভাষ্যমতে, বেডসাইডে ‘পয়েন্ট অব কেয়ার আল্ট্রাসাউন্ড’ করার মতো আধুনিক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করা হয়নি। এই ধরনের অবহেলা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় কেবল ভুল নয়, বরং এটি একটি ‘অপরাধ’। ডা. সিদ্দিকী সরাসরি অভিযোগ করেছেন যে, এটি ছিল বেগম খালেদা জিয়াকে হত্যার একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ।
সাধারণ মানুষের ধারণা ‘স্লো পয়জনিং’ মানে খাবারে বা ইনজেকশনের মাধ্যমে বিষ প্রয়োগ করা। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ‘মেডিকেল স্লো পয়জনিং’ আরও সূক্ষ্ম ও ভয়ংকর হতে পারে। যদি কোনো রোগী আগে থেকেই লিভার বা কিডনির মতো অন্য কোনো অঙ্গে সমস্যায় ভোগেন, তবে তাকে এমন কোনো ওষুধ নিয়মিত দেওয়া যা সেই অঙ্গটিকে ধীরে ধীরে অকেজো করে দেয়, তাকেও এক প্রকার স্লো পয়জনিং বলা হয়। বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রেও ঠিক এটিই ঘটেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। মেথোট্রেক্সেট ওষুধটি বাতের ব্যথার জন্য উপকারী হলেও লিভার সিরোসিসের রোগীর জন্য তা প্রাণঘাতী।
ডা. সিদ্দিকীর তথ্য অনুযায়ী, যখন মেডিকেল বোর্ড তাকে প্রথমবার সিরোসিস আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত করে, তখনই দেখা যায় যে তার শরীরে লিভারের কার্যকারিতা প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল। অথচ সরকারি রেকর্ডে তাকে কেবল ‘আর্থ্রাইটিস’ ও ‘ডায়াবেটিস’ এর রোগী হিসেবে দেখানো হয়েছিল। এই তথ্য গোপন করা এবং ভুল ওষুধ চালু রাখা একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়। বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক দল এখন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটির দাবি জানাচ্ছেন। অধ্যাপক ডা. এফ এম সিদ্দিকী দাবি করেছেন যে, বিএসএমএমইউতে থাকা বেগম জিয়ার সমস্ত চিকিৎসার নথি অবিলম্বে আইনি প্রক্রিয়ায় জব্দ করতে হবে। ওই সময় যারা তার চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন, তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারিরও দাবি উঠেছে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি কেবল একজনের মৃত্যু নয়, বরং দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতীককে শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা ছিল কি না, তা উদঘাটন হওয়া প্রয়োজন। যদি প্রমাণিত হয় যে, তাকে বিদেশে যেতে না দিয়ে এবং ভুল চিকিৎসা দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তবে তা হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবথেকে জঘন্য ‘রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড’।
বেগম খালেদা জিয়াকে ‘স্লো পয়জনিং’ বা ধীরগতির বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগটি বিএনপির পক্ষ থেকে দীর্ঘ সময় ধরে তোলা হচ্ছে। এই আশঙ্কার সূত্রপাত হয় ২০২১ সালের ২৫ নভেম্বর, যখন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পুরান ঢাকার পরিত্যক্ত কারাগারের স্যাঁতসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে খালেদা জিয়াকে সেখানে স্লো পয়জনিং করা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে জনসমক্ষে প্রশ্ন তোলেন। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের ৩ অক্টোবর রাজবাড়ীর এক সমাবেশে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান অভিযোগ করেন যে, তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিহিংসাবশত তাকে উন্নত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছে। গত বছর ২৩ নভেম্বর বেগম খালেদা জিয়া শেষবারের মতো অসুস্থ হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হলে একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসসহ অন্যান্য সিনিয়র নেতারা। তবে এত দিন বিষয়টি রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, গত ১৬ জানুয়ারি যখন একজন চিকিৎসক সুনির্দিষ্ট ওষুধের নাম ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ এই অভিযোগের সপক্ষে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন, তখন তা কেবল রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় থাকেনি, বরং সাধারণ মানুষের মনে এক গভীর সংশয় ও বড় ধরনের প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

বিদ্যারত্নং মহাধনম্
VIRTUE IS KNOWLEDGE
সুধী,
আসছে আগামী ২৫ জানুয়ারী, ২০২৬ (১০ই মাঘ ১৪৩২) রবিবার, প্রতিবারের মতো আমরা শ্রী শ্রী সরস্বতী মায়ের চরনে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের আয়োজন করেছি। শুভ পঞ্চমীর পুন্যলগ্নে মাতৃবন্দনায় অংশগ্রহণের জন্য সবার আমন্ত্রণ রইল।
AMIT DEY
LEEMON CHOWDHURY
TULIEE
UDIPTO
পূজার অনুষ্ঠান সূচীঃ
পূজারম্ভ দুপুরঃ ১-১৫ মিনিট
পর্যায়ক্রমে থাকবে অঞ্জলিঃ ১.৪৫ মিনিট
হাতেখড়িঃ ২.১৫ মিনিট, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাঃ ৩.৩০ মিনিট
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ ৬.৩০ মিনিট
প্রসাদ বিতরণঃ দুপুর ১.৪৫ - রাত ৯.০০ টা
অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি রাত ১০.০০ টা।
পূজা মন্ডপঃ
Golden Years Party Hall
258-20 Hillside Ave, Floral Park, NY-11004
Note: Q43 Bus to 258 st, Hillside Ave. From 179 st F train Station.
RITU
ANKUSH
UPAMA
ANURAG
SHAKSHI
SWAPNIL
SHANTI
SWAPNIL
বিনীত
পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী
সভাপতি
646-477-8314
রীনা সাহা
সাধারণ সম্পাদক
347-891-9978
মিন্টু চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা
347-500-8507
সৌগন্ধা আচার্যী
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা
718-300-0961
SUPTI & SHREYA
DEBASREE
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইন্‌ক

অস্ট্রেলিয়ায় সোশ্যাল মিডিয়া

১২ পৃষ্ঠার পর

অ্যাকাউন্ট সরিয়ে ফেলেছে।ন্যূনতম বয়সের এই নিয়মটি গুগলের ইউটিউব, টিকটক, স্ন্যাপচ্যাট এবং ইলন মাস্কের এক্স (সাবেক টুইটার)-এর জন্যও প্রযোজ্য। রেডিট জানিয়েছে, তারা এটি মেনে চলছে, তবে এই নিষেধাজ্ঞা বাতিলের আবেদন জানিয়ে তারা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। সরকার জানিয়েছে যে তারা (আদালতে) নিজেদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করবে।

এই নিষেধাজ্ঞার সমালোচকরা বলছেন যে এটি কার্যকর করা কঠিন হবে। ই-সেফটি কমিশনার জুলি ইনম্যান গ্রান্ট সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন যে, কিছু অপ্রাপ্তবয়স্কদের অ্যাকাউন্ট এখনও সচল রয়েছে এবং পুরোপুরি আইন মেনে চলা হয়েছে এমন ঘোষণা দেওয়ার সময় এখনও আসেনি।

জুলি ইনম্যান গ্রান্ট বলেন,ঞআমরা আশা করি না যে নিরাপত্তা আইন প্রতিটি লঙ্ঘন পুরোপুরি নির্মূল করে দেবে। যদি আমরা তাই ভাবতাম, তবে গতিসীমা নির্ধারণ ব্যর্থ হতো কারণ মানুষ এখনও দ্রুত গাড়ি চালায়; মদ্যপানের সীমাও ব্যর্থ হতো কারণ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, কিছু শিশু ঠিকই অ্যালকোহল পেয়ে যায়ৃ

নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা প্রাথমিক সব কোম্পানিই জানিয়েছে যে তারা এটি মেনে চলবে।

ডিসেম্বরের আইন চালুর প্রাক্কালে অস্ট্রেলিয়ায় কিছু ছোট সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপের ডাউনলোড হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। ই-সেফটি অফিস জানিয়েছে যে তারা এব্দ্বেব্যবহারকারী স্থানান্তরের প্রবণতা্ব হিসেবে পর্যবেক্ষণ করছে। তবে তারা আরও বলছে, প্রাথমিক ডাউনলোডের সেই ঊর্ধ্বগতি টেকসই ব্যবহারে রূপান্তরিত হয়নি।

এদিকে, এই নিষেধাজ্ঞার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে কয়েক বছরব্যাপী একটি গবেষণা চালানো হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ভিসা স্থগিতের

৫ পৃষ্ঠার পর

দেয়। এর আওতায় আছে গ্রিন কার্ড, ফ্যামিলি-স্পন্সরড ভিসা, এমপ্লয়মেন্ট-বেসড ভিসা বা ডাইভার্সিটি লটারি (ডিভি) ভিসা।

পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিগট এক বিবৃতিতে বলেন, '৭৫টি দেশ থেকে অভিবাসন স্থগিত রাখা হচ্ছে। পররাষ্ট্র দপ্তর অভিবাসন প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়ন করবে যেন সুবিধা নেওয়া বিদেশি নাগরিকদের প্রবেশ রোধ করা যায়।'

তবে এটি শুধু ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য। নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা, যেমনড়ভ্রমণ ভিসা (বি-ওয়ান), ব্যবসায়িক ভিসা (বি-টু), শিক্ষার্থী ভিসা (এফ-ওয়ান) বা ওয়ার্ক ভিসা (এইচ-ওয়ানবি) এতে প্রভাবিত হবে না।

কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং কতদিনের জন্য?

এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রের ২০১৯ সালের পুরোনো অভিবাসন আইনের 'পাবলিক চার্জ' নীতির নিরীক্ষা ও প্রয়োজনে সংস্কার।

সহজ কথায়, আবেদনকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সরকারি সুযোগ-সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন কি না, তা যাচাই করার প্রক্রিয়া আরও কঠোর করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র চায় না যে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা নিজেদের আর্থিক সক্ষমতা না বাড়িয়ে সরকারি সহায়তার (ওয়েলফেয়ার, পাবলিক বেনিফিটস) দিকে ঝুঁকে পড়ুক। তারা আমেরিকান করদাতাদের ওপর যেন বোঝা না হয়। অভিবাসীরা যেন নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতা নিয়ে দেশটিতে প্রবেশ করেন, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ।

এই ৭৫ দেশের নাগরিকদের মধ্যে অনেকেরই আর্থিক স্বনির্ভরতার অভাব, স্বাস্থ্যগত সমস্যা বা বেশি বয়স, অতিরিক্ত ওজন, ইংরেজিতে কম দক্ষতা এবং অতীতে সরকারি সহায়তা নেওয়ার ইতিহাস রয়েছে। এখন থেকে এসব বিষয় কঠোরভাবে পর্যালোচনা করতেই এই স্থগিতাদেশ।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিগট বলেছেন, 'আমরা এমন অভিবাসীদের অযোগ্য ঘোষণা করব যারা আমেরিকান জনগণের উদারতার সুযোগ নিয়ে পাবলিক চার্জ হয়ে উঠতে পারেন।'

তবে এটি অনির্দিষ্টকালের স্থগিতাদেশ। ২১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে এটি কার্যকর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পররাষ্ট্র দপ্তর তাদের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করবে, ততক্ষণ এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকতে পারে।

বাংলাদেশি আবেদনকারীদের জন্য প্রভাব কী?

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর হাজারো মানুষ ইমিগ্র্যান্ট ভিসা নিয়ে আমেরিকায় যান। এই সিদ্ধান্তের ফলে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবেন।

বিশেষ করে ফ্যামিলি রিইউনিয়ন বা ডাইভার্সিটি ভিসা লটারির মাধ্যমে ভিসা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। মানে যারা ভাই-বোন, বাবা-মা বা স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় আছেন, তাদের ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া দীর্ঘ হবে।

ওয়ার্ক ভিসা বা যারা চাকরির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যেতে চাচ্ছেন, তাদের ক্ষেত্রেও এই স্থবিরতা প্রযোজ্য হবে।

অনেক ক্ষেত্রে ভিসা সাক্ষাৎকার হলেও চূড়ান্ত ভিসা ইস্যু না-ও করা হতে পারে।

যারা ইতোমধ্যে ইউএসসিআইএস (ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস) থেকে অনুমোদন পেয়েছেন, কিন্তু কনস্যুলেটে প্রক্রিয়া চলছে, তাদের ভিসাও আপাতত ইস্যু হবে না। এতে অপেক্ষার সময় আরও বাড়বে।

বাংলাদেশের মতো দেশ থেকে আসা মানুষদের মধ্যে অনেকেই স্বল্প আয়ের বা স্বল্পশিক্ষিত, যাদের 'পাবলিক চার্জ' হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে। ফলে তাদের আবেদন আরও কঠিন হবে।

তবে কারও দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকলে (অন্য দেশের পাসপোর্ট দিয়ে আবেদন), তারা ছাড় পেতে পারেন। এছাড়া, বর্তমান গ্রিন কার্ডধারীদের কোনো সমস্যা নেই।

যারা যেতে চান, তাদের এখন কী করা উচিত?

বর্তমান পরিস্থিতিতে যারা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তারা কিছু বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখবেন।

এটি যেহেতু একটি নীতিগত পরিবর্তন, তাই সিদ্ধান্ত না বদলানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া বিকল্প নেই। নিয়মিত মার্কিন দূতাবাস ও পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যম অনুসরণ করুন।

যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় পড়াশোনা বা জরুরি ভ্রমণ, তবে আপনি শিক্ষার্থী বা ভ্রমণ ভিসার জন্য চেষ্টা করতে পারেন। কারণ এগুলো এই স্থগিতাদেশের আওতাভুক্ত নয়।

যেহেতু 'পাবলিক চার্জ' বা আর্থিক সক্ষমতা নিয়ে কড়াকড়ি হচ্ছে, তাই আপনার আর্থিক সক্ষমতা প্রমাণের কাগজপত্র, যেমনড়স্পন্সরশিপের প্রমাণ, ব্যাংক স্টেটমেন্ট আরও নিখুঁত করার দিকে নজর দিন।

আপনার কোনো ফাইল যদি প্রসেসিংয়ে থাকে, তবে একজন অভিজ্ঞ অভিবাসন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে পারেন।

৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী (ইমিগ্র্যান্ট) ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিত করার সিদ্ধান্ত

পরিচয় ডেস্ক: জনসহায়তা বা সরকারি ভর্তুকির ওপর নির্ভরশীল হওয়ার আশঙ্কায় ২১ জানুয়ারী থেকে ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী (ইমিগ্র্যান্ট) ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

বুধবার, ১৪ জানুয়ারী মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এ ঘোষণা দেয়। এই তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, রাশিয়া, সোমালিয়াসহ এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপের বহু দেশ।

পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তবে এটি অভিবাসী নন এমন ভিসাড়যেমন পর্যটক, ব্যবসা, স্টুডেন্ট বা স্বল্পমেয়াদি ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ভিজিট ভিসার আবেদনকারীর সংখ্যাই যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি মার্কো রুবিও বলেন, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে জারি করা একটি বিস্তৃত নির্দেশনার আলোকে কনস্যুলার কর্মকর্তাদের এই পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। ওই নির্দেশে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়, যারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর "পাবলিক চার্জ" বা সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন।

পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়,"ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহার বন্ধ করতে চায়। যারা আমেরিকান জনগণের অর্থ ও কল্যাণ সুবিধা ভোগ করতে আসে, তাদের প্রবেশ ঠেকানো হবে। এই ৭৫টি দেশের অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত থাকবে, যতক্ষণ না অভিবাসন যাচাই-বাছাই পদ্ধতি নতুন করে মূল্যায়ন করা হয়।"

বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক ঘিরে অ-অভিবাসী ভিসার চাহিদা বাড়বে

পররাষ্ট্র দপ্তর আরও জানায়, এই স্থগিতাদেশ পর্যটক ও ব্যবসায়িক ভিসার ওপর প্রভাব ফেলবে না। বরং আগামী বছরগুলোতে এসব ভিসার চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ ও ২০২৮ সালের অলিম্পিক গেমস আয়োজন বা সহ-আয়োজন করবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের কড়া অভিবাসন নীতি

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ইতোমধ্যে আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ও অভিবাসী নন এমন ভিসা প্রক্রিয়া কঠোরভাবে সীমিত করেছে। নতুন এই সিদ্ধান্ত সেই নীতিরই ধারাবাহিকতা।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইন অনুযায়ী, স্থায়ী বসবাস বা বৈধ অভিবাসনের জন্য আবেদনকারীদের আগেই প্রমাণ করতে হয় যে তারা সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হবেন না। তবে ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে যেসব সরকারি সুবিধা অভিবাসীদের জন্য অযোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারে, তার পরিধি ব্যাপকভাবে বাড়ান। সাম্প্রতিক নির্দেশনা সেই সীমা আরও কঠোর করেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভিসা যাচাইয়ে আরও কঠোর মানদণ্ড

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আগে অভিবাসীদের দূতাবাস অনুমোদিত চিকিৎসকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিতে হয়। এতে যক্ষ্মার মতো সংক্রামক রোগ, মাদক বা মদ্যপানের ইতিহাস, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ও সহিংসতার রেকর্ড যাচাই করা হয়। পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু টিকাও বাধ্যতামূলক।

নতুন নির্দেশনায় এর সঙ্গে আরও বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। কনস্যুলার কর্মকর্তাদের এখন আবেদনকারীরড়

বয়স, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক অবস্থা, আর্থিক সক্ষমতা, শিক্ষা ও দক্ষতা, অতীতে সরকারি সহায়তা নেওয়ার ইতিহাস, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা

এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে আবেদনকারীর ইংরেজি দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য সাক্ষাৎকার ইংরেজিতে নেওয়ার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নির্দেশনা কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ আরও সীমিত হবে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিবাসীদের জন্য।

যেসব দেশের ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিত হচ্ছে

পররাষ্ট্র দপ্তরের ঘোষণায় যেসব দেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো: আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহামাস, বাংলাদেশ, বার্বাডোস, বেলারুশ, বেলিজ, ভুটান, বসনিয়া, ব্রাজিল, মিয়ানমার (বার্মা), কম্বোডিয়া, ক্যামেরুন, কেপ ভার্দে, কলম্বিয়া, কঙ্গো, কিউবা, ডোমিনিকা, মিসর, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, ফিজি, গাম্বিয়া, জর্জিয়া, ঘানা, গ্রেনাডা, গুয়াতেমালা, গিনি, হাইতি, ইরান, ইরাক, আইভরি কোস্ট, জ্যামাইকা, জর্ডান, কাজাখস্তান, কসোভো, কুয়েত, কিরগিজস্তান, লাওস, লেবানন, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, ম্যাসেডোনিয়া, মলদোভা, মঙ্গোলিয়া, মন্টেনেগ্রো, মরক্কো, নেপাল, নিকারাগুয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, রিপাবলিক অব কঙ্গো, রাশিয়া, রুয়ান্ডা, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডিনস, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান, সিরিয়া, তানজানিয়া, থাইল্যান্ড, টোগো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, উরুগুয়ে, উজবেকিস্তান ও ইয়েমেন।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান ঠেকাতে

১২ পৃষ্ঠার পর

হতে পারে, বিশেষ করে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি যদি এই হামলায় নিহত হন।

ইরানের ওপর হামলা হলে হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী তেলবাহী ট্যাংকারগুলোর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বলেও উদ্বিগ্ন আরব রাষ্ট্রগুলো। উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রবেশপথে অবস্থিত এই সংকীর্ণ জলপথটি ইরানকে তার প্রতিবেশী আরব দেশগুলো থেকে আলাদা করেছে। বিশ্বের মোট জ্বালানি তেল পরিবহনের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র তার উপসাগরীয় মিত্রদের সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলার পরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটনের এই সতর্কবার্তা উপসাগরীয় দেশগুলোর রাজধানীতে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। তারা এই সংঘাতের আঞ্চলিক পরিণতি, জ্বালানি নিরাপত্তা, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর স্থিতিশীলতা এবং নিজেদের ভূখণ্ডে এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে শঙ্কিত।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সৌদি আরব, কাতার ও ওমান হোয়াইট হাউসকে বলেছে, ইরানের সরকার উৎখাতের যেকোনো চেষ্টা তেলের বাজারে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি করবে এবং শেষপর্যন্ত তা মার্কিন অর্থনীতিরই ক্ষতি করবে।

সৌদি কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল আরও জানিয়েছে, রিয়াদ ইতিমধ্যে তেহরানকে আশ্বস্ত করেছে যে তারা কোনো সম্ভাব্য সংঘাতের অংশ হবে না।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রকে সৌদির আকাশসীমা ব্যবহার করে হামলা চালানোর অনুমতি দেবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে রিয়াদ।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, উপসাগরীয় দেশগুলো ওয়াশিংটনকে তেহরানেসরকার পরিবর্তনেৃ কোনো প্রচেষ্টা না চালানোর জন্যও সতর্ক করেছে। তাদের মতে, এ ধরনের পদক্ষেপ গোটা অঞ্চলকে দীর্ঘমেয়াদি অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতি

৫ পৃষ্ঠার পর

ধরনের সহিংসতা এড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন।

গত বছর দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর এখন ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির জনপ্রিয়তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। জরিপে দেখা গেছে, অভিবাসন নিয়ে ট্রাম্পের পদক্ষেপের প্রতি জনসমর্থন কমে ৪০ শতাংশে নেমেছে, গত ফেব্রুয়ারিতেও যা ছিল ৫০ শতাংশ। ট্রাম্পের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতাও (অ্যাপ্রুভাল রেটিং) আগের চেয়ে কমে এখন ৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

৭ জানুয়ারি মিনিয়াপোলিসে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) কর্মকর্তার গুলিতে রেনি গুড নিহত হওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভের মধ্যেই গত বুধবার রাতে ভেনেজুয়েলার এক নাগরিককে গ্রেপ্তারের সময় তাঁর পায়ে গুলি ছুড়েছেন এক ফেডারেল এজেন্ট।

বাংলাদেশ সীমান্তে 'চিকেনস

৫ পৃষ্ঠার পর

তালিকায় রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জলপাইগুড়ির আমবাড়ি ও পাঙ্গা, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট, মালদহের ঝালঝালিয়া এবং আসামের ধুবরি। কোচবিহার এবং আসামের কোকড়াঝাড় জেলার রূপসী বিমানঘাঁটি সচল করা হয়েছে।

এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এএআই) পশ্চিমবঙ্গের বিমানঘাঁটিগুলো ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছে।

প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটি সূত্র জানিয়েছে, সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অনেকগুলো রানওয়ে বর্তমানে ঝোপঝাড়ে ঢেকে গেছে, কোথাও কোথাও ফাটল দেখা দিয়েছে বা আশপাশে জনবসতি গড়ে উঠেছে। ফলে এগুলো বড় কোনো অভিযানের জন্য এখনই পুরোপুরি উপযুক্ত নয়। তবে জরুরি অবস্থায় যাতে হেলিকপ্টার বা ছোট বিমান ওঠানামা করতে পারে এবং নজরদারি বাড়ানোর লক্ষ্যেই সেজন্য এই কয়েক দশকের পুরোনো রানওয়েগুলোর প্রাথমিক মেরামতের কাজ চলছে।

নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম 'নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশন'-এর আত্মপ্রকাশ

৮ পৃষ্ঠার পর

প্ল্যাটফর্মের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে নতুন এই প্ল্যাটফর্মটির যাত্রার ঘোষণা দেওয়া হয়।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এনপিএ পাঁচটি মূলনীতি এবং সাতটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

এ প্ল্যাটফর্মের মূলমন্ত্র হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে- গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষা। জানা গেছে, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করা একটি অংশ এবং বিভিন্ন বামপন্থি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত অ্যাকটিভিস্টদের সমন্বয়ে এই নতুন প্ল্যাটফর্মটি গঠন করা হয়েছে।

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
পরিচয়
TARIFFS
ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ' আমেরিকানদের খরচের বোঝা বাড়াবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপে শঙ্কায় বাংলাদেশ
CHAUDRI CPA PC
AHAD&CO
আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
Aladdin
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

চীনে কানাডার প্রধানমন্ত্রী, শুল্কের

১২ পৃষ্ঠার পর

এবং নতুন কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালের পর এই প্রথম কোনো কানাডীয় প্রধানমন্ত্রী চীন সফর করলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পর কানাডার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার চীনের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের লক্ষ্যেই এই সফর করেন কার্নি। কয়েক মাসের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পর তিনি বেইজিংয়ে গেলেন।

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংসহ দেশটির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর কার্নি জানান, কানাডা প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ৪৯ হাজার চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানির অনুমতি দেবে। এসব গাড়ির ওপর সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের (এমএফএন) শর্ত অনুযায়ী ৬ দশমিক ১ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। তবে এই ব্যবস্থার মেয়াদ কত দিন হবে, তা তিনি উল্লেখ করেননি। কার্নি বলেন, এটি সাম্প্রতিক বাণিজ্য উত্তেজনার আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মতো, তবে এমন একটি চুক্তির আওতায়, যা কানাডীয়দের জন্য আরও বেশি সুযোগ তৈরি করবে। এই সিদ্ধান্তের আগে ২০২৪ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকার চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ির ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের একই ধরনের শুল্কের অনুসরণেই সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০২৩ সালে চীন থেকে কানাডায় ৪১ হাজার ৬৭৮টি বৈদ্যুতিক গাড়ি রপ্তানি হয়েছিল।

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংসহ দেশটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর কার্নি আবারও বলেন, কানাডা প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ৪৯ হাজার চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানির অনুমতি দেবে এবং এসব গাড়ির ওপর ৬ দশমিক ১ শতাংশ এমএফএন শুল্ক প্রযোজ্য হবে। তিনি এখানেও কোনো সময়সীমা উল্লেখ করেননি। তিনি আবারও বলেন, এটি সাম্প্রতিক বাণিজ্য বিরোধের আগের পর্যায়ে ফিরে যাওয়ার মতো, তবে এমন একটি চুক্তির আওতায়, যা কানাডীয়দের জন্য আরও বেশি সুফল বয়ে আনবে।

সংখ্যাটি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কারণ, ২০২৪ সালে ট্রুডোর সরকার চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ির ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মতোই চীনের বিরুদ্ধে তখন এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ২০২৩ সালে চীন কানাডায় ৪১ হাজার ৬৭৮টি বৈদ্যুতিক গাড়ি রপ্তানি করেছিল। ট্রুডো ওই সময় শুল্ক আরোপের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির কারণে চীনা নির্মাতারা বৈশ্বিক বাজারে অন্যায্য সুবিধা পাচ্ছে, যা কানাডার অভ্যন্তরীণ শিল্পের জন্য হুমকি তৈরি করছে।

মার্ক কার্নি বলেন, 'কানাডাকে যদি প্রতিযোগিতামূলক বৈদ্যুতিক যানশিল্প গড়ে তুলতে হয়, তাহলে আমাদের উদ্ভাবনী অংশীদারদের কাছ থেকে শিখতে হবে, তাদের সরবরাহব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে এবং স্থানীয় চাহিদা বাড়াতে হবে।' তিনি পরিচ্ছন্ন জ্বালানি সংরক্ষণ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে আরও শক্তিশালী অংশীদারত্বের কথা উল্লেখ করেন, যা নতুন বিনিয়োগ আনবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

কার্নি বলেন, এই ইভি চুক্তির ফলে কানাডার অটোশিল্পে 'উল্লেখযোগ্য' চীনা বিনিয়োগ আসবে, কানাডায় ভালো মানের কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং দেশটি দ্রুত নেট-জিরো লক্ষ্যের দিকে এগোবে। গত বছরের মার্চে ট্রুডোর শুল্ক আরোপের প্রতিক্রিয়ায় চীন কানাডার ২ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি কৃষি ও খাদ্যপণ্যের ওপর শুল্ক বসায়। এর মধ্যে ক্যানোলা তেল ও ক্যানোলা মিল অন্তর্ভুক্ত ছিল। আগস্টে ক্যানোলা বীজের ওপরও শুল্ক আরোপ করা হয়। এর ফলে ২০২৫ সালে চীনে কানাডীয় পণ্যের আমদানি ১০ দশমিক ৪ শতাংশ কমে যায়।

নতুন চুক্তির আওতায় কার্নি জানান, কানাডা আশা করছে, আগামী ১ মার্চের মধ্যে চীন ক্যানোলা বীজের ওপর শুল্ক কমাবে এবং সম্মিলিতভাবে তা প্রায় ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। তিনি বলেন, এই পরিবর্তনের ফলে বর্তমান ৮৪ শতাংশ সম্মিলিত শুল্কের তুলনায় বড় ধরনের হ্রাস ঘটবে। তিনি আরও বলেন, চীন কানাডার জন্য চার বিলিয়ন ডলারের ক্যানোলা বীজের বাজার।

এ ছাড়া ১ মার্চ থেকে অন্তত বছরের শেষ পর্যন্ত কানাডার ক্যানোলা মিল, লবস্টার, কাঁকড়া ও মটরশুঁটির ওপর আরোপিত বৈষম্যমূলক শুল্ক প্রত্যাহার করা হবে বলে কানাডা আশা করছে। কার্নি বলেন, এসব চুক্তির মাধ্যমে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আদেশ খুলে যাবে, যা কানাডার কৃষক, মৎস্যজীবী ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের জন্য চীনা বাজারের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সহায়তা করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডার কিছু পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করার পর এবং দীর্ঘদিনের মিত্র দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য হওয়ার হুমকি দেওয়ার পর কানাডা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করছে। একইভাবে ট্রাম্প গত বছর হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকে তাঁর শুল্কের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত চীনও যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাববলয়ের মধ্যে থাকা জি-৭-ভুক্ত একটি দেশের সঙ্গে সহযোগিতায় আগ্রহী। মার্ক কার্নি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে চীনের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক যেভাবে এগিয়েছে, তা এখন বেশি পূর্বানুমানযোগ্য এবং এর ফলও দেখা যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে সংকট

৫ পৃষ্ঠার পর

সেই তালিকাতেও রয়েছে বাংলাদেশ। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে সংকট বেড়েই চলেছে বাংলাদেশের।

সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ বলেন, "এই সরকার যখন ক্ষমতা নেয়, তখন আমরা শুনেছিলাম এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু, ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পাবো। কিন্তু আমরা তো উল্টো ফল দেখতে পাচ্ছি। কয়েকদিন আগে আমাদের নিরাপত্তা উপদেষ্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বৈঠক করে এলেন। শুনলাম ভালো বৈঠক হয়েছে, আর কোনো অসুবিধা হবে না। অথচ এখন আরো খারাপ খবর এলো। এখন মনে হচ্ছে, রাষ্ট্রের টাকায় কিছু মানুষ অযথা বিদেশ ভ্রমণ করছেন। এতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই আমি মনে করি, এই সরকারের আর কোনো বিষয়েই কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো দরকার নেই। কয়েকদিন পরই নির্বাচন হবে, তখন নির্বাচিত সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন। এখন এরা উদ্যোগ নিতে গেলে আরো বিপদ বাড়তে পারে। তাই এদের চুপচাপ থাকাই ভালো।"

৭৫ দেশের অভিবাসী ভিসার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভুটানসহ ৭৫টি দেশের অভিবাসী ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ১৪ জানুয়ারী বুধবার ডনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তের কথা জানায় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ২১ জানুয়ারি থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা শুরু হওয়ার কথা।৭৫টি দেশের তালিকায় রাশিয়া, ইরান, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, কুয়েত, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, ইয়েমেন এবং ইরাকও রয়েছে।

'রাষ্ট্রের টাকায় কিছু মানুষ অযথা বিদেশ ভ্রমণ করছেন'

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক্স-এর এক পোস্টে জানিয়েছে, যেসব দেশের অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণভাতা অগ্রহণযোগ্য হারে নিয়ে থাকে, এমন ৭৫টি দেশের অভিবাসী ভিসার প্রক্রিয়া পররাষ্ট্র দপ্তর স্থগিত রাখবে। নতুন অভিবাসীরা মার্কিন জনগণের সম্পদে ভাগ বসাবে না - যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতের এ আদেশ কার্যকর থাকবে। মার্কিন প্রশাসন যদি মনে করে, আবেদনকারী ব্যক্তি সরকারি কল্যাণভাতা বা অন্যান্য সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেন, তাহলে তার ভিসা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিগট এক বিবৃতিতে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের উদারতার সুযোগ নিয়ে যারা সরকারি সহায়তার বোঝা হয়ে উঠতে পারে, তাদের সম্ভাব্য অভিবাসী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণার ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র দপ্তর তার দীর্ঘদিনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। অভিবাসন প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই ৭৫টি দেশ থেকে অভিবাসন স্থগিত থ াকবে।"

এনআরবি ওয়ার্ল্ড-এর প্রতিষ্ঠাতা, মার্কিন নাগরিক এনামুল হক এনাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এই সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই ভালো হয়নি। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সংকটে পড়বে। কারণ, সেখানে জনবলের অত্যন্ত সংকট রয়েছে। আপনি যে প্রতিষ্ঠানেই যাবেন, সেখান থেকেই বলা হবে, জনবল সংকটে তারা ঠিকভাবে কাজ করতে পারছেন না। এখন অভিভাসন ভিসা বন্ধ হলে জনবল সংকট আরো বাড়বে। তবে এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে হয় না।"

৩৮ দেশের জন্য 'ভিসা বন্ড

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আবেদনের ক্ষেত্রে যেসব দেশের নাগরিকদের অবশ্যই ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত 'ভিসা বন্ড' বা জামানত দিতে হবে, সে দেশগুলোর তালিকা প্রায় ৩ গুণ বাড়িয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভ্রমণবিষয়ক ওয়েবসাইটে গত মঙ্গলবার এ তথ্য জানানো হয়। গত বছরের আগস্টে প্রথমে ভিসা বন্ডের শর্তযুক্ত দেশের তালিকায় ছয়টি দেশের নাম যুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্র। পরে তারা আরো সাতটি দেশকে এই তালিকায় যুক্ত করে। এক সপ্তাহ পার হওয়ার আগেই বাংলাদেশসহ আরও ২৫টি দেশের নাম যোগ করলো যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে বলা হয়, বন্ডের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ১৫ হাজার মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা প্রায় ১৮ লাখ ৩৫ হাজার টাকা (প্রতি ডলার ১২২.৩১ টাকা হিসেবে)। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নতুন করে যুক্ত হওয়া দেশগুলোর জন্য (কয়েকটি ছাড়া) এ বন্ডের শর্ত ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে মোট ৩৮টি দেশ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলো। এসব দেশের বেশির ভাগই আফ্রিকার। তবে লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশও রয়েছে। নতুন নিয়মের ফলে অনেক নাগরিকের জন্যই এখন মার্কিন ভিসা পাওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে আরোপিত কড়াকড়ি আরো জোরালো করতে ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া সর্বশেষ পদক্ষেপ এটি।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যেসব দেশের নাগরিকদের মার্কিন ভিসার প্রয়োজন হয়, তাদের সবাইকে সশরীরে সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে হবে। এ ছাড়া তাদের গত কয়েক বছরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টের ইতিহাস এবং নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের আগের ভ্রমণ ও বসবাসের বিস্তারিত তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তারা ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত এ 'ভিসা বন্ড' বা জামানতের বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন। তাদের দাবি, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নাগরিকেরা যাতে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত সময় অবস্থান না করেন, সেটি নিশ্চিত করতে এ পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

তবে এ জামানত জমা দিলেই যে ভিসা পাওয়া নিশ্চিত হবে, তা নয়। যদি ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয় বা ভিসা পাওয়া ব্যক্তি ভিসার সব শর্ত মেনে চলেন, তবে ওই অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। এসব দেশের ইস্যু করা পাসপোর্ট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে ইচ্ছুক কেউ যদি বি১/বি২ (ভ্রমণ ও ব্যবসা) ভিসার জন্য যোগ্য বিবেচিত হন, তবে তাকে অবশ্যই ৫ হাজার, ১০ হাজার, কিংবা ১৫ হাজার ডলারের বন্ড জমা দিতে হবে। পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, বন্ডের এ অর্থের পরিমাণ ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করা হবে। আবেদনকারীকে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের 'আই-৩৫২' ফর্মও জমা দিতে হবে। এ ছাড়া আবেদনকারীদের মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের অনলাইন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম 'ঢ়ধু.মড়া'-এর মাধ্যমে বন্ডের শর্তাবলীতে সম্মত হতে হবে। ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়, ভিসা পাওয়া ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কিছু পথ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও বহির্গমন করতে হবে। অন্যথায় তাদের প্রবেশাধিকার প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে, অথবা তাদের দেশত্যাগের তথ্য সঠিকভাবে নথিবদ্ধ না হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। নির্ধারিত প্রবেশপথগুলোর মধ্যে রয়েছে, বোস্টন লোগান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (বিওএস), জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (জেএফকে) ও ওয়াশিংটন ডুলাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (আইএডি)।

নতুন বছরের শুরুতে ট্রাম্প প্রশাসনের এ কড়াকড়ি আরোপ বাংলাদেশের জন্য নতুন করে চাপ হিসেবে দেখছেন কূটনৈতিক ও বিশ্লেষকেরা। তাদের মতে, 'ভিসা বন্ড' হিসেবে জামানত বাংলাদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করবে। সিনহুয়া এনুমিলিয়াম ইন্ডাষ্ট্রি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম আফজাল উল মনির বলেন, "ভ্রমণের ক্ষেত্রে জামানত দেওয়া খুবই অসম্মানের। আমি মনে করি, এই তালিকায় বাংলাদেশের নাম থাকাটা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জাজনক। ব্যবসায়ীরা হয়ত এই জামানত দিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু যারা ঘুরতে যান, তাদের জন্য তো খুবই খারাপ হলো। ফলে এই ধরনের সিদ্ধান্ত আর যা-ই হোক ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না। আমাদের জন্য এই সিদ্ধান্ত খারাপ হয়েছে।"

তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ-র সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের আরএমজি সেক্টরের জন্য বড় বাজার রয়েছে। এখন ব্যবসা তো একপাক্ষিক না। বায়ারদের এখানে আসতে হয়, আমাদেরও সেখানে যেতে হয়। এভাবেই ব্যবসা চলে। অনেক সময় আমরা না গিয়েও অফিসের কর্মকর্তাদের পাঠিয়ে থ াকি। এখন ভিসা বন্ড দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হলে আমাদের যাওয়া অনেক কমবে। এতে ব্যবসায় নেতিবাচক ফল পড়বে। ফলে, আমি মনে করি, সরকারের উচিত এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে আলোচনা করে একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসা।"

নিরাপত্তা উপদেষ্টার যুক্তরাষ্ট্র সফর

সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসি সফর করেছেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। মার্কিন ভিসা বন্ডের তালিকায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রেক্ষিতে তিনি এই সফরে যান। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ সহজ করতে দেশটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। এর আগে তিনি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে খলিলুর রহমান উল্লেখ করেন, দুই দেশের মধ্যেবাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে আগামী দিনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বন্ডের তালিকায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে জেমিন গ্রিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন খলিলুর রহমান। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এ সময় ইউএসটিআরকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানিসহ ব্যবসা বাড়াতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের দেশটিতে ভ্রমণ এরই মধ্যে বেড়েছে। বাণিজ্যঘাটতি দূর করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে ব্যবসা বাড়াতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভিসা বন্ডের বিষয়টি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। তাই বাংলাদেশকে মার্কিন ভিসা বন্ডের আওতাভুক্ত করার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ সহজ করতে জেমিন গ্রিয়ারকে তার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান খলিলুর রহমান। নিরাপত্তা উপদেষ্টার এই সফরের এক সপ্তাহ না যেতেই অভিভাসন ভিসা প্রক্রিয়া বন্ধের খবর পেলো বাংলাদেশ। এ ব্যাপারে নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

সাবেক রাষ্ট্রদূত এম. হুমায়ুন কবির বলেন, "আমরা যেভাবেই বলি না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য ভালো হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য বলেন আর ভ্রমণ বলেন সব ক্ষেত্রেই একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে। তবে এটা তো স্থায়ীভাবে করা হয়নি, সাময়িক সময়ের জন্য। ফলে আমরা আশা করবো, দ্রুতই যুক্তরাষ্ট্র এই বিধিনিষেধ তুলে নেবে। অনেকদিন ধরেই ট্রাম্প বলে আসছিলেন, যারা সরকারি ভাতা নিচ্ছে, তাদের ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন। বাংলাদেশের তো ৬ লাখের মতো বৈধ অভিভাসী ওই দেশে আছে। তাদের ৫৫ শতাংশই ভাতা নেয়। এগুলোই হয়ত এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে।"

তবে অ্যামেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম)-এর সভাপতি সৈয়দ এরশাদ আহমেদ বলেন, "ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য ইতিবাচক হতে পারে। এখন থেকে যেসব ব্যবসায়ী সেখানে যাবেন, তাদের ভিসা প্রক্রিয়া আরো সহজ হবে এবং ভিসার পরিমানও বাড়বে বলে মনে হচ্ছে। শুধুমাত্র বৈধ ব্যবসায়ীরাই সেখানে যাবেন। যারা সেখানে গিয়ে থেকে যেতে চান, তাদের জন্য খারাপ খবর হলেও যারা বৈধ ব্যবসায়ী তাদের জন্য এটা ভালো হয়েছে। এতে ব্যবসায় কোনো প্রভাব পড়বে না। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের ট্রেড আরো বাড়বে।"- সংবাদসুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

সমস্ত মৃত্যুদণ্ডই বাতিল করেছে

১২ পৃষ্ঠার পর

হাজার হাজার প্রতিবাদী নাগরিককে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তেহরান জানিয়েছিল, এই সমস্ত বন্দির একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। পাল্টা ট্রাম্পও তা নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প জানান, ইরান মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে। সেই কারণে তেহরানকে তিনি ধন্যবাদও জানিয়েছেন। লিখেছেন, ''ইরানের নেতৃত্ব সমস্ত মৃত্যুদণ্ড বাতিল করেছে। বৃহস্পতিবার ৮০০-র বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। ইরানের এই সিদ্ধান্তকে আমি শ্রদ্ধা করি।

চলতি সপ্তাহের শুরুতেও ইরান নিয়ে কঠোর বার্তা দিচ্ছিলেন ট্রাম্প। দাবি করছিলেন, ইরানে সামরিক অভিযান চালানো ছাড়া আমেরিকার আর উপায় নেই। এ বিষয়ে হোয়াইট হাউসে দফায় দফায় বৈঠক চলেছে। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইও ট্রাম্পের সমালোচনা করেছিলেন প্রকাশ্যে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে আমেরিকার এই সুরবদলের নেপথ্যে রয়েছে মূলত চারটি দেশ। সৌদি আরব, মিশর, কাতার এবং ওমানের মধ্যস্থতাতেই ইরান এবং আমেরিকার উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়েছে, জানিয়েছে সংবাদসংস্থা রয়টার্স।

চলতি সপ্তাহের মধ্যেই আমেরিকা এবং ইরানের নেতৃত্বের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলেছেন সৌদি, কাতার, ওমান এবং মিশরের প্রতিনিধিরা। কূটনীতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বার্তা দিয়েছেন। প্রত্যেকেই ট্রাম্পকে বুঝিয়েছেন, ইরানের উপর এই মুহূর্তে যে কোনও হামলা আঞ্চলিক অশান্তি বৃদ্ধি করবে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে এবং তাতে আখেরে আমেরিকারই ক্ষতি হবে। আবার ইরানকে এই চার দেশের প্রতিনিধি বুঝিয়েছেন, আরব উপসাগরীয় এলাকায় থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে যে কোনও ধরনের হামলা ওই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে। এর পর গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প প্রথম সুর নরম করেন। জানান, তিনি শুনেছেন যে, ইরানে খুনোখুনি কিছুটা কমেছে এবং পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। শুক্রবার ইরানের নেতৃত্বের প্রশংসাও করলেন তিনি।

ট্রাম্পের প্রভাবে লাতিন আমেরিকা

১৪ পৃষ্ঠার পর

দলগুলোর মধ্যে বিশেষ করে ইউনিয়ন ডেমোক্র্যাটা ইনডিপেনডেন্ট (ইউডিআই) স্থানান্তরিত হয়, যেটি ক্ষমতায় ছিল। কাস্ট নিজেই ইউডিআই থেকে বেরিয়ে আসেন। কারণ তিনি দেখতে পান যে, এটি দলের কর্তৃত্ববাদী শিকড়কে নিয়ন্ত্রণ করছে।

এটি ছিল একটি ধূর্ত পদক্ষেপ। সাম্প্রতিক এক জনমত জরিপ অনুসারে, চিলির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ পিনোশেকে 'দেশের ইতিহাসের সেরা রাজনৈতিক নেতাদের একজন' বলে মনে করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, যদি রাজনীতিবিদরা তাঁর ধারণা অনুসরণ করেন, তাহলে দেশটি 'বিশ্বে তার স্থান পুনরুদ্ধার করবে'।

এসব সত্ত্বেও বলা দরকার, মুদ্রাস্ফীতি ও অপরাধের মতো ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বোরিকের বামপন্থি সরকারের ব্যর্থতা এবং এর দুর্বল অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতার জন্য কাস্ট অনেকাংশে জয় নিশ্চিত করতে পেরেছেন। বাস্তবে ২০১৮ সাল থেকে চিলির অর্থনীতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। ইতোমধ্যে জাতীয় নিরাপত্তাহীনতা এবং অনিবন্ধিত অভিবাসনও প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা কাস্ট প্রচারণাকালে সামাজিক ইস্যুতে তাঁর অত্যন্ত রক্ষণশীল, ঐতিহ্যবাহী অবস্থান এবং পিনোশেপন্থি দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কাজে লাগিয়েছিলেন।

যুক্তিসংগতভাবে, কাস্ট এমন কিছুর প্রতিনিধি, যা কেবল লাতিন আমেরিকাজুড়ে নয়, ভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য অংশেও ঘটছে, মধ্য-ডানপন্থিদের অনেক বেশি ইতিবাচক ডানপন্থিদের দ্বারা স্থানচ্যুত হচ্ছে। এখন, নতুন ডানপন্থা কী রূপ নেবে তা অনেকটাই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের ওপর। আর্জেন্টিনায় এটি স্বাধীনতাবাদী; এল সালভাদরে এটি অত্যন্ত কর্তৃত্ববাদী; বলিভিয়ায়, যেখানে রদ্রিগো পোজ সম্প্রতি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন, এটি আদর্শিক নয় বরং সংস্কারবাদী।

লাতিন আমেরিকার বাইরে, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়া একটি নতুন ডানপন্থি রূপের প্রতিনিধিত্ব করে, যা জাতীয়তাবাদী ও গোষ্ঠীবাদী; ফ্রান্স এবং জার্মানিতে এটি বিশ্ববাদবিরোধী; পোল্যান্ডে এটি 'চীনপন্থি'; হাঙ্গেরিতে এটি 'রাশিয়াপন্থি' এবং ভারতে এটি নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের ডানায় চড়ে।

কাস্টের অর্থনৈতিক এজেন্ডা আর্জেন্টিনার মিলের মতোই সরকারকে ছোট করার প্রতিশ্রুতি; বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য লিথিয়াম উন্মুক্ত করা; রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তামার জায়ান্ট কোডেলকোকে বেসরকারীকরণ ইত্যাদি। তিনি অভিবাসীদের বহিষ্কার এবং স্থানীয়দের স্বার্থ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ট্রাম্পের আহ্বানের সঙ্গে একমত, কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিপরীতে তিনি একজন মুক্ত-বিপণনকারী। তবে, তাঁর নেতৃত্ব খুব কার্যকর হতে হবে, যেহেতু সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই তার এবং চিলিতে দলীয় শৃঙ্খলা নিয়ে কুখ্যাতি বেশি।

নিশ্চিতভাবেই অতি-ডানপন্থিরা পৃথিবীর কোথাও বেইজিং থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; চিলি ভবিষ্যতে লাতিন আমেরিকায় প্রভাব বিস্তারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার একটি ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ওয়াশিংটনে উদ্বেগের জন্ম দেয়, যা যুক্তরাষ্ট্রকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করে। কিন্তু অন্যান্য বৃহৎ শক্তির বিপরীতে, চীন যা প্রচার করে তা অনুশীলন করে এবং মূলত একটি সভ্য রাষ্ট্র হিসেবে থাকবে, যা সম্প্রসারণবাদী নয় বা প্রভাববলয়ের পেছনে আকাঙ্ক্ষা করে না; বরং সমান খেলার ক্ষেত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেযেমন দক্ষিণ এশিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ডানপন্থিদের উত্থানের বেশির ভাগ কারণ বিদেশি নয় বরং লাতিন আমেরিকার ভেতরে পরিবর্তিত বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত। লাতিন আমেরিকার কোথাও অতি ডানপন্থিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, তারা সাধারণত ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ ভোটার, তবে তাদের রাজনৈতিক সমর্থন রয়েছে এবং এটি স্পষ্টতই চিলিতে কাস্টকে সাহায্য করেছে। এম কে ভদ্রকুমার: ভারতের সাবেক কূটনীতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক; ইন্ডিয়ান পাঞ্চলাইন থেকে ভাষান্তর ইফতেখারুল ইসলাম

হাততালির রাজনীতিতে ভালো

১৬ পৃষ্ঠার পর

সরকারের দেখা মেলে। একটা বিষয় মোটামুটি স্পষ্ট। বিএনপি আর জামায়াত যে কটি নির্বাচনে জোট করে বা জোট বেঁধে নির্বাচন করেছে, প্রতিবার তারা জয় পেয়েছে। যেবার তাদের জোট ছিল না, তারা হেরেছে। এটা দেখেই জোটের শক্তি ও মূল্য আন্দাজ করা যায়।

২০০৮ সাল থেকে দেখা গেছে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪-দলীয় জোট। কিন্তু নির্বাচনগুলো অবাধ ও সুষ্ঠু না হওয়ার কারণে এগুলো গ্রহণযোগ্য হয়নি। এটি প্রথাগত জোটও ছিল না। জোটের ছোট শরিকেরা সবাই আওয়ামী লীগে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থা আওয়ামী লীগ কবজা করে নিয়েছিল। নির্বাচনে তারা কোনো বিরোধী পক্ষকে দাঁড়াতেই দেয়নি।

এ বছর আরেকটি সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। সময় আছে সাকল্যে চার সপ্তাহ। এখন পর্যন্ত মাঠে দেখা যাচ্ছে দুটি জোট। একদিকে বিএনপি জুলাই আন্দোলনের কতিপয় সহযোগীর সঙ্গে আসন সমঝোতা করে প্রার্থিতা ঠিক করেছে। সেখানে অন্যরা দল হিসেবে গৌণ। হাতে গোনা তাদের কয়েকজন নেতাকে বিএনপি আসন 'ছেড়ে' দিয়েছে। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী কয়েকটি দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে আসনবিন্যাস চূড়ান্ত করেছে। বলতে গেলে, এটিই প্রথাগত জোট।

দুই জোটের অনেক শরিকের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। আদর্শিকভাবে তারা কেউ কেউ বিপরীত মেরুর। এটাও স্বাভাবিক। কারণ, জোট বা আসন সমঝোতা হয়েছে নির্বাচনে জিততে। নির্বাচন হয়ে গেলে এই সমঝোতা কত দিন টিকবে, বলা মুশকিল। যে পক্ষ জিতবে, তারা সরকার গঠন করে সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বিলিয়ে 'মিত্রদের' ধরে রাখবে। যে পক্ষ হেরে যাবে, তাদের সংহতিতে চিড় ধরতে পারে।

বিএনপির নেতৃত্বে যে জোট, সেটি টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, এ জোটে বিএনপির অবস্থান পাহাড়সম। অন্যেরা খুব ছোট ও দুর্বল। নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে তারা জোট থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে না। অন্যদিকে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোটে জামায়াতের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য থাকলেও অন্যেরা মোটেও হেলাফেলার পাত্র নয়। এই জোটে নেতা বেশি। ফলে ঝামেলাও বেশি।

যে জোটই বিরোধী দলে যাক, তারা সরকারি দলকে সুস্থির থাকতে দেবে না। আমাদের দেশে 'এজিটেশনাল পলিটিকস'-এর যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তাতে কোনো সরকারের পক্ষে শান্তিতে মেয়াদ পূরণ করা খুব কঠিন। সবাই রাজনীতিটাকে সংসদ ভবনের দেয়ালের ভেতরে না রেখে রাস্তায় নিয়ে এসেছে। সবাই চায় সব ফয়সালা রাস্তায় হোক। 'রাজপথ ছাড়ি নাই', এ জমানার একটা বুলন্দ স্লোগান। রাস্তা আটকে মিছিল করা বা বসে পড়া, যখন-তখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো অফিস ঘেরাও করা, এসব তো অনেক দিন ধরেই মহিমান্বিত করা হয়েছে। বক্তৃতা দেওয়ার সময় ছোট-বড় সব নেতা কথা শুরু করেন 'সংগ্রামী ভাইয়েরা' বলে। সংগ্রাম ছাড়া কোনো কথা নেই। যিনি যত গরম কথা যত চড়া স্বরে বলতে পারেন, তিনিই তত বড় সংগ্রামী নেতা।

অনেক অনিশ্চয়তা ডিঙিয়ে নির্বাচন হতে যাচ্ছে। তারপরও শতভাগ নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। ১২ ফেব্রুয়ারির দিনটা পেরোলে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারব, দেশে একটা নির্বাচন হয়েছে। আমার মনে হয়, সমস্যা শুরু হবে তার পর থেকে।

রাজনীতিটা এখন আর ভদ্র-সজ্জনদের আওতায় নেই। এটি চলে গেছে চাঁদাবাজ-গালিবাজদের হাতে। যে যত বেশি গাল দিতে পারে, সে তত বেশি হাততালি পায়। হাততালির রাজনীতিতে সুবচনের জায়গা নেই। মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

আমেরিকান সমাজে একাকিত্বের

৫৪ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রেরই বাস্তব চিত্র। জনসংখ্যাবিদেরা বলছেন, প্রজন্মের পর প্রজন্মে আমেরিকান পরিবারে কাজিনের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমে যাচ্ছে। অনেক শিশুর এখন হয়তো মাত্র একজন কাজিন আছে, অনেকের আবার একজনও নেই।

গবেষণার ভাষায়

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংখ্যাবিদ ড. পামেলা জে. স্মক জানান, এই পরিবর্তন ক্ষণস্থায়ী নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রবণতা। তাঁর মতে, পরিবারের গঠন এখন মৌলিকভাবে বদলে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানভিত্তিক সাময়িকী প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেসে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০৯৫ সালে ৬৫ বছর বয়সী একজন নারীর গড় আত্মীয়ের সংখ্যা হবে মাত্র ২৫ জন। তুলনায়, ১৯৫০ সালে একই বয়সী নারীদের আত্মীয়সংখ্যা ছিল ৪১ জন। অর্থাৎ প্রায় ৩৮ শতাংশ কম। গবেষকদের মতে, দেরিতে বিয়ে ও জন্মহার কমে যাওয়ার প্রবণতার ফল হিসেবে এই পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠছে।

দেরিতে বিয়ে, কম সন্তান

পঞ্চাশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত ১৯-২০ বছর বয়সে বিয়ে হতো। ফলে পরিবার বড় হওয়ার সুযোগ ছিল। বর্তমানে চিত্র ভিন্ন। আমেরিকান পুরুষেরা গড়ে ৩০ বছরের পর এবং নারীরা প্রায় ২৯ বছর বয়সে বিয়ে করছেন। দেরিতে বিয়ে মানে সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত পিছিয়ে যাওয়া। অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই না নেওয়া। বাড়ির উচ্চমূল্য, খাদ্যপণ্যের বাড়তি খরচ, স্বাস্থ্য ব্যয় এবং ছাত্রজীবনের ঋণের চাপড়সব মিলিয়ে অনেক তরুণ দম্পতি বড় পরিবার গড়তে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন।

বদলে যাচ্ছে পারিবারিক কাঠামো

এখন আর একান্নবর্তী পরিবার দেখা যায় না। যেখানে বাবা-মা, ভাই-বোন এবং তাদের সন্তানেরা একসঙ্গে থাকত। কিন্তু এখন এই চিত্র বদলেছে। একক পরিবার এখন পুরো বিশ্বে দেখা যায়। সেই জায়গায় যুক্তরাষ্ট্র আরও এগিয়ে। এর অন্যতম কারণ শহরকেন্দ্রিক জীবন এবং জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধি। ড. স্মক সতর্ক করে বলেন, এতে একদিকে যেমন বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে তাঁদের দেখাশোনার জন্য তরুণদের ওপর চাপ বাড়ছে। এটি ভবিষ্যতে বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

'প্রথম বন্ধু' হারানোর বেদনা

এই পরিবর্তনের একটি গভীর আবেগপ্রবণ দিকও রয়েছে। আমেরিকান সংস্কৃতিতে কাজিনদের বলা হয় 'প্রথম বন্ধু'। তারা একই রক্তের, একই পারিবারিক অংশ। কিন্তু ভাইবোনের মতো প্রতিদিনের দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতায় জড়াতে হয় না। শৈশবে এই সম্পর্ক শিশুদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কাজিন না থাকা মানে সেই স্বাভাবিক বন্ধুত্ব ও পারিবারিক সংযোগের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন নয় সমাজ

তবে ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকার নয়। পিও রিসার্চ সেন্টারের ২০২২ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, এখনো ৫৫ শতাংশ আমেরিকান অন্তত কয়েকজন আত্মীয়ের কাছাকাছি বসবাস করেন। আর কাজিনের অভাব পূরণ করতে গিয়ে অনেক আমেরিকান পরিবার ধারণাটিকেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছেন। রক্তের সম্পর্ক নেই এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিংবা প্রতিবেশীরাও সামাজিক জীবনে হয়ে উঠছেন কাজিনের মতো।

পরিবার হয়তো ছোট হচ্ছে, কিন্তু মানুষের কাছাকাছি থাকার চাহিদা কমেনি। সম্পর্কের রূপ বদলাচ্ছে সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট

গ্রক দিয়ে অশ্লীল ছবি তৈরির

৬ পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা মামলায় সেন্ট ক্লেয়ার বলেন, গ্রক এসব ছবি তৈরি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তা কার্যকর করেনি। ক্ষতিপূরণ ও দণ্ডমূলক ক্ষতিপূরণ দাবি করে তিনি জানান, গ্রকের মাধ্যমে তার নামে ডজনেরও বেশি যৌন হয়রানিমূলক ছবি তৈরি ও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

নারী ও শিশুদের যৌনায়িত ছবি তৈরিতে টুলটির অপব্যবহার নিয়ে টানা দুই সপ্তাহের জনসমালোচনার পর এক্সএআই বুধবার জানায়, যেসব দেশে এটি অবৈধ, সেখানে গ্রক ও এক্স প্ল্যাটফর্মেও বাস্তব ব্যক্তিদের বিকিনি, অন্তর্বাস বা অনুরূপ পোশাকে ছবি তৈরির সক্ষমতা জিওব্লক করা হবে।

২৭ বছর বয়সী অ্যাশলি সেন্ট ক্লেয়ার মাস্কের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন। তিনি একজন ডানপন্থী ইনফ্লুয়েন্সার, লেখক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার। ২০২৪ সালে তাদের একটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়।

সেন্ট ক্লেয়ারের পক্ষে লড়ছেন ভুক্তভোগীদের অধিকারবিষয়ক আইনজীবী ক্যারি গোল্ডবার্গ। তিনি বলেন, এক্সএআই একটি যুক্তিসঙ্গতভাবে নিরাপদ পণ্য নয় এবং এটি জনস্বার্থে ক্ষতিকর। গ্রক সম্মতিহীন, নির্যাতনমূলক ও অবমাননাকর ছবি তৈরি ও এক্সে প্রকাশ করে অ্যাশলি সেন্ট ক্লেয়ারকে হয়রানি করেছে। তার ভাষায়, এই ক্ষতি ইচ্ছাকৃত নকশাগত সিদ্ধান্তের ফলড়্যা গ্রককে সহজেই হয়রানি ও অপমানের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে।

মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়, সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিটি তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আচরণ করেছেড়তার এক্স অ্যাকাউন্টের আয়ের সুযোগ বন্ধ করেছে এবং তাকে নিয়ে আরও বেশি ছবি তৈরি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে যৌন ভঙ্গিতে দেখানো, আংশিক নগ্নতা এবং শিশুকালীন অবৈধ ছবি। নথিতে বলা হয়, গ্রকের তৈরি ছবির একটি তাকে ১৪ বছর বয়সী হিসেবে স্ট্রিং বিকিনিতে দেখায়। প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তাকে নিয়ে ফ্লস দিয়ে বানানো বিকিনি পরাওড়এমন অনুরোধেও গ্রক *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের মূল ঝুঁকি অপরাধ

১০ পৃষ্ঠার পর

এখন ঋণের সুদ পরিশোধ। এই চাপ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তাই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়তে পারে, এমন ঝুঁকি আছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) প্রকাশিত গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্ট-২০২৬-এ স্বল্প মেয়াদে বিভিন্ন ঝুঁকির কথা বলা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ঝুঁকি চিহ্নিত করার পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে বৈশ্বিক ঝুঁকিও চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রতিটি দেশের ঝুঁকি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার নিয়েছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওয়ার্ল্ড ইকোনমি ফোরামের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের কোম্পানিগুলোর ওপর জরিপ পরিচালনা করেছে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাসহ দেশের ১০২টি কোম্পানির নির্বাহীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জরিপ করা হয়েছে। সারা বিশ্বে একই প্রশ্নমালায় এই জরিপ করে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। সেখান থেকে তারা এই ঝুঁকির তালিকা করেছে।

২০২৫ সালের মে-জুলাই মাসে এই জরিপ করা হয়েছে। ৩৪টি বিষয়ের মধ্যে আগামী ২ বছরের জন্য ঝুঁকির জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে বলা হয়েছিল কোম্পানির নির্বাহীদের।

গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, দেশের কোম্পানিগুলো যে তখন অবৈধ অর্থনৈতিক তৎপরতাকে প্রধান ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ওই সময় দেশে চাঁদাবাজি, লুটপাট, ছিনতাইড়এসব অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

তবে তখনকতার তুলনায় পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন গোলাম মোয়াজ্জম। তিনি বলেন, তখনকার তুলনায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কমেছে, কিন্তু ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়ে গেছে। মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে। অন্যদিকে এআইয়ের অপব্যবহারের ঝুঁকি বাড়ছে।

নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে। ফলে অর্থনৈতিক ধীরগতি যে শঙ্কা ছিল, তা কিছুটা কমেছে বলে মনে করেন গোলাম মোয়াজ্জেম। বিশ্ব ব্যাংক বলেছে, চলতি অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) হবে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ।

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে, মানুষ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত বোধ করায় অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। উন্নত জীবনের আশা তাদের হারিয়ে যাচ্ছিল। সেই ক্ষোভ ও বঞ্চনা থেকেই দেশে এই অভ্যুত্থান। শ্রীলঙ্কা ও নেপালের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

বৈশ্বিক ঝুঁকি

বৈশ্বিক পরিসরে এবার অনেক বড় ঝুঁকির কথা বলেছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। তারা মনে করছে, নতুন প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক ব্যবস্থায় প্রবেশের প্রেক্ষাপটে ভূ-অর্থনৈতিক সংঘাত ২০২৬ সালের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক ঝুঁকি। এরপরের চারটি ঝুঁকি হলো রাষ্ট্রীয় সংঘাত, চরম আবহাওয়া, সামাজিক মেরুকরণ আর ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সারা বিশ্বেই অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা দ্রুত বাড়ছে। ফলে বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা আরও ঝুঁকির মুখে পড়ছে। স্বল্প মেয়াদে অর্থনৈতিক ঝুঁকি অনেক বেশি। এ ক্ষেত্রে ঝুঁকি বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। অর্থনৈতিক মন্দা ও মূল্যস্ফীতির ঝুঁকিড়উভয়ই বেড়েছে। অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে উদ্বেগ তীব্র হচ্ছে। স্বল্প মেয়াদে পরিবেশগত ঝুঁকি কিছুটা কমেছে।

গোলাম মোয়াজ্জেম আরও বলেন, মূলত কোনো দেশের অর্থনীতির কাঠামো বোঝার জন্য এ ধরনের জরিপ করা হয়। কাঠামো সাধারণত রাতারাতি পরিবর্তিত হয় না। তবে বৈশ্বিক ও দেশি পরিস্থিতি অনেকটা টালমাটাল। অনেক কিছু বদলে যাচ্ছে।

উদীয়মান দেশগুলোর ক্ষেত্রে একসময় মূল্য চ্যালেঞ্জ ছিল অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত। কিন্তু এখন সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকির বিষয়গুলো আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠছে বলে মনে করেন গোলাম মোয়াজ্জেম।

বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা শক্তি হারাচ্ছে

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা এখন ব্যাপক চাপের মুখে। পারস্পরিক আস্থা কমে যাচ্ছেড়স্বচ্ছতা ও আইনের শাসনের প্রতি সম্মান কমে যাচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান সুরক্ষাবাদ। এসব কারণে দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ হুমকির মুখে পড়ছে। বাড়ছে সংঘাতের ঝুঁকি। সে কারণে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের কাছে ভূ-অর্থনৈতিক সংঘাত এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়।

বাংলাদেশে ড. ইউনূসের অন্তর্বতী

৫ পৃষ্ঠার পর

নূর খান বলেন, ‘‘এই সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিলো যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ হবে। আমাদের প্রত্যাশাও ছিলো তাই। কিন্তু আমরা কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। অতীতের মতোই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত আছে। যেটা খুবই উদ্বেগের।’’

তিনি বলেন, ‘‘তারপরও যেসব ঘটনা ঘটেছে সে ব্যাপারে সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা দৃশ্যমান নয়। আমরা কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখছি না। যারা এরসঙ্গে যুক্ত তাদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেয়া হলো তাও জানানো হচ্ছে না। ফলে আগের মতোই চলছে। একই সঙ্গে কারা হেফাজতেও মৃত্যু বাড়ছে- যা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।’’

২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর কুমিল্লায় যৌথবাহিনীর হেফাজতে যুবদল নেতা তৌহিদুল ইসলামের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়। ওই ঘটনায় সেনাবাহিনীর ক্যাম্প কমান্ডারকে প্রত্যাহার ও সেনা আইনে ব্যবস্থার কথা বলা হয় তখন। প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে তখন এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘‘অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বতী সরকার নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে যে-কোনো ধরনের নির্যাতন ও হত্যার কঠোর নিন্দা জানায়। জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবাধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, যেখানে দেশের শীর্ষ মানবাধিকার কর্মীরা সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন।’’

কিন্তু নিহত যুবদল নেতা তৌহিদুল ইসলামের ভাই আবুল কালাম মঙ্গলবার ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘আমরা পাঁচজনের নামসহ অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করলেও এখন পর্যন্ত কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার বা কোনো ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা থানায় যোগাযোগ করলে বলা হয় তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কারুর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। কিন্তু তারা আসলে আদৌ কোনো তদন্ত করছে কী না তাই এখন প্রশ্ন। আসলে প্রথমে যখন প্রতিবাদ হয়েছে তখন আমাদের নানা কথা বলা হয়েছে। এখন ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় আর কিছু করা হচ্ছে না। আমরা কোনো বিচার পাব বলে মনে হয় না।’’

তিনি আরো বলেন, ‘‘তখন যে সেনা সদস্যদের প্রত্যাহার করা হয় তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাও আমাদের জানানো হয়নি। আদৌ কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কী না তাও জানি না। আর এখন ক্যাম্পে যারা এসেছেন তারা সবাই নতুন। তাদের কাছে তো যাওয়াই যায় না।’’

এ প্রসঙ্গে কুমিল্লা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, ‘‘আসলে আমি নতুন এসেছি। শুনেছি তারা একটি মামলা করেছিলো। তবে এর অগ্রগতি নিয়ে আমার কিছু জানা নেই।’’

গত বছরের ১৩ জুন যৌথ বাহিনীর মাদকবিরোধী অভিযানে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি উপজেলায় ফিরোজা বেগম যৌথবাহিনীর হেফাজতে নিহত হন। তার স্বামী স্বপন মিয়াকে ধরতে ওই অভিযান হলেও সে পালিয়ে যায়।

ফিরোজা বেগমের মেয়ে সোমা আক্তার ডয়চে ভেলেকে অভিযোগ করেন, ‘‘আমার বাবা পালিয়ে গেলেও আমার মাকে আটক করে নির্যাতন করা হয়। পরে ক্যাম্পে নেয়া হয়। সেখান থেকে তাকে থানায় পাঠানো হলে থানা হেফাজতে তার মৃত্যু হয়। আমার মায়ের বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিলো না। তারপরও তাকে আটক করা হয়। নির্যাতনে আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে।’’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘‘তখন আমরা কোনো মামলা করিনি। আমাদের বলা হয়েছিল তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। মামলা করলে উল্টো ঝামেলা হবে। কিন্তু এখন আমরা কোনো বিচার পাচ্ছি না। কী তদন্ত হচ্ছে তাও জানি না।’’

এ বিষয়ে কটিয়াদি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মাহবুবুর রহমান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘ওই ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছিলো, যা পুলিশ করেছিলো। ময়না তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। তাতে বলা হয়েছে ওই নারী হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। নির্যাতনের কোনো ঘটনা ঘটেনি।’’- সংবাদসুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

গত বছরের ১৪ মার্চ ঢাকার ধানমন্ডির যুবলীগ (নিষিদ্ধ ঘোষিত) নেতা হেজাজ বিন আলম ওরফে এজাজকে আটক করে যৌথ বাহিনী। পরে তাকে মোহাম্মদপুরে একটি ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তাকে আটক অবস্থায় ব্যাপক নির্যাতন করা হয় বলে তার পরিবারের অভিযোগ। তার অবস্থা গুরুতর হলে তাকে জামিনে মুক্তি দিয়ে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। ১৬ মার্চ তিনি মারা যান। তার বাবা শাহ আলম ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘আমরা আর কার কাছে প্রতিকার চাইব। আমার ছেলের অপরাধ সে যুবলীগ করত। তাই তাকে ধরে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। তবে সময় এলে মামলা করব।’’

আরো কয়েকটি ঘটনায় খোঁজ নিয়ে জানা যায় হেফাজতে মৃত্যুর পর কী তদন্ত হলো বা কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছি কী না তা ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যরা জানেন না।

‘পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড’

নিহত বিএনপি নেতা সামসুজ্জামান ডাবলুর বাড়ি জীবননগর পৌর এলাকায়। থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ‘হাফিজা ফার্মেসি’ থেকে অপারেশন ডেভিল হান্টে নিয়োজিত সেনা সদস্যরা তাকে রাত ১০টার কিছু পরে আটক করে। রাত ১২ টার পর তাকে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ডাবলুর স্ত্রী জেসমিন নাহার হাসপাতালে সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, ‘‘এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। সেনাবাহিনী তাকে ফার্মেসি থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করেছে।’’

আর স্থানীয় শ্রমিক নেতা শরিফুল ইসলাম খোকা সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, ‘‘রাত সোয়া দশটার দিকে তাকে সেনা সদস্যরা ফার্মেসি থেকে তুলে পাশেই বিএনপি অফিসে নিয়ে যায়। অফিসের একটি কক্ষে তাকে দুই ঘণ্টা ধরে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।’’

মঙ্গলবার আইএসপিআর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়েছে, ১২ জানুয়ারি আনুমানিক রাত ১১টায় চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলায় সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে যৌথ বাহিনী একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সংলগ্ন একটি ফার্মেসি থেকে অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে মো. শামসুজ্জামান ওরফে ডাবলুকে (৫০) আটক করা হয়। পরবর্তীতে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে টহল দল ওই ফার্মেসিতে তল্লাশি করে একটি টি ৯ মি. মি. পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। অভিযান শেষে ওই ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অচেতন হয়ে পড়লে তাকে দ্রুত জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। পরবর্তীতে আনুমানিক রাত ১২টা ২৫ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আইএসপিআরের বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, এই ঘটনাটি অনাকাঙ্খিত, দুঃখজনক ও কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইতোমধ্যে ওই ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার ও অভিযানে অংশগ্রহণকারী সব সেনা সদস্যকে সেনানিবাসে প্রত্যাহার এবং সঠিক কারণ উদঘাটনের উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সেনা আইন অনুযায়ী যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তবে নিহত ডাবলুর বড় ভাই শরিফুল ইসলাম কাজল ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘আমার ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এখন অস্ত্র উদ্ধারের নাটক সাজানো হচ্ছে।’’

তিনি বলেন, ‘‘সেনা সদস্যরা তাকে চরম নির্যাতনের পর হাসপাতালে ফেলে রেখে চলে যায়। কিন্তু চিকিৎসকেরা আমার ভাইকে যখন মৃত অবস্থায় পাওয়ার কথা বলেন তখন আবার সেনা সদস্যরা ফিরে আসেন। তারা পরিস্থিতি ভিন্নখাতে নিতে অস্ত্র উদ্ধারের নাটক সাজায়। তারা পুরনো জং ধরা অস্ত্র নিজেরাই এনে উদ্ধার করা হয়েছে বলে বিবৃতি দেয়। ওই অস্ত্র দিয়ে ফায়ার হয় না।’’

ডাবলুর ভাই কাজল আরো জানান, ‘‘তাকে তার ফার্মেসি থেকে তুলে নিয়ে পাশেই বিএনপি অফিসের একটি কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদের নামে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। আমার ভাই রাজনীতি করেন, কিন্তু খুবই নিরীহ। এলাকার সবাই তাকে ভালো জানেন। তার বিরুদ্ধে গত সরকারের আমলে দায়ের করা কিছু গায়েবি মামলা আছে। তাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এর বিচার চাই।’’

এই ঘটনায় কোনো পক্ষই এখনো থানায় কোনো মামলা করেনি। কাজল জানান, ‘‘আমরা সবার সাথে কথা বলে মামলার সিদ্ধান্ত নেব।’’ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা) ময়নাতদন্ত শেষ করে নিহতের মরদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ ডয়চে ভেলেকে জানান, ‘‘ডাবলুকে যৌথবাহিনী আটক করেনি। এই অভিযানে কোনো পুলিশ ছিলো না। আমাদের জানানোও হয়নি। এটা সেনবাহিনীর একক অভিযান। আমরা কিছু জানি না। আর তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আছে কী না তাও আমাদের জানা নেই।’’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘‘কোনো পক্ষ থেকেই থানায় এখনো কোনো মামলা করা হয়নি। আমাদের কাছে সেনা ক্যাম্প থেকে কোনো জব্দ তালিকাও পাঠানো হয়নি।’’

মানবাধিকার কর্মী নূর খান বলেন, ‘‘সর্বশেষ জীবননগরের ঘটনায় অভিযানে কোনো পুলিশ ছিলো না। কিন্তু যৌথ অভিযানে কমপক্ষে একজন পুলিশ সদস্য থাকতে হবে। কিন্তু আমরা জেনেছি ওই অভিযানে কোনো পুলিশ সদস্য ছিলো না- যা আইনের লঙ্ঘন। এভাবে অভিযান চলতে পারে না।’’

নিন্দা ও বিচার দাবি

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সকল সেনা সদস্যের বিচার দাবি করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘‘নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা বিচারবহির্ভূতভাবে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান ডাবলুকে নির্যাতন করে হত্যার ঘটনা দেশের জন্য শুভ নয়।’’

সেনা হেফাজতে বিএনপি নেতার মৃত্যুর ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব।

পাশাপাশি নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে স্পষ্টভাবে নির্যাতন, নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ নিষিদ্ধ করেছে এবং হেফাজতে নির্যাতন বা মৃত্যুর মত ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান আছে।

আসক জীবননগরের ঘটনাকে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে দেখছে। তারা বলছে, রাষ্ট্রীয় হেফাজতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু শুধু একটি পরিবারের জন্য নয়, বরং সংবিধান, আইনের শাসন এবং মানবাধিকারের প্রতি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার ওপর সরাসরি আঘাত।

বিচারবহির্ভূত হত্যা নিয়ে কথা বলতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে ফোন করেও পাওয়া যায়নি। তার ফোনে এসএমএস পাঠিয়েও কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

কেবল ট্রাম্পই পারেন পুতিনকে থামাতে বললেন পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট

১২ পৃষ্ঠার পর

পোল্যান্ডের সীমান্ত রক্ষায় আরএএফ টাইফুন যুদ্ধবিমান পাঠানোর জন্য ব্রিটেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাওরোকি। তিনি বলেন,ওআমরা এক বিপজ্জনক সময়ে বাস করছি্র তার দাবি, ২০২১ সাল থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে এক ধরনেরওহাইব্রিড যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে পোল্যান্ড। ড্রোনের অনুপ্রবেশ এবং অপপ্রচারের মাধ্যমে রাশিয়া এই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

গ্রিনল্যান্ড বিতর্ক সত্ত্বেও ট্রাম্পের ওপরই ভরসা পোল্যান্ডের

ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডও যেকোনো উপায়ে দখলে নেওয়ার বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক হুমকি ইউরোপজুড়ে অস্থিরতা তৈরি করেছে। ৭৭ বছরের পুরোনো ন্যাটো জোটের ভেতরেও এই ইস্যুতে ফাটল ধরার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তবে এ বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইউরোপের শক্তিশালী সম্পর্কের পক্ষেই কথা বলেছেন পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কারোলে নাওরোকি।

তিনি বলেন, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে বিতর্ক থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রই এখনো ইউরোপের নিরাপত্তার প্রধানওঅতন্দ্র প্রহরী। ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডওশ্রদ্ধা ও সমর্থনযোগ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইউরোপ নিজেকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে চেষ্টা করছে, তা সামরিক বা অর্থনৈতিকড়কোনো দিক থেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য মঙ্গলজনক হবে না।

গ্রিনল্যান্ড ইস্যুটিকে ডেনমার্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বিষয় হিসেবে দেখছেন নাওরোকি। তার বিশ্বাস, ন্যাটোর কাঠামো ও আলোচনার মাধ্যমেই এই সংকটের সুষ্ঠু সমাধান হবে।

সাক্ষাৎকারে ইউরোপীয় নেতাদের কড়া সমালোচনাও করেন পোলিশ প্রেসিডেন্ট। তার মতে, ইউরোপের নেতারা এখন জলবায়ু নীতি বা অভিবাসন সংকটের মতোওততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন সব তাত্ত্বিক বিষয়ে বেশি মগ্ন। এর ফলে ইউরোপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। এর বিপরীতে পোল্যান্ড তাদের জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করছে বলে জানান তিনি।

ট্রাম্পের ইচ্ছা পূরণ হলে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

বড় ভূখণ্ড সংযোজন। ডেনমার্কের রাজ্যের অংশ হিসেবে ৩০০ বছরের বেশি সময় ধরে থাকা গ্রিনল্যান্ডকে ঘিরে ট্রাম্পের আগ্রহের পেছনে তিনি ‘‘জাতীয় নিরাপত্তাচ্র যুক্তি তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্যে রাশিয়া ও চীনের হুমকির প্রসঙ্গ এসেছে। তবে অতীতে গ্রিনল্যান্ডের বিশাল আয়তন নিয়েও তিনি মন্তব্য করেছেন, আর গবেষকদের মতে, এই ভৌগোলিক বিশালত্বই তাঁর কাছে আকর্ষণের একটি বড় কারণ।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ ডেভিড সিলবি এক ইমেইলে লিখেছেন, ‘‘ট্রাম্প একজন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী, এত বিশাল পরিমাণ জমি দখলের ধারণাটাই সম্ভবত তাঁর প্রধান প্রেরণা: (মার্কিন) ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি জমি।চ

তিনি আরও বলেন, ‘‘ট্রাম্প সাধারণত এমন লক্ষ্যবস্তু বেছে নিতে পছন্দ করেন, যারা পাল্টা লড়াই করার মতো শক্তিশালী নয়ড়ডেনমার্কের ক্ষেত্রেও এটাই প্রযোজ্য।চ

এই সপ্তাহে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দ্বীপটির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় বসছেন। তবে ডেনিশ ও গ্রিনল্যান্ডিক উভয় পক্ষই স্পষ্ট করে জানিয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই দ্বীপ বিক্রির জন্য নয়।

তবু এতেও এখন পর্যন্ত ট্রাম্প ও তাঁর টিম নিরুৎসাহিত হননি।

গত সপ্তাহে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, গ্রিনল্যান্ডের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে ভালো সমাধান হবে এর মালিকানা নিয়ে নেওয়া, কারণ মালিকানা ‘‘সাফল্যের জন্য মানসিকভাবে প্রয়োজনীয়চ।

সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ‘‘আমি সহজ পথে চুক্তি করতে চাই। কিন্তু যদি সহজ পথে না হয়, তাহলে কঠিন পথেই করতে হবে।চ

গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত সামরিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা দীর্ঘদিনের মার্কিন-ডেনিশ প্রতিরক্ষা চুক্তির গুরুত্বও ট্রাম্প খাটো করে দেখিয়েছেন। চুক্তির সুবাদেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্নায়ুযুদ্ধের সময় দ্বীপটিতে যুক্তরাষ্ট্রের হাজারো সেনা ও এক ডজনের বেশি সামরিক ঘাঁটি ছিল; যদিও বর্তমানে সেখানে মাত্র একটি ঘাঁটি রয়েছে।

নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ ড্যানিয়েল ইমারওয়ার বলেন, সাম্প্রতিক কোনো প্রেসিডেন্টের চেয়ে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারণে বেশি আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। তিনি পানামা খাল পুনর্দখলের বিষয়ে ট্রাম্পের জোরালো অবস্থান, কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য বানানোর মন্তব্য, গত বছর গাজা দখলের কথা বলা এবং গ্রিনল্যান্ড নিয়ে তাঁর একাগ্র আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন।

ইমারওয়ার বলেন, ‘‘স্পষ্টতই ট্রাম্প ভূখণ্ড সংযুক্তির দিকে ঝুঁকছেন, যা সাম্প্রতিক কয়েক দশকের কোনো (মার্কিন) প্রেসিডেন্টের মধ্যে দেখা যায়নি। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেকটা অতীতের প্রেসিডেন্টদেরড়পোল্ক বা থিওডোর রুজভেল্টেরড়মতো, তবে ১৯৪৫-পরবর্তী সময়ে এমন নজির নেই।চ

গ্রিনল্যান্ডের আয়তন যে সত্যিই ট্রাম্পের চিন্তায় বড় ভূমিকা রেখেছে, তার উল্লেখ রয়েছেড়দ্য ডিভাইডারড় বইয়ে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের হোয়াইট হাউস প্রতিবেদক পিটার বেকার ও নিউ ইয়র্কারের লেখক সুসান গ্লাসার ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম মেয়াদ নিয়ে লেখা এই বইয়ে বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

বইটির জন্য দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘‘আমি মানচিত্র ভালোবাসি। আর আমি সব সময় বলেছিড়এর আয়তনটা দেখো। এটা বিশাল। এটা যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হওয়া উচিতড়চ

১৮৬৭ ও ১৯৪৬ সালেও মার্কিন কর্মকর্তারা গ্রিনল্যান্ড কেনার ধারণা সামনে এনেছিলেন, কিন্তু তা কখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

এদিকে গ্রিনল্যান্ডের বাসিন্দারা পুরো ধারণাটিকেই অপমানজনক বলে মনে করেন। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র যদি গ্রিনল্যান্ডের ৫৭ হাজার বাসিন্দার প্রত্যেককে ১০ লাখ ডলার করে দেওয়ার প্রস্তাবও দেয়, তবুও তারা তা গ্রহণ করবে না বলে জানিয়েছেন গ্রিনল্যান্ডের পার্লামেন্টের সাবেক সদস্য আক্কালুক লিংগে।

তিনি বলেন, ‘‘আমরা আমাদের আত্মা বিক্রি করি না।চ

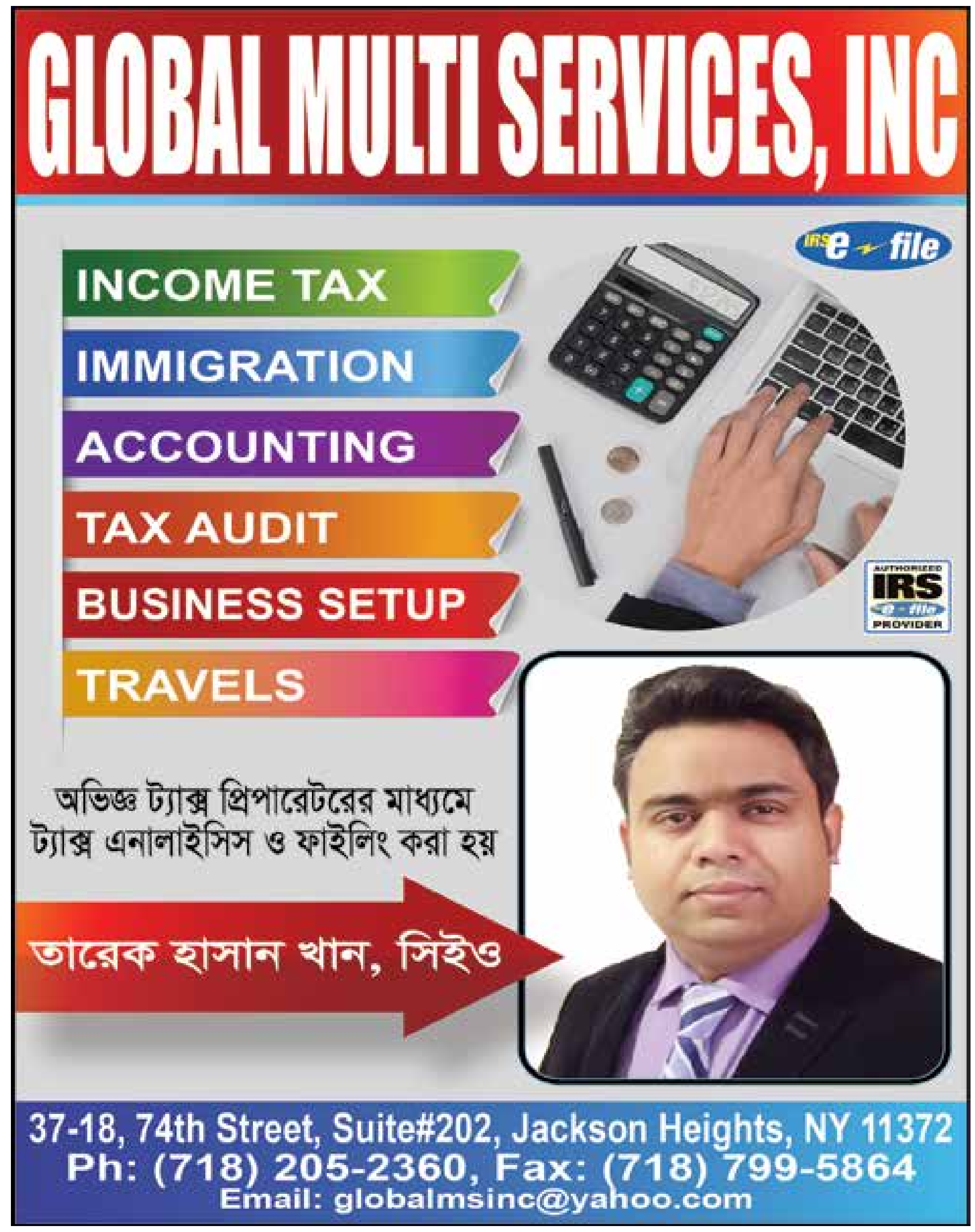

গ্রিনল্যান্ড কিনতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ

৭ পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, “আমি তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাই। এটা সহজ হবে। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আমরা গ্রিনল্যান্ড পাবোই”।

বুধবারের বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে গ্রিনল্যান্ড সরকারের পক্ষ থেকে একই বার্তা পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে পৌঁছে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান মোৎজফেল্ড বলেন, “গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন হতে চায় না, তাদের দ্বারা শাসিত হতে চায় না কিংবা তাদের অংশ হতেও চায় না। আমরা আজ গ্রিনল্যান্ডকে যেভাবে চিনি—অর্থাৎ ডেনমার্ক রাজ্যের অংশ হিসেবে—তাকেই বেছে নিচ্ছি”।

গ্রিনল্যান্ডের ব্যবসা ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী নাজা নাথানিয়েলসেন মঙ্গলবার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আসা বার্তাগুলো গ্রিনল্যান্ডবাসীদের মধ্যে এতটাই উদ্বেগের সৃষ্টি করছে যে তাদের ঘুমাতেও কষ্ট হচ্ছে।

লন্ডনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নাথানিয়েলসেন বলেন, “এটি (যুক্তরাষ্ট্রের চাপ) সত্যিই প্রতিটি ঘরের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এক বিশাল চাপের মধ্যে রয়েছি এবং মানুষ এর প্রভাব অনুভব করছে”।

উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও নাথানিয়েলসেন বলেন, “আমাদের আমেরিকান হওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই”।

এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক মার্কিন কর্মকর্তার মতে, দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান চুক্তির অধীনেই যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডে আরও সেনা মোতায়েন করা হতে পারে এবং সেখানে তাদের সামরিক ও নিরাপত্তা সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, “যখন তারা আপনার কাছে তুলনামূলক ভালো দামে দুধ বিক্রি করছে, তখন গরুটি দখল করার প্রয়োজন কী?”

যদিও ট্রাম্প প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা বলেছেন যে ৫৭ হাজার বাসিন্দার এই দ্বীপটি দখল করতে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে, তবে প্রশাসনের অন্য কিছু কর্মকর্তা এবং হোয়াইট হাউসের বাইরের মিত্ররা মনে করেন, গ্রিনল্যান্ড কেনার চেয়ে এর সঙ্গে নতুন কৌশলগত জোট গঠন করাই বেশি সম্ভাবনাময় উপায়।

বিবেচনায় থাকা আরেকটি বিকল্পের মধ্যে রয়েছে গ্রিনল্যান্ডের সাথে একটি “কম্প্যাক্ট অফ ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন” বা মুক্ত সংশ্লিষ্টতার চুক্তি গঠন করা; যে চুক্তির আওতায় সেখানে নিরাপত্তা বজায় রাখার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে বলে এনবিসি নিউজ জানিয়েছে। ইতোমধ্যে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ প্রজাতন্ত্র, মাইক্রোনেশিয়ার ফেডারেটেড স্টেটস এবং পালাউ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একই ধরনের চুক্তি রয়েছে।

গ্রিনল্যান্ডকে এই তালিকায় যুক্ত করা হলে পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারে ট্রাম্পের বিস্তৃত পরিকল্পনার কিছুটা পূরণ হতে পারে এবং এটি গ্রিনল্যান্ড কেনার জন্য অনুমিত ৫০০ বিলিয়ন থেকে ৭০০ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে কম ব্যয়বহুল হতে পারে।

১৯১৬ সালের চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ডেনমার্কের কাছ থেকে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ কিনতে রাজি হয়েছিল এবং বিনিময়ে এটি স্বীকার করেছিল যে পুরো গ্রিনল্যান্ডের ওপর ডেনমার্ক সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র “কোনো আপত্তি জানাবে না”।

ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি গ্রিনল্যান্ডের ভূমির ওপর আরও বেশি অধিকার পেতে এটি দখল করতে চান। বিষয়টিকে তিনি একটি সম্পত্তি ইজারা নেওয়া বনাম মালিকানা পাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। মালিকানা পাওয়া গেলে গ্রিনল্যান্ড গুয়াম, আমেরিকান সামোয়া বা পুয়ের্তো রিকোর মতো একটি মার্কিন অঞ্চলে পরিণত হতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে দ্বীপটির সাথে ওয়াশিংটনের কৌশলগত সম্পর্ককে আরও সুসংহত করতে পারে।

এই বিষয়ের কিছু বিশেষজ্ঞ এবং সাবেক মার্কিন কর্মকর্তাদের সংসদীয় সাক্ষ্য অনুযায়ী—গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে ট্রাম্পের এই আকাঙ্ক্ষা আংশিকভাবে এই উদ্বেগ থেকে তৈরি হয়েছে যে, দ্বীপটির বাসিন্দারা স্বাধীনতা চাইতে পারে। আর তারা সফল হলে দ্বীপটির ২৭ হাজার মাইল দীর্ঘ উপকূলরেখা রাশিয়া বা চীনের মতো শত্রুপক্ষের হাতে চলে যেতে পারে।

তবে গ্রিনল্যান্ডবাসী বিশাল ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হওয়ার ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছে। গত বছরের একটি স্বাধীন জনমত জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ এই ধারণাটি নাকচ করে দিয়েছে।

সাবেক আবাসন ব্যবসায়ী ট্রাম্প দীর্ঘকাল ধরেই গ্রিনল্যান্ডের ওপর নজর রাখছেন। তার মতে, উত্তর মেরু বা আর্কটিক সার্কেলে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের এটি প্রয়োজন এবং তারা এটি দখলের বিষয়টি বিবেচনা করবে। ট্রাম্প যখন প্রথম মেয়াদে দ্বীপটি কেনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তখন তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরাও বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি।

তবে তার দ্বিতীয় মেয়াদে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। গ্রিনল্যান্ড নিয়ে তার এই পরিকল্পনা এখন তার প্রশাসনের ভেতরে এবং আমেরিকার মিত্র দেশগুলোর কাছে অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। গত জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ট্রাম্প এ বিষয়ে প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করেন। ডিসেম্বরে তিনি লুইজিয়ানার গভর্নর জেফ ল্যান্ড্রিকে গ্রিনল্যান্ড বিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেন, যা ডেনমার্ক এবং গ্রিনল্যান্ডের কর্মকর্তাদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ জাগিয়ে তুলেছে।

বর্তমানে ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে এক ধরণের ক্রমবর্ধমান ধারণা তৈরি হয়েছে। পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে ট্রাম্প তার গ্রিনল্যান্ড দখলের আকাঙ্ক্ষায় কিছুটা হলেও সফল হবেন। এখন প্রশ্ন হলো পদ্ধতিটি কী হবে—অর্থনৈতিক জবরদস্তি, কূটনীতি নাকি সামরিক শক্তি—এবং এর সীমা কতদূর?

একটি নির্দলীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক “জার্মান মার্শাল ফান্ড অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস”-এর ফেলো ইয়ান লেসারের মতে, সামরিক শক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনা জিইয়ে রেখে গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে ট্রাম্পের এই হুমকি দেওয়ার উদ্দেশ্য হতে পারে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডকে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করা; যাতে সেখানে যুক্তরাষ্ট্র আরও সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে। তিনি বলেন, “আমি এখনও মনে করি যে এই ইস্যুতে শক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম”।

তিনি আরও বলেন, “এটি অপ্রয়োজনীয়। এর সার্থকতা কী? এটি ন্যাটো জোটের ভেতরে অকল্পনীয় উত্তেজনা তৈরি করবে এবং এমনকি এই জোটের সমাপ্তিও ঘটাতে পারে; আর আমার মনে হয় না যে ক্যাপিটল হিলের কেউ এসবের জন্য প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করবেন”।

গ্রিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের এই রণহুঙ্কার ক্যাপিটল হিলে বাধার মুখে পড়েছে। এমনকি তার কিছু রিপাবলিকান মিত্র—যারা ভেনিজুয়েলায় তার প্রশাসনের সামরিক অভিযানের প্রশংসা করেছিলেন—তারাও এই ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করছেন।

মঙ্গলবার, দুইপক্ষীয় (বাইপার্টিজান) এক সিনেটর জুটি একটি আইন প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন, যা ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টকে কোনো ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া বা নর্থ আটলান্টিক কাউন্সিলের (ন্যাটো-এর প্রধান রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা) অনুমোদন ছাড়া সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে তহবিল ব্যবহার করতে বাধা দেবে। এটি গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে ট্রাম্পের আচরণের বিরুদ্ধে বিরোধিতার একটি স্পষ্ট বার্তা।

গ্রিনল্যান্ডে পিটুফিক স্পেস বেসে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ছোট সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। গত বছর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং তার স্ত্রী উষা ভ্যান্স ঘাঁটিটি পরিদর্শন করেন। এই ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস ফোর্স ও অন্যান্য সামরিক কর্মীরা রাডার সিস্টেম পরিচালনা করেন, যা রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য আগাম সতর্কবার্তা সরবরাহ করে। এছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্ক নিয়মিতভাবে অঞ্চলের সামরিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি করে।

গ্রিনল্যান্ড দীর্ঘকাল ধরেই আরও বেশি মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েন অথবা তাদের কৌশলগত সম্পদ—যার মধ্যে বিরল খনিজ উপাদান অন্তর্ভুক্ত—সেগুলো নিয়ে আলোচনার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়ে আসছে।

ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন গত বছর বলেছিলেন, গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য “আরও শক্তিশালী পদচিহ্ন নিশ্চিত করার উপায় খুঁজে বের করা সম্ভব”। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র “ইতোমধ্যেই সেখানে আছে, এবং তাদের সামনে আরও সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে”। তবে ফ্রেডেরিকসেন সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রিনল্যান্ড দখলের যেকোনো মার্কিন প্রচেষ্টা ন্যাটো জোটকে ধ্বংস করে দেবে, কারণ ডেনমার্ক এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই এর সদস্য।

গত সপ্তাহে ডেনমার্কসহ আমেরিকার ইউরোপীয় মিত্ররা এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, তারা গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব এবং ভূখণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা সহায়তা অব্যাহত রাখবে। তারা বলেছে, “গ্রিনল্যান্ড কেবল তার জনগণের”।

নিউ ইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩টি

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ভ্রমণ অভিজ্ঞতার পথ তৈরি করছে। এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত গ্রহণ অপেক্ষার সময় কমানো, নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং বিমান ভ্রমণের সামগ্রিক দক্ষতা উন্নত করার লক্ষ্য রাখে, যা সীমানাহীন ভ্রমণের ভবিষ্যতের একটি ঝলক দেখায়।

বিমানবন্দরের নিরাপত্তা অভিজ্ঞতার রূপান্তর

টিএসএ-এর নতুন মুখ শনাক্তকরণ প্রযুক্তি বিমানবন্দরের নিরাপত্তাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। যাত্রীদের আর নিরাপত্তা চৌকিতে তাদের শারীরিক বোর্ডিং পাস বা পরিচয়পত্র দেখানোর প্রয়োজন হবে না। এর পরিবর্তে, তারা কেবল একটি কিওস্ক বা নিরাপত্তা পয়েন্টের সামনে যাবেন, যেখানে রিয়েল-টাইমে তাদের মুখ স্ক্যান করা হবে। সিস্টেমটি তাদের পূর্বে জমা দেওয়া সরকারি পাসপোর্ট বা ভিসার ছবিগুলোর সাথে মুখের স্ক্যান করা ছবি তুলনা করবে। এই প্রযুক্তি ভ্রমণকে আরও দক্ষ ও দ্রুততর করে তোলে এবং নিরাপত্তা চৌকিতে ব্যয় করা সময় কমিয়ে আনে।

এই স্পর্শবিহীন সিস্টেমটি সরকারি রেকর্ডে সংরক্ষিত বায়োমেট্রিক মুখের ডেটা ব্যবহার করে যাত্রীদের শনাক্ত করার মাধ্যমে কাজ করে। একবার তাদের এয়ারলাইন্সে নিবন্ধিত হয়ে গেলে, যাত্রীরা কোনো কাগজপত্র উপস্থাপন না করেই নির্বিঘ্নে নিরাপত্তা প্রক্রিয়া পার হতে পারবেন। টিএসএ-এর লক্ষ্য হলো নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে আপস না করে নিরাপত্তা প্রক্রিয়াকে আরও সুবিধাজনক করে তোলা এবং একটি ঝামেলামুক্ত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা।

টিএসএ প্রিচেক টাচলেস আইডি কীভাবে কাজ করে

টিএসএ প্রিচেক টাচলেস আইডি যাত্রীদের দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে যাচাই করার জন্য উন্নত মুখ শনাক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। আইডি বা বোর্ডিং পাস দেখানোর পরিবর্তে, যাত্রীদের চেকপয়েন্টে তাদের মুখের বৈশিষ্ট্য স্ক্যান করা হবে। সিস্টেমটি সরকারি ডেটাবেস থেকে আগে থেকে আপলোড করা ছবি, যেমন পাসপোর্ট বা ভিসার ছবির সাথে স্ক্যান করা ছবিটির তুলনা করে। প্রক্রিয়াটি দ্রুত এবং কার্যকর, যা শারীরিক নথিপত্রের প্রয়োজনীয়তা দূর করে এবং মানুষের ভুল কমায়।

এই নতুন সিস্টেমটি ব্যবহার করার জন্য, ভ্রমণকারীদের প্রথমে তাদের এয়ারলাইন্সের সাথে নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করতে হবে। একবার নিবন্ধিত হলে, তারা অংশগ্রহণকারী বিমানবন্দরগুলিতে দ্রুততর, আরও কার্যকর নিরাপত্তা যাচাইয়ের সুবিধা নিতে পারবে। টিএসএ ধীরে ধীরে এই সিস্টেমটি চালু করার পরিকল্পনা করেছে, এবং ২০২৬ সালের মধ্যে ৫০টি বিমানবন্দরে এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা হবে।

‘দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই চুক্তি

৬ পৃষ্ঠার পর

অধীনতা ছাড়াই জ্বালানি আমদানি করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো কিউবা অন্য রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইল বা সামরিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে না।

ট্রাম্প একই সঙ্গে ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে আটক করতে চালানো অভিযানের কথাও উল্লেখ করেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বিরুদ্ধে মাদক পাচারসহ বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে।

কিউবা বহু বছর ধরে ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরোর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে আসছে। কিউবার সরকার জানিয়েছে, ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে চালানো যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানে দেশটির ৩২ জন নাগরিক নিহত হয়েছেন।

ট্রাম্প বলেন, গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় সেই কিউবানদের অধিকাংশ এখন মৃত, এবং ভেনেজুয়েলার আর সেই সব ঠগ ও চাঁদাবাজদের থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন নেই, যারা তাদের বহু বছর ধরে জিম্মি করে রেখেছিল।

তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলার পাশে এখন যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে, যা বিশ্বের (এখন পর্যন্ত) সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী। তাদের রক্ষা করার জন্য, এবং আমরা অবশ্যই তাদের রক্ষা করব।

এদিকে রদ্রিগেজ বলেন, কিউবা কোনো দেশকে যে নিরাপত্তা সেবা দিয়েছে, তার বিনিময়ে তারা কখনোই কোনো আর্থিক বা বস্তুগত ক্ষতিপূরণ পায়নি।

ট্রাম্প প্রশাসন কিউবা নিয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো পরিকল্পনার কথা জানায়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এর আগে বলেছেন, দেশটি পতনের দ্বারপ্রান্তে থাকায় সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ইঙ্গিত দেন, কিউবার নেতাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। তিনি বলেন, তিনি যদি কিউবা সরকারের কেউ হতেন তবে তিনি উদ্বিগ্ন হতেন এবং তাঁরা এখন বিরাট বিপদে আছেন।

রোববার (১১ জানুয়ারি) ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট পুনরায় শেয়ার করেন, যেখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে কিউবানআমেরিকান ও ফ্লোরিডার সাবেক সিনেটর, কিউবান নির্বাসিতদের সন্তান মার্কো রুবিও ভবিষ্যতে কিউবার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন।

ওই পোস্টটি শেয়ার করে ট্রাম্প মন্তব্য করেন, আমার কাছে এটি চমৎকার মনে হচ্ছে।

ট্রাম্প ক্রমেই মার্কিন নীতিকে ১৮২৩ সালের পুনরুজ্জীবিত মনরো ডকট্রিন-এর আদলে সাজাচ্ছেন, যা পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়। তিনি এর নতুন নাম দিয়েছেন ডনরো ডকট্রিন।

গত কয়েক মাস ধরে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ক্রমেই লাতিন আমেরিকা এবং সেই সব বামপন্থী নেতাদের ওপর কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, যাদের সঙ্গে ট্রাম্পের আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে; এবং এই মার্কিন পদক্ষেপগুলোকে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে যুক্তিযুক্ত করা হচ্ছে।

কারাকাসে নজিরবিহীন অভিযানের পর ট্রাম্প বলেছিলেন যে, কলম্বিয়াকে লক্ষ্য করে একটি সামরিক অভিযান চালানো ভালো শোনায় এবং তিনি বারবার (১১ জানুয়ারি) দেশটির প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকে সাবধান থাকার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়ার প্রথম বামপন্থী নেতা পেত্রোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং দাবি করে যে, তিনি মাদক কার্টেলগুলোকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন।

ট্রাম্প আরও বলেন, মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মাদকের ঢল নামছে, যোগ করে বলেন, আমাদের কিছু একটা করতেই হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মাদক কার্টেল দমনে মেক্সিকোতে মার্কিন সেনা পাঠানোর প্রস্তাবও দিয়েছেন। তবে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেইনবাউম প্রকাশ্যে মেক্সিকোর ভূখণ্ডে কোনো মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১৯৫৯ সালে কমিউনিস্ট ফিদেল কাস্ত্রো মার্কিন সমর্থিত একটি সরকারকে উৎখাত করার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবার মধ্যে এক বৈরী সম্পর্ক বিদ্যমান।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার অধীনে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও, ট্রাম্প প্রশাসন সেগুলোর অনেক পদক্ষেপই বাতিল বা উল্টে দিয়েছে।

দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ নেওয়ার কিছুকাল পরেই ট্রাম্প কিউবাকে পুনরায় সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন, যা মাত্র কয়েকদিন আগেই তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তুলে নিয়েছিলেন।

কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-কানেল রোববার বলেন, যারা মানবজীবনসহ সবকিছুকে ব্যবসায় পরিণত করে, তাদের কিউবার বিরুদ্ধে কোনো বিষয়ে একেবারেই কোনো বিষয়ে আঙুল তোলার নৈতিক অধিকার নেই।

তিনি আরও বলেন, যারা আজ হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে, তারা আসলে এই জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা বেছে নেওয়ার সার্বভৌম সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বলেই এমনটা করছে।

গঠিত হয়েছে ‘গাজা শান্তি পর্ষদ’

৬ পৃষ্ঠার পর

ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প। ফিলিস্তিনে সংঘাত থামানোর টেকসই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দুই উপকরণের মধ্যে একটি হলো এই তথাকথিত বোর্ড অব পিস। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প বলেন, বোর্ড অব পিস গঠিত হয়েছে। এটা জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। ট্রাম্প জানান, এই বোর্ডের সদস্যদের নাম অবিলম্বে জানানো হবে। আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, যেকোনো সময়কাল ও অবস্থান বিচারে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মহান বোর্ড গঠনের ঘটনা, যোগ করেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের পোস্টের অল্প সময় আগে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে গাজার দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৫ সদস্যের একটি ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাট কমিটির ঘোষণা আসে। ওই কমিটি শান্তি পর্ষদের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ট্রাম্প জানান, তিনি নিজেই শান্তি পর্ষদের চেয়ারম্যানের ভূমিকায় থাকবেন। শান্তি পরিকল্পনায় গাজাকে সুরক্ষিত রাখতে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী মোতায়েনের কথা বলে হয়েছে। ওই বাহিনী ফিলিস্তিনি পুলিশ বাহিনীর যাচাইকৃত সদস্যদের প্রশিক্ষণও দেবে।

তবে স্থিতিশীল(১৫ জানুয়ারি) তা বাহিনীতে কোন কোন দেশের সেনা থাকবে এবং কীভাবে পুলিশ সদস্যদের যাচাই করা হবে, সে বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান গাজায় আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনীর অংশ হতে বাংলাদেশের আগ্রহের কথা নীতিগতভাবে ব্যক্ত করেছেন।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতা বাসেম নাঈম এক বিবৃতিতে বলেন, এই কমিটিকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব এখন মধ্যস্থতাকারী, মার্কিন প্রতিনিধি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হাতে। বল এখন তাদের কোর্টে। গত বছরের ১০ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত পরিকল্পনাটি প্রকাশ্যে আসে। ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে হামাসের হাতে আটক সকল জিম্মি একে একে মুক্তি পান। হামাসের হাতে থাকা মরদেহগুলোও ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিনিময়ে মুক্তি পান ইসরায়েলি কারাগারে আটক ফিলিস্তিনি নাগরিকরা। হামাস-ইসরায়েলের সামরিক সংঘাত বন্ধের উদ্যোগের অংশ হিসেবে জিম্মি-বন্দী বিনিময় কার্যক্রম চলে। ওই পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়নের প্রস্তুতি চলছে। ত্রাণ স্বল্পতা ও সহিংসতা অব্যাহত থাকার অভিযোগ আসায় এর বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে। কাগজেকলমে যুদ্ধবিরতি চালু থাকলেও প্রায় প্রতিদিনই ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনি নিহতের সংবাদ পাওয়া যায়।

গাজার হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি চালুর পর এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় ৪৫১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনিদের মূল দাবি হলো গাজা উপত্যকা থেকে পাকাপাকিভাবে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার। শান্তি পরিকল্পনায় বিষয়টির উল্লেখ থাকলেও সুনির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা বা বিস্তারিত তথ্য যুক্ত করা হয়নি।

অপরদিকে, ইসরায়েলের মূল দাবি হামাসের নিরস্ত্রীকরণ। তেল আবিবের ভাষায়, এই দাবি নিয়ে তারা দরকষাকষি করবে না। তবে হামাস এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে এই শর্তে সায় দেয়নি।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ট্রাম্পের বিশেষ প্রতিনিধি স্টিভ উইটকফ ট্রুথ সোশালে পোস্ট করে বলেন, হামাস সব ধরনের শর্ত পুরোপুরি মেনে নেবে, এটাই ওয়াশিংটনের প্রত্যাশা। সাম্প্রতিক সময়ে, ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাসের বেশিরভাগ শীর্ষ নেতা নিহত হয়েছেন। এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে নতুন করে অভ্যন্তরীণ নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েছে সংগঠনটি। গত সোমবার (১২ জানুয়ারী) এএফপিকে এক হামাস নেতা বলেন, ২০২৬ এর প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই ভোট শেষ হবে। ট্রাম্প উইটকফের পোস্ট শেয়ার করে বলেন, এসব ফিলিস্তিনি নেতা শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতি অবিচল ও অঙ্গীকারবদ্ধ। তার নিজের বেছে নেওয়া অন্তর্বর্তী প্রশাসনের দিকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প এ কথা বলেন।

মিশর, তুরস্ক ও কাতারের সমর্থনে আমরা হামাসের সঙ্গে একটি পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি নিশ্চিত করব। এই চুক্তির আওতায় থাকবে অস্ত্রসমর্পণ ও সুড়ঙ্গ বন্ধের উদ্যোগ, যোগ করেন ট্রাম্প। - এএফপি

গ্রক দিয়ে অশ্লীল ছবি তৈরির

৩৬ পৃষ্ঠার পর

সাড়া দিয়েছে বলে অভিযোগ। মামলার বক্তব্য অনুযায়ী, এসব ছবি কার্যত সম্মতিহীন। আরও বলা হয়, সেন্ট ক্লেয়ার অপসারণের অনুরোধ করায় গ্রক ও এক্সএআইয়ের কাছে তার অসম্মতির বিষয়টি স্পষ্ট ছিল। গ্রক নাকি তার শরীরে ট্যাটু যোগ করেছে, যার মধ্যে ইলনস হোর লেখা ছিল। ইহুদি ধর্মাবলম্বী সেন্ট ক্লেয়ার আরও অভিযোগ করেছেন, এক ছবিতে তাকে স্বস্তিকা চিহ্নযুক্ত বিকিনি পরানো হয়েছে।

মামলায় বলা হয়, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয় অবস্থায় তাকে দেখিয়ে সম্মতিহীন, বাস্তবসম্মত যৌন ডিপফেক তৈরি ও ছড়ানোর মাধ্যমে এক্স আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। নথিতে উল্লেখ করা হয়, গ্রকের তৈরি ছবির জন্য এক্সএআই সরাসরি দায়ী।

ইলন মাস্ক এক্সে বলেছেন, ব্যবহারকারীরাই তাদের তৈরি ছবির জন্য দায়ী। তিনি সম্প্রতি লিখেছেন, গ্রক ব্যবহার করে কেউ অবৈধ কনটেন্ট তৈরি করলে, সেটি আপলোড করার মতোই পরিণতি ভোগ করতে হবে। তার দাবি, গ্রক নিজে থেকে ছবি তৈরি করে না; ব্যবহারকারীর অনুরোধেই তা করে।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ভেনেজুয়েলার চাবিকাঠি এখন ট্রাম্পের হাতে, মন

৬ পৃষ্ঠার পর

জাহাজে কয়েক মাস ধরে হামলার পর সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন, তার প্রশাসন এখন স্থলভাগের মাদকচক্রগুলোর ওপর নজর দেবে। কারাকাসকে চাপে রাখতে ক্যারিবিয়ান সাগরে বিশাল এক মার্কিন সামরিক বহরও মোতায়েন রেখেছেন তিনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভেনেজুয়েলার হাল শেষ পর্যন্ত কে ধরবেন বা দেশটির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব কেমন হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করছে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের ওপর।

আপাতদৃষ্টিতে সমীকরণটি সহজ মনে হতে পারে। ট্রাম্প ইতিমধ্যে দেলসি রোদ্রিগেজের প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে, নিজের প্রশাসনে মাচাদোর প্রভাবশালী সমর্থক থাকা সত্ত্বেও ট্রাম্প এখনো তাকে সমর্থন দেননি।

তবে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে ট্রাম্পের অতীতের আলোচনাগুলো বলে দেয়, তার মত যেকোনো সময় দ্রুত বদলে যেতে পারে। তার প্রশংসা নিমিষেই হুমকিতে রূপ নিতে পারে, আবার উল্টোটাও হতে পারে।

যেমন, গত ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বৈঠকটি ছিল বিপর্যয়কর। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ফিরে পেতে ইউক্রেনকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে, পরিস্থিতি সামাল দিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এগিয়ে আসতে হয়েছিল ইউরোপীয় মিত্রদের। আবার নিউইয়র্কের নতুন মেয়র জোহরান মামদানির কথাই ধরা যাক। মেয়র নির্বাচনের সময় ট্রাম্প তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু হোয়াইট হাউসে প্রথম বৈঠকেই ট্রাম্পকে মুগ্ধ করে ফেলেন মামদানি।

ভেনেজুয়েলার দুই নেত্রী মাচাদো ও রদ্রিগেজ—উভয়েই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন। বুধবার ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ফোনে দেলসি রদ্রিগেজের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। রদ্রিগেজকে ‘চমৎকার মানুষ’ হিসেবে অভিহিত করে ট্রাম্প বলেন, ‘আমাদের বোঝাপড়াটা বেশ ভালোই যাচ্ছে’।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে মাচাদো অবশ্য এক ধাপ এগিয়ে তিনি সরাসরি ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। হোয়াইট হাউসের সময়সূচি অনুযায়ী, গত বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেওয়ার কথা তার। তবে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ পেলেও মাচাদোর পথচলা খুব একটা মসৃণ না-ও হতে পারে। এর নেপথ্যে রয়েছে সেই কাঙ্ক্ষিত নোবেল শান্তি পুরস্কার।

হোয়াইট হাউসের ভেতরে মাচাদোর বেশ কয়েকজন শক্তিশালী মিত্র রয়েছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও

আপিল শুনানিতে দ্বৈত নাগরিক ও

৯ পৃষ্ঠার পর

চাই, আগামীকাল (রোববার) হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের জন্য রেড লাইন। এই সময়ের মধ্যে যদি আইন ও সংবিধানের সঠিক প্রতিফলন না ঘটে, তবে আমরা এক মুহূর্তও ছাড় দেব না’।

সংবাদ সম্মেলনে দলটির আইনি সহায়তা উপকমিটির সদস্য জহিরুল ইসলাম মুসা সারাদিনের শুনানির অভিজ্ঞতা তুলে ধরে অভিযোগ করেন, ‘সংবিধানের ৬৬ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দ্বৈত নাগরিকরা সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য হলেও কমিশন তাদের বিষয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছে’।

মুসা আরও বলেন, ‘বিএনপি মনোনীত অনেক প্রার্থী সরাসরি ঋণখেলাপি হওয়া সত্ত্বেও তাদের তথ্য গোপন করে বৈধতা পাওয়ার চেষ্টা করছেন’। বিশেষ করে কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির এক প্রার্থীর উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ‘তিন ব্যাংকের স্বীকৃত ঋণখেলাপি হওয়া সত্ত্বেও রিটার্নিং অফিসার তাকে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন, যা পরে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে বাতিল করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু চট্টগ্রামের আসলাম চৌধুরীর মতো প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কমিশনের মনোভাব ছিল প্রশ্নবিদ্ধ’।

সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন চত্বরে বিএনপির প্রার্থীরা শত শত কর্মী ও আইনজীবী নিয়ে এসে চাপের সৃষ্টি করছেন।

উত্তর কোরিয়ার চেয়েও দুর্বল

৮ পৃষ্ঠার পর

দেশে যেতে পারেন। দ্বিতীয় স্থানে আছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। তাদের প্রবেশাধিকার ১৮৮টি দেশে। এরপর তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইউরোপের পাঁচটি দেশ—ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, স্পেন, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড। তারা ভিসা ছাড়া ১৮৬টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন।

পাসপোর্ট ইনডেক্সের একেবারে তলানিতে থাকা পাঁচটি দেশ হলো পাকিস্তান, ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া এবং আফগানিস্তান। ২০ বছরের ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্সটিই একমাত্র, যা ‘ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি’ (আইএটিএ)-এর বিশেষ তথ্যের ওপর নির্ভর করে।

এই ইনডেক্সে ১৯৯টি ভিন্ন পাসপোর্ট এবং ২২৭টি ভ্রমণ গন্তব্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশ্বজুড়ে পাসপোর্টের মান বা ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য এটিকেই প্রামাণ্য মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়।

কে কী বলল বিবেচ্য নয়,

৯ পৃষ্ঠার পর

ক্রমেই তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ভুয়া ভিডিও শনাক্ত করতে পারছে।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি গোম্বিস একমত পোষণ করে বলেন, ভুয়া খবর বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের ‘প্রধান শত্রুদের একটি’ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং এই হুমকি মোকাবিলায় আরও জোরালো প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান তিনি।

দুই কূটনীতিক গত দেড় বছরে সরকার পরিচালনায় প্রধান উপদেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য প্রশংসা করেন। তারা জানতে চান, বর্ণবৈষম্য-পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার আদলে বাংলাদেশে ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন’ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব কি না। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, প্রয়াত নেলসন ম্যান্ডেলার একজন বন্ধু হিসেবে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশনের’ প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন। তবে তৎকালীন ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠী তাদের অপরাধ অস্বীকার করে যাওয়ায় এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সে ধরনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাবনা তিনি দেখছেন না। তিনি বলেন, ‘সময় এখনও উপযুক্ত নয়। কোথা থেকে শুরু করবেন? ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন তখনই সম্ভব, যখন কেউ স্বীকার করে যে সে ভুল করেছে, নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়, অনুশোচনা প্রকাশ করে’।

দখলের দাবিতে অনড় ট্রাম্প, পাল্টা

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিকভাবে ফ্রান্সের ১৫ জন প্রতিনিধি সেখানে পৌঁছেছেন।

বৈঠকের পর ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লারস লোকে রাসমুসেন বলেন, আলোচনা গঠনমূলক হলেও দুই পক্ষের মধ্যে একটি ‘মৌলিক মতপার্থক্য’ রয়ে গেছে। পরবর্তীতে তিনি গ্রিনল্যান্ড কেনার বিষয়ে ট্রাম্পের প্রচেষ্টার সমালোচনা করেন।

এদিকে, ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়ে তার অবস্থানে অনড় রয়েছেন। ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, “জাতীয় নিরাপত্তার জন্য আমাদের গ্রিনল্যান্ড প্রয়োজন”। যদিও তিনি সামরিক শক্তি ব্যবহারের বিষয়টি উড়িয়ে দেননি, তবে বুধবার তিনি বলেন, তার বিশ্বাস ডেনমার্কের সাথে কোনো একটি সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, “সমস্যা হলো, রাশিয়া বা চীন যদি গ্রিনল্যান্ড দখল করতে চায় তবে ডেনমার্কের কিছুই করার নেই; কিন্তু আমাদের পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। গত সপ্তাহে ভেনিজুয়েলার ঘটনাতেই আপনারা তার প্রমাণ পেয়েছেন।” বৃহস্পতিবার ১৫ জানুয়ারী সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, তিনি মনে করেন না যে গ্রিনল্যান্ডে ইউরোপীয় দেশগুলোর অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন এই আর্কটিক ভূখণ্ড নিয়ে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রভাব ফেলবে।

তিনি আরও বলেন, “এটি গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে তার লক্ষ্যের ওপরও কোনো প্রভাব ফেলবে না।”

এ বিষয়ে পোলিশ প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক বলেন, পোল্যান্ড গ্রিনল্যান্ডে ইউরোপীয় সামরিক মোতায়েনে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে না, তবে তিনি সতর্ক করেছেন যে সেখানে মার্কিন কোনো সামরিক হস্তক্ষেপ হবে একটি ‘রাজনৈতিক বিপর্যয়’।

একটি সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, “ন্যাটোর এক সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য সদস্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে সংঘাত বা তা সংযুক্ত করার চেষ্টা হবে আমাদের চেনা বর্তমান বিশ্বের অবসান—যে বিশ্ব বহু বছর ধরে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।” এদিকে বেলজিয়ামে রুশ দূতাবাস আর্কটিক অঞ্চলে যা ঘটছে তা নিয়ে ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেছে। তারা ন্যাটোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেছে, “মস্কো এবং বেইজিং থেকে ক্রমবর্ধমান হুমকির মিথ্যা অজুহাতে” তারা সেখানে সামরিক উপস্থিতি জোরদার করছে।

তবে, ইউরোপীয় ন্যাটোর এই মোতায়েনটি ‘অপারেশন আর্কটিক এনডুরেন্স’ নামক ডেনমার্কের নেতৃত্বাধীন যৌথ মহড়ার অংশ হিসেবে মাত্র কয়েক ডজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। যদিও এটি প্রতীকীভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, তবে তারা কতদিন সেখানে অবস্থান করবে তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট করা হয়নি। ফিনল্যান্ড এই অভিযানের পরিকল্পনা চলাকালীন একটি তথ্য-অনুসন্ধানী মিশনের জন্য দুজন সামরিক লিয়াজোঁ কর্মকর্তা পাঠাচ্ছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতি বিভাগের প্রধান জান কুসেলা বিবিসি-কে বলেন, “বর্তমানে আমরা কোনো কিছুকেই উড়িয়ে দিচ্ছি না, তবে নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু বিবেচনাও করছি না।”

ফিনল্যান্ড নিজেও একটি আর্কটিক দেশ। কুসেলা বলেন, গ্রিনল্যান্ডের ওপর ন্যাটোর নিয়ন্ত্রণ কতটা শক্তিশালী তা নিয়ে উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে তাদের লক্ষ্য ছিল মিত্র কোনো ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

জার্মানি বৃহস্পতিবার নুউকে একটি এ৪০০এম পরিবহন বিমান এবং ১৩ জন সৈন্যের একটি দল পাঠিয়েছে। যদিও কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, তারা গ্রিনল্যান্ডে কেবল শনিবার পর্যন্ত অবস্থান করবে।

ডেনমার্কের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, তারা গ্রিনল্যান্ড সরকারের সাথে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আগামী সময়ে গ্রিনল্যান্ডে সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি করা হবে। এর লক্ষ্য হলো ইউরোপীয় এবং ট্রান্স-আটলান্টিক (আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় পাড়ের) উভয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে আর্কটিক অঞ্চলে ন্যাটোর ‘পদচিহ্ন’ বা প্রভাব আরও শক্তিশালী করা।

মাঁখো ফ্রান্সের সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশে দেওয়া তার নববর্ষের ভাষণে বলেন, গ্রিনল্যান্ডের প্রতি ইউরোপীয়দের একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে, “কারণ এই ভূখণ্ডটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি আমাদের ন্যাটোর অন্যতম মিত্র”।

গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিমধ্যেই একটি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, যেখানে বর্তমানে ১৫০ জন কর্মী নিয়োজিত আছেন। কোপেনহেগেনের (ডেনমার্ক) সাথে বিদ্যমান চুক্তি অনুযায়ী, সেখানে আরও অনেক বেশিসংখ্যক সেনা মোতায়েন করার সুযোগ যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। তবে ডেনমার্কের নেতৃত্বাধীন এই উদ্যোগটিকে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি একটি সংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে যে—আর্কটিক এবং উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের নিরাপত্তায় তাদের ইউরোপীয় মিত্রদেরও স্বার্থ রয়েছে।

সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বুধবার নুউকে সুইডিশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের পাঠানো হয়েছে। এছাড়া নরওয়ের দুজন সৈন্য, ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর একজন কর্মকর্তা এবং নেদারল্যান্ডসের একজন নৌ-কর্মকর্তাও সেখানে পাঠানো হচ্ছে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক

৫১ পৃষ্ঠার পর

একজন যোগ্য সভাপতি চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা পাইনি, তাই পদত্যাগ করেছি। সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাজ ছিল নির্বাচন করা, কমিটি করা নয়। মাহবুব-সেহেলের নেতৃত্বাধীন কমিটিই বৈধ কমিটি।

দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার আগে সংগঠনের উপদেষ্টা ও পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান বলেন, দুই বছর আগেও নতুন কমিচি গঠনের সময় এ ধরনেন সমস্যা হয়েছিল। সেসময় আমি এবং সংগঠনের কয়েকজন সাবেক কর্মকর্তা শর্তসাপেক্ষ সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ রাখার একটি সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। শর্ত ছিল মাওলানা মাসুম ও নুরে আলম মনিরের নেতৃত্বাধীন কমিটি সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধনের মাধ্যমে নিউ ইয়র্কে বসবাসরত চাঁদপুরবাসীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনের সদস্যপদ প্রদান করে ভোটার তালিকাভুক্ত করবে এবং সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে সংগঠনের কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হবে। কিন্তু মাওলানা মাসুম ও নুরে আলম মনিরের কমিটি সে ব্যাপারে কোন পদক্ষপই নেয়নি বরং পুরনো প্রক্রিয়ায় কমিটি গঠনের দিকে অগ্রসর হয়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাওলানা মাসুম ও নুরে আলম মনির উভয়ে আমাকে জানান চাঁদপুরবাসী সংগঠনের সদস্য বা ভোটার হতে চায়না। আমার প্রশ্ন - যে সংগঠনের কেউ সদস্য বা ভোটার হতে চায়না, সে সংগঠনের ৬০/৭০ সদস্যের কার্যকরী কমিটি কিভাবে গঠিত হয়? গুটি কয়েক মানুষের পছন্দ বা ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন আর পরিচালিত হতে পারেনা, ভাঙ্গণ অনিবার্য। এবার তাই হয়েছে। তবে আমি মনে করি এখনো সময় আছে, নিউ ইয়র্কে বসবাসরত চাঁদপুরবাসীকে সংগঠনের সদস্যভুক্ত ও ভোটার করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি নির্বাচনে মাধ্যমে সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ রেখে কমিউনিটিতে চাঁদপুরবাসীর মানমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব।

পরবর্তীতে আরো কয়েকজন বক্তা একটি অ্যাডহক কমিটি করে সদস্য করে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি নির্বাচিত করার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের রিজার্ভ চুরিঃ ৯২ বারের

১০ পৃষ্ঠার পর

এ তথ্য নিশ্চিত করেন। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে হ্যাকাররা ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি করে নেয়। ধারণা করা হয়, দেশের ভেতরে থাকা কোনো একটি চক্রের সহায়তায় ওই অর্থপাচার সংঘটিত হয়।

এ ঘটনায় ২০১৬ সালের ১৫ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক জোবায়ের বিন হুদা মতিঝিল থানায় অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে একটি মামলা করেন। এটি দায়ের করা হয় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে।

একদিন পর, ১৬ মার্চ আদালত মামলাটির তদন্তভার সিআইডিকে দেন। তখন থেকে মামলাটি তদন্ত করছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শী
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

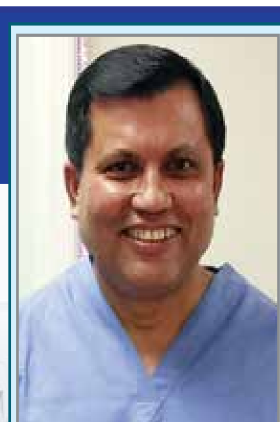

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের

৭ পৃষ্ঠার পর

নেতা হিসেবে মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে সমর্থন দেননি। বরং ট্রাম্প বর্তমানে দায়িত্ব পালন করা অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজের সঙ্গেই কাজ করে যাচ্ছেন। মাদুরো প্রশাসনের ভাইসপ্রেসিডেন্ট ছিলেন দেলসি।
মাচাদোকে সমর্থন না দিলেও সাক্ষাৎ শেষে ট্রাম্প বলেন, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার জন্য “বড় সম্মানের বিষয়”। প্রেসিডেন্ট তার প্রশংসা করে বলেন, তিনি একজন অসাধারণ নারী, যিনি “বহু প্রতিকূলতা পেরিয়ে এসেছেন”।
হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে মাচাদো বাইরে জড়ো হওয়া সমর্থকদের উদ্দেশে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলেন। এপির তথ্য অনুযায়ী, তিনি বলেন, “আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওপর নির্ভর করতে পারি”।
পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ইংরেজিতে মাচাদো বলেন, “আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের হাতে নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক তুলে দিয়েছি”। ট্রাম্প নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার ইচ্ছার কথা প্রায়ই প্রকাশ করেন। গত বছর এই পুরস্কার মাচাদোকে দেওয়া হলে তিনি অসন্তোষ জানিয়েছিলেন, যদিও মাচাদো তখন এটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
গত সপ্তাহে মাচাদো বলেছিলেন, তিনি পদক ট্রাম্পের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন।

তবে নোবেল কমিটি পরে জানায়, এটি অন্য কারও কাছে হস্তান্তর করা যায় না। নোবেল কমিটি এক বিবৃতিতে জানায়, “একবার নোবেল পুরস্কার ঘোষণা হলে তা বাতিল, ভাগ বা অন্যের কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও স্থায়ী”। মাচাদোর বক্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে নোবেল কমিটি আগের বিবৃতির কথাই উল্লেখ করে। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে বৈঠকের আগে নোবেল পিস সেন্টার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানায়, “পদকের মালিক বদলাতে পারে, কিন্তু নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিচয় বদলায় না”। মাচাদোর ভাষায়, এই উপহার ছিল তার দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার “ভ্রাতৃত্বের প্রতীক” ও “স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ে দুই দেশের ঐক্যের বার্তা। ওয়াশিংটন সফরে মাচাদো কংগ্রেসে গিয়ে মার্কিন সিনেটরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় তার কথা চাপা পড়ে যায় সমর্থকদের স্লোগান আর ভেনেজুয়েলার পতাকা নাড়ানোর দৃশ্যে।

বাংলাদেশে মোবাইল ফোন

১০ পৃষ্ঠার পর

নিয়ন্ত্রক আদেশ (এসআরও) জারি করেছে এনবিআর।
এনবিআরের একটি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ফিনিশড মোবাইল ফোন আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক বিদ্যমান ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে।
রাজস্ব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মোবাইল ফোনের মূল্য ক্রেতাসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে এবং ডিজিটাল সেবার পরিধি আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এদিকে আমদানিকৃত হ্যান্ডসেটের শুল্ক কমানোর ফলে স্থানীয় মোবাইল সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে কোনো ধরনের ক্ষতির বা অসম প্রতিযোগিতার মুখে না পড়ে, সেজন্য দেশীয় কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল ও উপকরণ আমদানিতেও শুল্ক কমানো হয়েছে। পৃথক একটি প্রজ্ঞাপনে এ ধরনের উপকরণ আমদানির শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এনবিআর বলেছে, এই দ্বিমুখী ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো ক্রেতাস্বার্থ রক্ষা ও দেশীয় মোবাইল ফোন শিল্প বিকাশের ধারা বজায় রাখা।
এনবিআর বলেছে, শুল্কের এই নতুন কাঠামোর ফলে ৩০ হাজার টাকার বেশি দামের প্রতিটি আমদানিকৃত হ্যান্ডসেটের দাম প্রায় ৫ হাজার ৫০০ টাকা কমবে। আর একই দামের স্থানীয়ভাবে সংযোজিত মোবাইলের দাম কমবে প্রায় ১ হাজার ৫০০ টাকা।
এনবিআর কর্মকর্তারা বলছেন, যোগাযোগ, ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন, ই-গভর্ন্যান্স ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের অপরিহার্য ভূমিকার কথা বিবেচনা করে একে সাধারণের নাগালে রাখা এখন সরকারের অন্যতম নীতিগত অগ্রাধিকার। দেশে প্রযুক্তির বিস্তার ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে আগামীতেও এ ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে।
এদিকে অবৈধ, নকল ও অনিবন্ধিত হ্যান্ডসেটের ব্যবহার বন্ধের জন্য ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) ব্যবস্থা চালু করেছে সরকার। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই ব্যবস্থায় প্রতিটি মোবাইল ফোনকে এর আইএমইআই নম্বরের মাধ্যমে নিবন্ধিত হতে হবে। নইলে সেটি মোবাইল নেটওয়ার্কে সচল হবে না।
কর্তৃপক্ষ বলছে, এই ব্যবস্থার ফলে চুরি হওয়া বা চোরাচালানের মাধ্যমে আসা ফোন বন্ধ করা সহজ হবে। পাশাপাশি গ্রে-মার্কেট আমদানির সুযোগ কমিয়ে দেবে। এতে নিবন্ধিত ও বৈধ আমদানিকারক ও প্রস্তুতকারকদের জন্য বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হবে।

২০২৫ সালে বাংলাদেশের সোনালী

১০ পৃষ্ঠার পর

সমস্যা ছিল মূলধন ঘাটতি। তবে চলতি বছর থেকে সোনালী ব্যাংকের আর কোনো মূলধন ঘাটতি নেই। এ অপবাদ থেকে মুক্ত হওয়াটা আমাদের জন্য বিশাল অর্জন”। খেলাপি ঋণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “২৫ ডিসেম্বর সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হার ১৫ দশমিক ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। আগামী ২০২৬ সালে এটি ১১-১২ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য রয়েছে। পাশাপাশি ২০২৬ ও ২০২৭ সালের মধ্যে খেলাপি ঋণ সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার তিন বছরের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে”।
তিনি বলেন, “বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ক্যাপিটাল রিস্ক ওয়েটেড রেশিও ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ১০ শতাংশের চেয়েও বেশি রয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে ব্যাংকের ব্যবসা সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে”।
এমডি আরও উল্লেখ করেন, “সরকারি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সোনালী ব্যাংকের এখনও উল্লেখযোগ্য পাওনা বকেয়া রয়েছে। বিশেষ করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে এককভাবে এলসি কার্যক্রম পরিচালনার বিপরীতে ব্যাংকের প্রায় ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকার এলসি কমিশন এখনো পাওয়া বাকি। এই অর্থ আদায় হলে ব্যাংকের মূলধন আরও শক্তিশালী হবে”। কয়েকটি শাখায় ঋণ কেন্দ্রীভূতকরণ বিষয়ে তিনি বলেন, “বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতা অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট শাখায় অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ বন্ধ রাখা হয়েছে। বর্তমানে পাঁচটি শাখায় ব্যাংকটির মোট ঋণের ৩৭ শতাংশ রয়েছে, যা ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হচ্ছে। বড় ঋণ অন্য শাখাগুলোতে স্থানান্তরের মাধ্যমে ঝুঁকি কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে”। খেলাপি ঋণ আদায়ের অগ্রগতি তুলে ধরে তিনি বলেন, “শীর্ষ ২০ খেলাপির কাছ থেকে ইতোমধ্যে ৭৪৫ কোটি টাকা আদায় হয়েছে এবং বাকি অর্থ আদায়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে”।
আমানত প্রসঙ্গে শওকত আলী খান বলেন, “সোনালী ব্যাংকের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা এখনও দৃঢ়। এজন্য ব্যাংকে আমানতের প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। তবে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ে সতর্কতা অবলম্বন করায় আমানত বৃদ্ধির তুলনায় ঋণ বিতরণ কম হয়েছে। তবে ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের বেশি ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে”।
তিনি আরও বলেন, “হলমার্ক কেলেঙ্কারির পর সোনালী ব্যাংকে বড় কোনো অনিয়ম ঘটেনি। কঠোর ঋণ যাচাই ও সুশাসনের কারণে খেলাপি ঋণের হারও কমছে”। আগামী ২০২৬ সালের জন্য নতুন ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা খুব শিগগির ঘোষণা করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, “নতুন বছরে ব্যাংকের আয় ২০২৫ সালের তুলনায় আরও বাড়ানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে”।

নিউইয়র্কে মুক্তিযোদ্ধা মোয়াজ্জেম হোসেন স্মরণে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোয়াজ্জেম হোসেন মাসুদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৩ জানুযারী সন্ধায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে 'বন্ধু মহল' আয়োজিত স্মরণ সভায় মোয়াজ্জেম হোসেন মাসুদের আত্মত্যাগ ও দেশের প্রতি তার অবদান তুলে ধরা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মাহমুদ। মহান স্বাধীনতার এই সূর্যসন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্মৃতিচারণ করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সোলেয়মান আলী,

মীর নিজামুল হক, এইচ এম ইকবাল , জীবন শফিক, হেলাল মাহমুদ, হাকিকুল ইসলাম খোকন প্রমুখ। যৌথভাবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন ও বিশিষ্ট্য স সংগঠক কাজল মাহমুদ।

বক্তরা বলেন,বন্ধু বৎসল ও পরোপকারী প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোয়াজ্জেম হোসেন মাসুদ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিয়ে গভীর উৎকন্ঠার মধ্যে ছিলেন। তিনি খুব সহজেই সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন।

বক্তারা আরও বলেন, মাসুদ ছিলেন একজন সাদা মনের মানুষ। প্রবাসে থেকেও তিনি দেশের কল্যাণে মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। একজন নিরব ও নিরহংকারী সমাজসেবক হিসেবে প্রবাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা প্রবাসীরা চিরদিন স্মরণ রাখবেন।

দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের শেষে মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। ছবি ও সংবাদসুত্র সন্ধান২৪.কম

খলিলকে জামিন দেওয়ার ক্ষমতা নিউয়ার্ক-ভিত্তিক ডিস্ট্রিক্ট আদালতের বিচারকের ছিলনা

পরিচয় ডেস্ক:যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় সার্কিট আপিল আদালতের তিন বিচারকের একটি প্যানেল (২-১) রায় দিয়েছে যে, নিউ জার্সী ষ্টেটের নিউয়ার্ক-ভিত্তিক ডিস্ট্রিক্ট আদালতের যে বিচারক খলিলকে জেল হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার সেই ক্ষমতা ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীনকার্ডধারী খলিল কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহুদি শিক্ষার্থীদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছেন এবং আমাদের দেশে বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়িয়েছেন বলে ট্রাম্প প্রশাসন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তৃতীয় সার্কিট আপীল কোর্টের মতে, মামলাটি অভিবাসন আদালত ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত ছিল (যেখানে একজন অভিবাসন বিচারক রায় দিয়েছেন যে খলিলকে ডিপোর্ট করা যেতে পারে), এবং শুধুমাত্র তখনই তিনি তার আটকাদেশ ও সম্ভাব্য নির্বাসনের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আপাততঃ খলিল মুক্ত থাকবেন, তবে তাকে ৪৫ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে। এটাই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া। এবং এই প্রক্রিয়াটি যথাযথভাবে একজন ইহুদি-বিদ্বেষীকে নির্বাসিত করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, যার আচরণ মার্কিন আইন পরিপন্থী এবং যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যানে অনেক অভিবাসী কোনো না

৫৪ পৃষ্ঠার পর

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বাস্তবতায় রক্ষণশীল মিডিয়া অভিবাসীদের নেতিবাচক ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করছে। ফলে একজনের জালিয়াতি বা অপরাধের খবর বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু সফল অভিবাসীদের অবদান আড়ালেই থেকে যায়। এর ফলে কয়েকজনের ভুলের দায় পুরো কমিউনিটিকে বহন করতে হচ্ছে।

নাজমুল আহসান বলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বক্তব্যে যে কল্যাণভাতা সংক্রান্ত তালিকার কথা বলা হয়েছে, সেটি ট্রাম্প প্রশাসনের নিজস্ব কোনো রিপোর্ট নয়। বরং এটি বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার দীর্ঘদিনের সামাজিক ও রাজনৈতিক জরিপের ফল। এসব জরিপে দেখা যায়, কোন দেশ থেকে আসা অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কী ধরনের সহায়তা পেয়ে থাকেন। এ তথ্যই ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল মাধ্যমে তুলে ধরেন, যা পরে আলোচনায় আসে।

ওই জরিপ অনুযায়ী, ১২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের নাম রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারের প্রায় ৫৪ দশমিক ৮ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের সরকারি সহায়তা পায়। তবে নাজমুল আহসান বলেন, সরকারি সুবিধা একটি নির্দিষ্ট আয়ের সীমার ভিত্তিতে দেওয়া হয়। আয় সেই সীমার নিচে থাকলে যেকোনো দেশের নাগরিকই এসব সুবিধা পেতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে জালিয়াতি ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে সিস্টেম অপব্যবহারের ঘটনাও ঘটে আসছে।

চাইল্ড কেয়ার প্রোগ্রামে প্রতারণার অভিযোগে নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, ইলিনয় ও মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল স্থগিত করা হয়েছে। যদিও নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুল ও সিনেটর চাক শুমার এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন, নাজমুল আহসান প্রশ্ন তোলেন, দীর্ঘদিন ধরে অপব্যবহার চললেও সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যগুলো কেন আগে ব্যবস্থা নেয়নি।

তিনি বলেন, ওয়েলফেয়ার ব্যবস্থার অপব্যবহার কেবল অভিবাসীরাই নয়, অনেক আমেরিকান নাগরিকও করেছেন। তবে অভিবাসীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশি চোখে পড়ছে। অভিবাসীবিরোধী মিডিয়ার মোকাবিলায় একজনের ভালো কাজ যথেষ্ট নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

নিউইয়র্ক সিটিতে বর্তমানে প্রায় ১ লাখ ২৩ হাজার শিশু চাইল্ড কেয়ার প্রোগ্রামের ওপর নির্ভরশীল। তহবিল স্থগিত থাকলে অনেক পরিবারের জন্য শিশু পরিচর্যা ব্যবস্থা সংকটে পড়বে। তবে নাজমুল আহসান জানান, গভর্নর ক্যাথি হকুল বলেছেন, ফেডারেল সহায়তা না পেলে রাজ্যের অন্য বাজেট থেকে অর্থ জোগাড় করে এসব প্রকল্প চালু রাখার চেষ্টা করা হবে।

সম্প্রতি মিনেসোটায় বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। 'ফিডিং আওয়ার ফিউচার' এর মতো শিশু পুষ্টি, আবাসন ও মেডিকেড কর্মসূচির অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়টি সামনে এসেছে। মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ একে রাজনৈতিক নাটক বললেও নাজমুল আহসান ঘটনাটিকে 'খুবই হতাশাজনক' বলে মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে ট্রাম্প প্রশাসনের বিতর্কিত ভিসা বন্ড নীতি নিয়েও আলোচনা করেন নাজমুল আহসান। বাংলাদেশসহ ৩৮টি দেশকে এই নীতির আওতায় আনার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, বি-১ ও বি-২ ভিসায় এসে অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান শেষ হওয়ার পরও দেশে ফেরেন না। এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করতেই ভিসা বন্ডের বিষয়টি এসেছে। তবে এটি বাধ্যতামূলক নয়; অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে ভিসা কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের ওপর।

এ ছাড়া মিনিয়াপোলিসে এক অভিবাসন অভিযানে আইস কর্মকর্তার গুলিতে এক নারীর মৃত্যুর ঘটনা নিয়েও মত দেন নাজমুল আহসান। তিনি বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মুখোমুখি হলে শান্ত থাকা জরুরি। উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে কোনো প্রতিক্রিয়া অনেক সময় প্রাণঘাতী পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

নাজমুল আহসান আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের নিয়ে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, তারা কোনো না কোনো অপরাধে জড়িত। এই ধারণা ভাঙতে শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল মিডিয়ার প্রয়োজন, যা বর্তমানে পর্যাপ্তভাবে নেই।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সোহানা নাজনীন এবং পরিচালনা করেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অব দ্য উইক' অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

নিউ ইয়র্ক সিটির দুই বছরে ১২.৬ বিলিয়ন ডলারের

৫৪ পৃষ্ঠার পর

বড় ধরনের আর্থিক চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তিনি মাঝারি মানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে এই ঘাটতির জন্য দায়ী করেছেন এবং সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামসের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করেছেন।

গত ১৬ জানুয়ারী শুক্রবার সাংবাদিকদের লেভিন বলেন, "আমরা এখন এই ঘাটতির মাত্রা নিয়ে সতর্কবার্তা দিচ্ছি।" মেয়র জোহরান মামদানি একটি উচ্চাভিলাষী, এবং ব্যয়বহুল ও নীতি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের দুই সপ্তাহ পর লেভিন সাবেক কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডারের অনুমানের প্রতি সমর্থন জানান। মামদানির নীতিমালায় বিনামূল্যে বাস পরিষেবা এবং শিশুযত্নের মতো প্রস্তাবনা রয়েছে। মামদানি ধনী ব্যক্তি ও কর্পোরেশনগুলোর উপর কর বাড়িয়ে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব করেছেন।

কর সমন্বয়ের জন্য নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল এবং নিউ ইয়র্ক ষ্টেট সিনেট ও এসেম্বলীর অনুমোদন প্রয়োজন হবে। গভর্নর হোকুল যিনি আসছে নভেম্বরে পুনঃনির্বাচনের জন্য লড়ছেন, তিনি মেয়র মামদানির এজেন্ডার কিছু অংশ, যেমন শিশুযত্ন সম্প্রসারণে সহায়তা করেছেন। কিন্তু তিনি ১৩ জানুয়ারি ষ্টেট আইন পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশ্য প্রদত্ত তার ভাষণে কর না বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

নিউইয়র্ক সাইবার বিজনেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাবের জমজমাট অভিষেক

পরিচয় ডেস্ক: গত ১০ জানুয়ারি শনিবার নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংস্থা লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনালের আওতায় নিউইয়র্ক ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২-এর অন্তর্ভুক্ত প্রথম 'নিউইয়র্ক সাইবার বিজনেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাব'-এর অভিষেক ও চার্টার নাইট ২০২৬ জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট ও ক্লাবের নেতৃবৃন্দ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং কমিউনিটি নেতারা অংশ নেন। সোনিয়া সিরাজ, আহসান হাবিব এবং মেম্বার সেক্রেটারি লায়ন অনিক রাজ এর সঞ্চালনায় নিউইয়র্ক ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ ছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট কে-২ এবং বিভিন্ন লায়ন্স ক্লাবের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

অভিষেক অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত থেকে সাইবার বিজনেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাবের অভিষিক্ত সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান এবং চার্টার সার্টিফিকেট প্রদান করেন লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনালের পাস্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট লায়ন ডগলাস আলেক্সান্ডার। তিনি তাঁর বক্তব্যে নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল, মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্ট ২০, ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ এবং সংশ্লিষ্ট ক্লাবের কনস্টিটিউশন ও বাই-লজ অনুসরণ করে মানবসেবামূলক কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করাই একজন লায়নের মূল দায়িত্ব।

সাইবার ও ভার্চুয়াল বিজনেস ক্লাবটির স্বপ্নদ্রষ্টা ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২-এর সেকেন্ড ভাইস গভর্নর লায়ন শাহ নেওয়াজ এমজেএফ এবং নিউইয়র্ক সাইবার বিজনেস লায়ন্স ক্লাবের কো-ফাউন্ডার ও গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন রানো নেওয়াজসহ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৮-এর অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার, ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা এবং নিউইয়র্ক স্টেট ডিস্ট্রিক্ট ১৬-এর স্টেট সিনেটর জন সি লু। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে নতুন এই সাইবারভিত্তিক লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও সমাজসেবায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২-এর ডিগনিটারিজদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন নানা স্মিথ, কেবিনেট ট্রেজারার লায়ন কাজী হোসেন, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর লায়ন গাব্রিয়েলা রেমিগো, ডিস্ট্রিক্ট জিএলটি কো-অর্ডিনেটর ও ফিন্যান্স চেয়ার লায়ন মারি মরিমতোসহ একাধিক পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর, জোন ও রিজিওন চেয়ার এবং বিভিন্ন লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারিরা।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. লুৎফুল করিম, বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ও সংবাদকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক সাইবার বিজনেস লায়ন্স ক্লাবের ফাউন্ডার এবং ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২-এর সেকেন্ড ভাইস গভর্নর লায়ন শাহ নেওয়াজ। তিনি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসা ও শিল্পখাতকে সম্পৃক্ত করে মানবসেবার নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচন করাই এই সাইবার বিজনেস লায়ন্স ক্লাবের মূল লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২-এর কেবিনেট সেক্রেটারি লায়ন আহসান হাবিব। তাঁর সঙ্গে মেম্বার সেক্রেটারি লায়ন অনিক রাজ, কো-কনভেনার ও মার্কেটিং ডিরেক্টর লায়ন বদরুদ্দোজা সাগর এবং চিফ কো-অর্ডিনেটর ও রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর ও সিইও আম্পায়ার কেয়ার এজেন্সির লায়ন নুরুল আজিম অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব ।

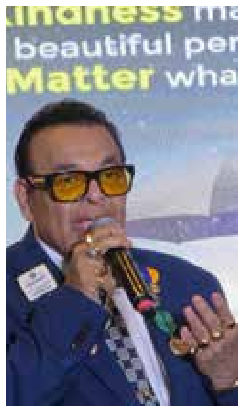

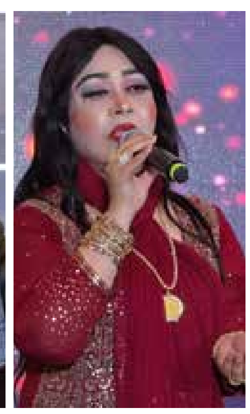

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ আরো ১বছর বৃদ্ধি

পরিচয় ডেস্ক: গত সোমবার ১২ জানুয়ারি ২০২৬ জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট ও পার্টি হলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিপুল সংখ্যক জালালাবাদবাসী উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের সঞ্চালনায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছদরুন নূর, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, বাংলাদেশ সোসাইটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিমুর রহমান বুরহান, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্য মকবুল রহিম চুন্নই, জালালাবাদ এসোসিয়েশন সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সহ-সভাপতি মো. লুকমান হোসেন লুকু, সহ-সভাপতি মো. শফিউদ্দিন তালুকদার, সহ-সভাপতি মো. জাবেদ উদ্দিন এবং কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম। এছাড়াও কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়ছল আলম, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বুরহান উদ্দীন, এবং কার্যনির্বাহী সদস্য হুমায়ুন কবির সোহেল,

আব্দুল আজিজ ও মো. দেলোয়ার হোসেন মানিকসহ অন্যান্যরা।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রবাসে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের প্রয়াত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন সভাপতি বদরুল খান। এরপর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম ও কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম তাঁদের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তাঁর প্রতিবেদনে সংগঠনের সাম্প্রতিক কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি জানান, সংগঠনের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বহিষ্কৃত সাবেক সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, যা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, শিগগিরই এ বিষয়ে সমাধান আসবে।

অপরদিকে, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম তাঁর প্রতিবেদনে ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরেন। তিনি জানান, এ সময়ে সংগঠনের মোট আয় হয়েছে ৩১,৯৫২ ডলার ১৯ সেন্ট, যার মধ্যে ১৭,৫১০ ডলার ব্যয় করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংকে জমা রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, গত সাধারণ সভা থেকে বর্তমান সাধারণ সভা পর্যন্ত আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে কার্যকরী পরিষদ ও বোর্ড অব ট্রাস্টির পক্ষ থেকে মোট ১১,৮২৬ ডলার ৬ সেন্ট অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত জালালাবাদবাসী সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদনের ওপর মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন এবং তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন, বিয়ানীবাজার সমিতির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিজুর রহমান পাখি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সহ সভাপতি মোঃ তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির সভাপতি সাব্বির হোসেন,বিয়ানীবাজার সমিতির সহ-সভাপতি মহিবুর রহমান রুহুল, লীগ অব আমেরিকা সাবেক সভাপিত ইমাদ চৌধুরী, বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন কমিশনার আমিনুল হোসাইন, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সাধারণ মিসবাহ আহমেদ, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি সুহান আহমেদ টুটুল, কুলাউড়া সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ প্রমুখ।

সভার শেষ পর্বে কেক কেটে সংগঠনের বোর্ড অফ ট্রাষ্টির সদস্য ছদরুন নুরের জন্মদিন পালন করা হয়।

এ সময় উপস্থিতি ছিলেন লাদেশ বিয়ানীবাজার সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ফকর উদ্দিন ও গহর চৌধুরী কিনু, বাংলাদেশ সোসাইটি ব্রঙ্কস, নিউ ইয়র্ক ইনকের সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার তিনবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, লাখাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম তালুকদার, লিয়াকত আলী, মো. গোলাম রাব্বানী, সমীর উদ্দিন, মো. উজ্জ্বল, আক্কাস মিয়া ও শামীম আহমেদ, কাজিরুল ইসলাম শিপন, বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য হাসান খান ।কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রিপন আহমেদ, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট হারুন মিয়া, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের আজীবন সদস্য চৌধুরী মোমিত তামিম, আশফাকুল হক চৌধুরী, সাইফউদ্দিন আহেদ শামীম ও সৈয়দ শাহানসহ আরও অনেকে।

নিউইয়র্কে পবিত্র শবে মিরাজুন্নবী (সা:) আলোচনা সভা

মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিতের লক্ষ্যেই মিরাজ

পরিচয় ডেস্ক: রাসূল (সা:) এর মিরাজ ইসলামের ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলোর অন্যতম। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। নবী মুহাম্মাদ (সা:) এর জীবনে এই বিধানের পূর্ণতা অনুধাবনের জন্যই মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়। মানুষের ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কিভাবে সুশৃঙ্খল পন্থায় পরিচালিত হবে তার ধারণা দেওয়া হয়। মিরাজের বরকতপূর্ণ রাতে রাসূল (সা.) উম্মতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ১৪ দফা দিক-নির্দেশনা লাভ করেন। রাসুল (সা.) কে প্রদত্ত মূলনীতির ১টি ছাড়া বাকি ১৩টিই সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত। শবে মিরাজের ১৪ দফা বাস্তবায়ন করতে হলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রয়োজন। এর ভিত্তিতেই রাসূল (সা:) মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহর দেয়া এই ঐতিহাসিক ১৪ উপহার কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করবে। গত ১৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পবিত্র মিরাজুন্নবী (সা:) উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটস (মসজিদ নামিরাহ) কৃর্তক আয়োজিত আলোচনা সভায় নেতৃবন্দ এ সব কথা বলেন।

বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ের এই অশান্ত পৃথিবীকে শান্তির পয়গাম দিয়ে যায় রাসূলের (সা:) পবিত্র শবে মি'রাজ। মুহাম্মদ (সা) এর জীবনী আমরা যদি ভালোভাবে দেখি এটা স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহ তাকে স্বশরীরে পরিভ্রমণ তথা মিরাজে নিয়ে গিয়েছেন। কুরআনেও বলা হয়েছে তাকে রাত্রে ভ্রমণ করানো হয়েছে। মিরাজ স্বশরীরেই হয়েছিল। সে কথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছিলেন আবু বকর (রা.)। তাইতো তাকে সিদ্দিক উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এখন আবু বকর সিদ্দিক (রা:) এর মতো ঈমানদার মানুষ প্রয়োজন। এই মহিমান্বিত রজনীতে আল্লাহ তা'য়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন। নামাজ সমাজ গড়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। নামাজ মানুষকে যাবতীয় অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। আমাদের শ্লোগান হতে হবে; আগে নামাজ পরে কাজ। নামাজ আমাদের সকল বিভেদ ভুলে পারস্পরিক ঐক্য, নেতৃত্বের আনুগত্য ও সামাজিক শৃংখলা শিক্ষা দেয়। তাই একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নামাজের ভূমিকা অপরিসীম।

আলোচকবৃন্দ বলেন, মিরাজ মসজিদের গুরুত্বকে মানুষের মনে প্রোথিত করে, কেননা, আল্লাহ তায়ালা তার হাবিবের মিরাজকে শুরু করিয়েছিলেন মসজিদ থেকে। আবার শেষ হয়েছে মসজিদে। এর মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মসজিদই হচ্ছে মুসলমানদের জাগতিক ও পরলৌকিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে সব জাতি আর বর্ণ একাকার হয়ে যায়। জানান দেয় বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের।

জ্যাকসন হাইটস মুনা সেন্টারের অর্থ সম্পাদক মাওলানা মু. ফখরুল ইসলাম মাছুমের সভাপতিত্বে ও মসজিদ পরিচালনা কমিটির স্টাডি বোর্ড সদস্য আজগর আলীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার। প্রধান আলোচক ছিলেন মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা অলিউর রহমান সিরাজী। আলোচনা করেন, মসজিসের সেক্রেটারী কায়কোবাদ করিব, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী নাসির উদ্দিন আহমেদ, স্টাডি বোর্ড সদস্য হামিমুর রহমান হামিম। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মিজানুর রহমান। ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করেন আরাফাত রহমান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরাম, নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব এবং নিউ আমেরিকান উইমেন'স ফোরাম'র বর্ণাঢ্য মিট অ্যান্ড গ্রিট, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা

পরিচয় ডেস্ক: গত ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কুইন্সের উডসাইডে গুলশান টেরেসে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি আমেরিকানদের মূলধারার সংগঠন 'নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরাম', 'নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব' এবং 'নিউ আমেরিকান উইমেন'স ফোরাম'র বার্ষিক ডিনার এবং মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্ণাঢ্য এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীত শিল্পী আলভান চৌধুরী। এসময় সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরামের সভাপতি নুসরাত আলম ও নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাবের নতুন সভাপতি আহনাফ আলম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোরশেদ আলম। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ইউএস কংগ্রেস মেম্বার গ্রেস মেং, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লি রয় কমরি ও জন ল্যু, অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেসিকা গঞ্জালেস রোহাস, স্টিভেন রাগা ও ক্যাটালিনা ক্রুজ, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল মেম্বার লিন্ডা লি, সান্ড্রা উং ও শেখর কৃষ্ণান, নিউজার্সির ফ্র্যাঙ্কলিন টাউনশিপের ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিল মেম্বার শিপা উদ্দিন, মূলধারার রাজনীতিক মাফ মিবাহ উদ্দীন, মূলধারার রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী নেতা ফাহাদ সোলায়মান, ডেমোক্রেটিক পার্টির কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ড. দিলীপ নাথ, রিপাবলিকান পার্টির সদস্য নাসির আলী খান পল, প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মেরাজ, ডেমোক্রেটিক পার্টির স্টেট কমিটি মেম্বার (নারী) জামিলা উদ্দীন, সাপ্তাহিক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, প্রেস্টন বেকার ও ফামিলা বন্ডি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মূলধারার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়াও বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মূলধারার জনপ্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুতদের সম্পৃক্ত হওয়ার পথপ্রদর্শক হিসেবে মোরশেদ আলমের ভুমিকা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে বাংলাদেশি আমেরিকানদের কমিউনিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার বিষয়টি তুলে ধরেন। তারা বাংলাদেশি কমিউনিটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ১০ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা হলেন- নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানি উইলিয়ামস, অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেসিকা গঞ্জালেস রাহোস, আয়েশা সিদ্দিকা নওরিন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ঢাকা জিলা এসোসিয়েশানের সভাপতি দুলাল বেহেদু, মিয়া বাশার, মো. জয়নাল আবেদীন, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, আমিন মেহেদী, মেলিনা শারমিন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন। এছাড়া, স্পেশাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় মো. আহসান উদ্দিন (এহসান জুয়েল) এবং অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশনকে (আসো)।

অনুষ্ঠান উপস্থিত হওয়ায় জন্য হওয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান মোরশেদ আলম, নতুন সভাপতি আহনাফ আলম, নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরামের সভাপতি নুসরাত আলম, নিউ আমেরিকান ওমেন্স ফোরামের সভাপতি অ্যাডভোকেট রুবাইয়া রহমান ও নির্বাহী উপদেষ্টা অধ্যাপিকা হুসনে আরা, কর্মকর্তা রাব্বি সৈয়দ, আনজাম সিদ্দিকী রাফি, জে মোল্লা সানি, জাপনিত সিং, ইয়ুথ ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট মুশরাত শাহীন অনুভা, শাহ ফারুক প্রমুখ। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব ।

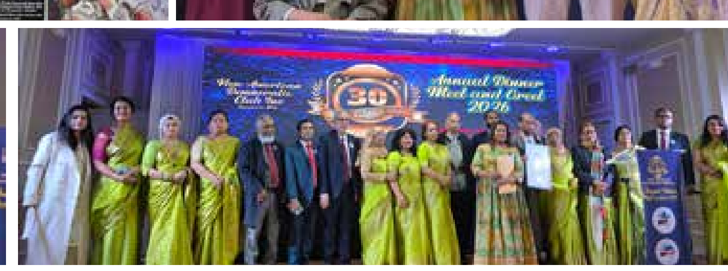

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির ইফতার ও দোয়া মাহফিল ১মার্চ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১ জানুয়ারি রোববার সন্ধ্যায় সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর পরিচালনায় সভায় কার্যকরী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আগামী ১ মার্চ বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে বার্ষিক কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আয়োজনটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে একটি আহ্বায়ক কমিটিও গঠন করা হয়। কমিটিতে সহসভাপতি কামরুজ্জামান কামরুলকে আহ্বায়ক এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজকে সদস্যসচিব করা হয়।

এ ছাড়া স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) যুগ্ম আহ্বায়ক, কার্যকরী সদস্য আবুল কাশেম চৌধুরী যুগ্ম সদস্যসচিব এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খানকে প্রধান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস উপলক্ষে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয়ে দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হবে।

এদিকে সভায় সাম্প্রতিক সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের প্রতিবাদ জানানো হয়। একই সঙ্গে গণমাধ্যমকে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়। সোসাইটির নেতারা বলেন, সংগঠনের কার্যক্রম নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনাকে তারা স্বাগত জানান, যা সংগঠনকে আরও স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ করতে সহায়ক হবে।

সভায় সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি), জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদসহ কার্যকরী কমিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ফোবানার চার দশকের গৌরবময় যাত্রা উদযাপন করা হবে অরল্যান্ডোতে অনুষ্ঠিতব্য ৪০তম কনভেনশন ২০২৬ এ

- ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪০তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৬ উপলক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি ২০২৬) ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত ডিআরইউর শফিকুল কবির মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

□অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ সমিতি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা। সমন্বয়কারী সংগঠন হিসেবে ছিল বাংলাদেশ সোসাইটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা, ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট ইউএসএ ইনক. এবং সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাব ইনক।

□সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের অরল্যান্ডো শহরে অনুষ্ঠিতব্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)-এর ৪০তম কনভেনশন ২০২৬-এর সার্বিক প্রস্তুতি, কর্মসূচি এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে কনভেনশন সফল করতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি ও গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

□আয়োজকরা জানান, ফোবানা কনভেনশন উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে ঐক্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচয় তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মিলনমেলা। এই কনভেনশন প্রবাসী বাংলাদেশিদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আয়োজকরা আশা করছেন, এই কনভেনশনটি প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। যেখানে দেশের সংস্কৃতি, নেতৃত্ব, যুব উন্নয়ন, ব্যবসায়িক সংযোগ এবং বৈশ্বিক সহযোগিতা প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবারের কনভেনশনটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে ফোবানার চার দশকের গৌরবময় যাত্রা উদযাপন করা হবে। দীর্ঘদিন ধরে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ করা, সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ, নেতৃত্ব বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততায় ফোবানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। আয়োজকরা জানান, ৪০তম ফোবানা কনভেনশনে উত্তর আমেরিকা ছাড়াও বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিটি লিডার, পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, সাংস্কৃতিক কর্মী ও তরুণ নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করবেন।

এবারের কনভেনশনের প্রধান আকর্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে- ফোবানার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, মুলধারায় কমিউনিটি নেতৃত্ব ও মতবিনিময় সভা, যুব ও নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম, ব্যবসা, বিনিয়োগ ও নেটওয়ার্কিং সেশন, নারী অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নসহ বিষয় ভিত্তক সেমিনার।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীরা বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারবেন। শিল্পী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বাংলাদেশের ঐতিহ্য বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে পারবেন। তরুণ সমাজ নেতৃত্ব বিকাশ ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ পাবে। এই কনভেনশনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ ও সম্ভাবনাময় বৈশ্বিক অংশীদার রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আয়োজকরা বলেন, এই আন্তর্জাতিক আয়োজনের বার্তা দেশ-বিদেশে পৌঁছে দিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমের সহযোগিতায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক সংগঠন, তরুণ সমাজ ও কমিউনিটির নেতারা এই কনভেনশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

হোস্ট কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান জাহিদ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান জিয়াউল হক জিয়া, সাবেক চেয়ারম্যান বেদারুল ইসলাম বাবলা, ট্রেজারার শাহিদা হাই, নির্বাহী সদস্য ইকবাল কবীর, শামসেদ রানা, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি ইয়ূথ ফোরামের ডিরেক্টর মুন হাই। হোস্ট কমিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট শামস আহমেদ শোভন,ভাইস প্রেসিডেন্ট জেসন চৌধুরী, কনভেনার (ইভেন্ট, সিকিউরিটি) খোরশেদ হোসেন হিট্টু, কনভেনার (ফাইন্যান্স)মোঃ ইশাক আলী,কনভেনার (ম্যাগাজিন) হেলাল আহমেদ,কো-কনভেনার (ক□লচারাল) রেজাউল হক রেজা। 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে মুনার লিডারশীপ এডুকেশন সেশন : দাওয়াত মুমিন জীবনের মিশন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক: মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)'র লিডারশীপ এডুকেশন সেশনে আলোচকবৃন্দ বলেছেন, আল্লাহর দিকে ডাকা (দাওয়াত দেয়া) হচ্ছে সবচেয়ে বড় নবুয়তি কাজ। এ কাজের জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা:)। দাওয়াত একজন মুমিন (ঈমানদার) এর জীবনের অন্যতম মিশন। মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ঈমানের অপরিহার্য্য দাবী। গত ১১ জানুয়ারী দিনব্যাপী এডুকেশন সেশনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

বক্তারা বলেন, দ্বীন ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হিসেবে গড়ে তোলা। ইবাদত বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত করা এবং তার পাশাপাশি উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন ও উত্তম আচার ব্যবহার অবলম্বনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে ঈমানের উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত করার জন্যই আমাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে প্রেরণ করেছেন। তারা বলেন, রাসূল (সা.) স্বয়ং ছিলেন উত্তম নৈতিক চরিত্রের সর্বোক্তম উদাহরণ। সুতারাং ইসলামের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেককে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা:) এর আর্দশে পরিচারিত হতে পারলেই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা সম্ভব হবে।

তারা বলেন, আল্লাহর দিকে ডাকা হচ্ছে সবচেয়ে বড় নবুয়তি কাজ। এ কাজের জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা:)। আবার যারা এ কাজ থেকে বিরত থাকতে তাদের ওপর আসমানি আজাব আসবে বলেও সতর্ক করেছেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা:)। সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা। সত্য ও ন্যয়ের ওপর থেকে অন্যকে সত্যের দিকে আহ্বান করা এবং পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত থেকে অন্যকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা।

পুরুষ ও মহিলা তিন শতাধিক লোকের উপস্থিতিতে বিষয় ভিক্তিক আলোচনা করেন, মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, ন্যাশনাল এসিস্টেন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আহমেদ আবু উবাইদা, আব্দুল্লাহ আল আরিফ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল এসিস্টেন ফাইন্সাস ডাইরেক্টর শেখ জালাল উদ্দিন, ডা: আতাউর রহমান ওসমানী। অনুষ্ঠানে দুপুরের খাবার উদ্বোধন করেন বিশিস্ট ব্যবসায়ী জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সহ সভাপতি আফতাব মান্নান। অনুষ্ঠান যৌথভাবে পরিচালনা করেন নর্থ জোনের সহ সভাপতি মাওলানা ত্বোয়াহা আমিন খান, ও সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন দিদারুল আলম, এডভোকেট আবুল হাসেম, মঞ্জুর আহমেদ, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, কায়কোবাদ কবির, সামসুল আলম প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

দল ফোনে বলে 'মন্ত্রীত্ব দিব, আসন

৮ পৃষ্ঠার পর

ফারহানার মতবিনিময়কে কেন্দ্র করে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় দুইপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এতে কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ-বিজয়নগরের দুই ইউনিয়ন) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী, বিএনপি'র সাবেক নেত্রী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা শুক্রবার বিকেলে তেরকান্দা গ্রামে স্থানীয়দের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন। এ সময় ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি হয়। পরে এ নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। উভয় পক্ষের লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে বিষয়টি বড় আকার ধারণ করেনি।

সরাইল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মঞ্জুর কাদের ভূইয়া জানান, মতবিনিময় সভায় দুইজনের মধ্যে হাতাহাতি হয়। তবে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া কিংবা সংঘর্ষের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ থানায় কেউ অভিযোগ করেননি বলে ওসি জানিয়েছেন।

তারেক রহমানের সঙ্গে ট্রাম্প

৯ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ) জেমিসন গ্রিয়ারের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল এই আলোচনায় অংশ নেয়। বৈঠকে মূলত বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক, পারস্পরিক শুল্কহার এবং ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

‘আপোষহীনতা, আত্মমর্যাদা ও গণতন্ত্রের প্রতীক এক নেত্রীর প্রস্থান’ - ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণসভা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের শতবর্ষী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন ওয়াশিংটনের কূটনীতিক, সাংবাদিক ও নীতি নির্ধারকরা। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজিত এই সভায় বক্তারা বেগম জিয়ার রাজনৈতিক সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

গত ১২ জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় ন□্যাশনাল প্রেসক্লাবের সদস□্য ও মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারীর আয়োজনে এই স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত ১১৯তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে মার্ক শেফ, এপি’র সাবেক সম্পাদক ম□্যারন বিলকাইন্ড, বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত ড□্যান মোজেনা ও রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট, স্টিমসন সেন্টারের সিনিয়র ফেলো স্টিভ রোজ, ভয়েস আমেরিকা বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী, বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মুর্তজা ও আমেরিকান ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের অধ্যাপক এহতেশামুল হক।

স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী বলেন, “আমরা শুধু একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করছি তা নয়, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের গণতন্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রটেক্টর এবং অর্থনৈতিক প্রগতির নির্মাতা।

যখন দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বিরোধী মতের কণ্ঠ রুদ্ধ, তখন তিনি নির্ভীক চিত্তে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্বে নজির সৃষ্টিকারী এক অনন্য নেতা।”

তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার সাহসের উৎস ছিল ইতিহাস। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস অভিযানের সময় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র সরানোর উদ্যোগে তিনি বাধা দেন। স্বামী মেজর জিয়াউর রহমানের অনুমতি ছাড়া অস্ত্র সরানো যাবে না, এই দৃঢ় অবস্থানের মধ্য দিয়েই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিরোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, যা ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয়।

বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য অন্যায়ভাবে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত মুশফিক বলেন, এই হয়রানীমুলক মামলার বিরুদ্ধে দেশ-বিদেশে প্রতিবাদ হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্টে একে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যা দেয়া হয় ।

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত ড্যান মজেনা বলেন, বেগম খালেদা জিয়া অন্যকে সম্মান দিয়ে নিজেও সম্মানিত হতেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি অন□্যদের খোঁজখবর নিতেন। গণতন্ত্র ও বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাসে খালেদা জিয়ার নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে উল্লেখ করেন তিনি। রাষ্ট্রদূত মোজেনা বলেন, রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি সবসময় আমার প্রতি আন্তরিক ছিলেন এবং যখনই চেয়েছি তার সাথে কথা বলতে পেরেছি। রাষ্ট্রদূত ডেন মজেনা বলেন, আপনি (মুশফিক) এখানে বাংলাদেশের ইতিহাসের কিংবদন্তি খালেদা জিয়াকে স্মরণ করার জন্য সবাইকে একত্রিত করায় আপনাকে ধন্যবাদ জানচ্ছি। বাংলাদেশের জন্য অসামান্য অবদান রেখেছেন খালেদা জিয়া। তাঁকে আমার ভালো করে জানার সুযোগ হয়েছে। আমার দায়িত্ব পালনকালে বিরোধীদলে ছিলেন খালেদা জিয়া। সবাই খালেদা জিয়ার সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতে পারতো। তিনি সবার সঙ্গে যোগেযাগের বিষয়টি সহজ করে রেখেছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে যখনি দেখা করতে গিয়েছি তিনি সময় দিয়েছেন।

রাষ্ট্রদূত মোজেনা বলেন, “অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। অন্যরা যখন কষ্টে হাল ছড়ে দিয়েছে তিনি কখনো তা করেনি। কখনো প্রশ্ন করেননি- কেনো আমাকে এধরনের নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে? তিনি ছিলেন উন্মুক্ত এবং উদার হৃদয়ের মানুষ। তিনি ছিলেন খুবি আন্তরিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ।

রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমার কিছু সীমাবদ্ধতা এবং নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সেগুলো বিবেচনায় রেখেই আমি খালেদা জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। তিনি একজন মহৎ মানুষ। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে”তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ যে সম্মানের সাথে খালেদা জিয়াকে চিরবিদায় জানিয়েছেন, তাতে তিনি আভিভুত।

আরেক সাবেক রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট বলেন, “বহু নির্যাতন সহ্য করেও বেগম খালেদা জিয়া কখনো অভিযোগ করেননি। সকালের নাস্তা কিংবা রমজানের ইফতারড়সব আয়োজনে তাঁর অতিথিপরায়ণতা ও হৃদ্যতা মুগ্ধ করত সবাইকে।”রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট বলেন, “খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে। খুব বিপদ এবং সংকটের মধ্যেও তিনি ছিলেন হাস্যেজ্জ্বল এবং আন্তরিক। খালেদা জিয়া ছিলেন খুবই অমায়িক প্রকৃতির মানুষ। তিনি বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে কাজ করেছেন।

একজন নারী হিসাবে বাংলাদেশকে খালেদা জিয়া যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তা এশিয়া উপমহাদেশে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন তার লিগ্যাসি স্মরণে রাখবে মানুষ।”

ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবের সভাপতি মার্ক শেফ বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক চ্যাম্পিয়নের স্মরণসভা আয়োজন করতে পেরে তারা গর্বিত। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক মহলেও স্বীকৃত। সাংবাদিক ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পর পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তিনি রাজনীতির হাল ধরতে বাধ্য হন। সমর্থকদের চাপে বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘ সময় রাজনীতির কেন্দ্রে অবস্থান করেন। এহতেশামুল হক বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দুই সন্তানসহ আটক হওয়া, স্বামী শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাত, পরবর্তী সময়ে সন্তানদের নিয়ে সীমাহীন অনিশ্চয়তাড়সবকিছু ছাপিয়ে তিনি গণতন্ত্রের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক নিপীড়নের মধ্যেও তাঁকে দমিয়ে রাখা যায়নি।

ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তজা বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে জিয়া পরিবার সবচেয়ে জনপ্রিয় অবস্থানে পৌঁছেছে। গণতন্ত্র ও জাতীয় রাজনীতিতে জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের অবদান অনস্বীকার্য।

ম□্যারন বিলকাইন্ড বলেন , বেগম খালেদা জিয়ার জীবন আমাদের শিক্ষা দেয়ড়গণতন্ত্র কোনো উপহার নয়, এটি রক্ষার জন্য প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত থাকতে হয়। যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন তারাই ইতিহাস গড়েন না, বরং যাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধৈর্য ও সাহস নিয়ে লড়াই করেন, তাঁরাই ইতিহাসের নায়ক হয়ে থাকেন। আলোচনার আগে বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়ে নির্মিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়, যা উপস্থিত অতিথিদের আবেগাপ্লুত করে তোলে। ওয়াশিংটনের এই স্মরণসভা ছিল গণতন্ত্রের এই মহান নেত্রীর প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা প্রমাণ করে গণতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার নাম বিশ্বমঞ্চে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও শ্রদ্ধার ।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনকের কার্যকরি কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত, সদস্যদের ভোটে কমিটি গঠনের তাগিদ

পরিচয় ডেস্ক: গত ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটনের সানাই রেস্টুরেন্টের অডিটোরিয়ামে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনকের কার্যকরি কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, কেবল সভাপতি পদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিউ ইয়র্কে বসবাসরত চাঁদপুরবাসীদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী ঐক্যবদ্ধ সংগঠন এখন বিভক্ত। একটি রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক। অপরটি রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক। রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনকের বিদায়ী সভাপতি ফখরুল ইসলাম মাছুম ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম মনিরের পরিচালনয় এবং নবনির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে কার্যকরি কমিটির প্রথম সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিবিদ আকতার হোসেন বাদল। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির, সিনিয়র সহ-সভাপতি আকতার হামিদ, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ কবির, সহ-সভাপতি মোবারক হোসাইন, নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সোহেল প্রমুখ।

সভায় প্রধান অতিথি আকতার হোসেন বাদল সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমান কমিটির কাছে প্রত্যাশা করি কাউকে অসম্মান করবেন না। যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে সেই প্রাপ্যটুকু দেবেন। মনে রাখছেন আল্লাহ পাক মানুষকে সম্মান দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, আমিও চাঁদপুরের বৃত্তি প্রকল্পে সাহায্য করেছি, কিন্তু কোনো হিসাব পাইনি।

সভার শুরুতে বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম মনির বলেন, গত কমিটি করার সময়ও ঐ গ্রুপটি বিভক্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। বিভক্তি করেও ছিল কিন্তু পরে ভুল বুঝে তারা ফিরে আসে। আমি সভাপতি প্রার্থী ছিলাম, নির্বাচন কমিশনের কেউ আমাকে ফোন পর্যন্ত করেনি।

বিদায়ী মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাছুম বলেন, ২০০৯ সাল থেকে আমি এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। সাবেক ষভাপতি হারুণ ভূইয়া এবং বাবুল চৌধুরী আমাকে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আছি। এ সংগঠনের সদস্য ছিলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, দুই টার্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, দুই টার্ম সাভাপতি ছিলাম। আমরা নির্বাচনের পূর্বে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন করি। সভাপতি পদে ও সাধারণ সম্পাদক পদে একাধিক প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার ইচ্ছামতো বাইরে থেকে একজন হায়ার করে এনে সভাপতি ঘোষণা করেন। অন্য সভাপতি প্রার্থীরা তার প্রতিবাদ করেন কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশন তা শোনেননি। অচলাবস্থার সৃষ্টি হলেও তিনি নির্বাচন না করে তার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। দুই মিটিং এ তিনি তাই করেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে আমাদের উপেক্ষা করেন এবং আমাদের অনেককেই সেই কমিটিতে রাখা হয়নি। মাওলানা মাসুম আরো বলেন, আমরা যে কমিটি করেছি সেই কমিটিতে বিদায়ী কমিটির ৩০ জন সদস্য রয়েছেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের সংগঠন হচ্ছে বৈধ সংগঠন। আমাদের সংগঠনই পুরানো সংগঠন, তাদের সংগঠন নতুন সংগঠন।

নতুন সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, আমরা সবাইকে সম্মান করি। তার অর্থ এই নয় যে আমাদের উপর কমিটি চাপিয়ে দেয়া হবে। আমি ২০ বছর ধরে এই সংগঠনের সঙ্গে আছি। আমরা দেখছি নির্বাচনের সময় একটি অশুভ শক্তি উদয় হয়, সেই কমিটিই আমাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, যারা ভুল বুঝে চলে গিয়েছে, আশা করি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবেন, আমরা তাদের গ্রহণ করে নিবো।

নতুন সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সোহেল নির্বাচনে অনিয়মের কথা তুলে ধরে বলেন, অন্যায়ের কারণে আমি পদত্যাগ করেছি। যিনি সভাপতি প্রার্থী ছিলেন না, তাকে কেন সভাপতি করা হলো? আমি *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে সিলেট এম সি এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ ইনক-এর নতুন কার্যকরী কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে গত ১১ জানুয়ারী রোববার উডহেভেন ব্লুবার্ড জয়া হলে সিলেট এম সি এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ ইনক-এর নতুন কার্যকরী কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সিলেট এম সি কলেজ ও গভঃ কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী, সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, প্রতিষ্ঠাতাগণ এবং বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল,নির্বাচন কমিশনার তোফায়েল চৌধুরী ও আসিফ চৌধুরী প্রথমে নবনির্বাচিত সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহানকে শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ময়নুল চৌধুরী হেলাল পরবর্তীতে সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহান তাঁর নেতৃত্বাধীন পুরো কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সপথ পাঠ করানোর মাধ্যমে নতুন কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে ভিডিওগ্রাফিক উপস্থাপনার মাধ্যমে গত চার বছরের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়, যা উপস্থিত অতিথি ও সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। এছাড়া নতুন কমিটির সদস্যদের সমন্বিতভাবে রেড টাই পরিধান অনুষ্ঠানকে আরও সুশৃঙ্খল ও আকর্ষণীয় করে তোলে।

উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সুশৃঙ্খল আয়োজন, সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং সপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানটি প্রবাসে অবস্থানরত সিলেট এম সি ও গভঃ কলেজ এলামনাইদের মধ্যে ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

২২ মে শুরু হচ্ছে ৩৫তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা

পরিচয় ডেস্ক: যত বই, তত প্রাণ' স্লোগান নিয়ে আয়োজিত এই মেলাটি গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী ২২-২৫ মে ২০২৬-এ বসছে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার ৩৫তম আসর। ১৯৯২ সালে বিদেশের মাটিতে বাংলা বই ও ভাষাকে ঘিরে যে যাত্রার সূচনা হয়েছিল, তা এ বছর ৩৫ বছরের গৌরবময় মাইলফলক স্পর্শ করতে যাচ্ছে। 'যত বই, তত প্রাণ' স্লোগান নিয়ে আয়োজিত এই মেলাটি গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মেলার আয়োজক সংস্থা মুক্তধারা ফাউন্ডেশন এসব তথ্য জানায়।

সংবাদ সম্মেলনে ৩৫তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৬-এর আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. নজরুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্যে বলেন, 'এবারের বইমেলা একটা মাইলফলক। ৩৫ বছরের এই মাইলফলকে এসে আমরা চাইব, বাংলা ভাষার এই মেলাকে আমেরিকার মূলধারার সঙ্গে আরো বেশি সংযোগ ঘটাতে। বাংলা ভাষা এবং বাংলা ভাষার বইকে আন্তর্জাতিক পরিসরে আরো বেশি যুক্ত করার জন্য আমরা নানা চিন্তা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। আশা করছি, সবার সহযোগিতায় বরাবরের মতো এবারও আমরা একটি সফল আয়োজন সম্পন্ন করতে পারব।'

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'নিউইয়র্ক বইমেলার সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো বাংলা বই ঘিরে পুরো আমেরিকার বাংলা ভাষার বইপ্রেমিদের একটা মেলবন্ধন ঘটে। এর সঙ্গে শুধু বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষাভাষী লেখক নন, ইউরোপ বা অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে থাকা লেখক-পাঠক এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরের এক দেশে বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে মিলিত হয়। তাছাড়া প্রতি বছর এ মেলার কলেবর বড় হচ্ছে। আরো বেশি করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এটা সত্যি আনন্দের।'

জনপ্রিয় লেখক সাদাত হোসাইন সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'দেশের বাইরে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা বাঙালির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।'

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডা. ফারুক আজম। সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন ডা. মঈনউদ্দীন মুনশী, কানাডা প্রবাসী লেখক জসিম মল্লিক, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও কালের কণ্ঠ সম্পাদক কবি হাসান হাফিজ, কথাসাহিত্যিক সাদাত হোসাইন, মীর হাকিম, মনিরুল হক, অনন্যা, আলমগীর সিকদার লোটন, আকাশ, মেজবাহ উদ্দিন আহম্মেদ (অংকুর প্রকাশনী) এবং দেলওয়ার হাসান। এছাড়া মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও ২০২৬ বইমেলার অর্থ কমিটির প্রধান ডা. ফাতেমা আহমেদ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য কবি ইউসুফ রেজা।

উল্লেখ্য, গত ৩৪ বছর ধরে আয়োজিত এই নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার উদ্বোধন প্রথা অনুযায়ী সবসময় একজন লেখকই করে আসছেন। অনেক মন্ত্রী বা গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকলেও বাংলা ভাষার এক বা একাধিক প্রথিতযশা লেখক প্রতিবছর এই মেলার উদ্বোধন করেন।

এ পর্যন্ত যারা নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার উদ্বোধন করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনড় সাদাত হোসাইন, মুহম্মদ নূরুল হুদা, শাহাদুজ্জামান, অমর মিত্র, আসাদ চৌধুরী, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ফরিদুর রেজা সাগর, রামেন্দু মজুমদার, পবিত্র সরকার, সেলিনা হোসেন, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, শামসুজ্জামান খান, তপন রায়চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, রফিক আজাদ, গোলাম মুরশিদ, সমরেশ মজুমদার, আনিসুজ্জামান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনিসুল হক, আবদুন নূর, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, রাবেয়া খাতুন, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, জয় গোস্বামী, হুমায়ুন আজাদ, ইমদাদুল হক মিলন, আবদুল মতিন, দিলারা হাশেম, হুমায়ুন আহমেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, পূরবী বসু, আবদুল গাফফার চৌধুরী, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, শহীদ কাদরী এবং জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

মিনিয়াপোলিসের ICE অভিযানের যে দৃশ্য বিশ্বকে হতবাক করেছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্র্যান্টদের বিরুদ্ধে চলমান ধরপাকড়ের প্রতিবাদে এবং মানবাধিকারের পক্ষে অবস্থান নিতে গিয়ে ইমিগ্রেশন 'যুদ্ধক্ষেত্র' মিনিয়াপোলিসে মানবাধিকার রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের অভিযোগে গত বুধবার ১৪ জানুয়ারী ইমিগ্রেশ্যান এন্ড কাষ্টমস এনফোর্সমেন্ট (ওঈঊ) সদস্যরা বাংলাদেশি আমেরিকান আইটি প্রফেশনাল আলিয়া রহমানকে জোরপূর্বক তার গাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে গ্রেফতার করে। নিজের পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি আলিয়া দীর্ঘদিন ধরে মানবাধিকার রক্ষায় সাহসী ভূমিকায় ছিলেন।

নিউ ইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩টি বিমানবন্দরে ফেসিয়াল রিকগনিশন প্রযুক্তি

- সহজ ভ্রমণের জন্য আপনার মুখই হবে আপনার পাসপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ সালে, শিকাগো, লস অ্যাঞ্জেলেস, নিউ ইয়র্ক, মিয়ামি, সিয়াটল এবং ডেনভারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিমানবন্দরগুলোতে 'টিএসএ প্রিচেক টাচলেস আইডি'-র মাধ্যমে ফেসিয়াল রিকগনিশন প্রযুক্তির ব্যাপক বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিমান ভ্রমণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই পদক্ষেপটি একটি উচ্চাভিলাষী উদ্যোগের অংশ, যেখানে আপনার মুখই আপনার পাসপোর্ট হয়ে উঠবে এবং এটি একটি সুবিন্যস্ত ভ্রমণের নতুন যুগের সূচনা করবে। একটি নির্বিঘ্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা শারীরিক পরিচয় যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা দূর করে, এই বিমানবন্দরগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের আরও ৪৩টি বিমানবন্দর লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জন্য একটি মসৃণ, দ্রুত এবং আরও নিরাপদ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অব দ্য উইক' অনুষ্ঠানে নাজমুল আহসান

যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যানে অনেক অভিবাসী কোনো না কোনো অপরাধে জড়িত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি অভিবাসী কোনো না কোনোভাবে নজরদারির মধ্যে থাকে। অভিবাসীদের সামান্য ব্যর্থতাও বড় করে সামনে আসে, অথচ তাদের সাফল্য সেভাবে আলোচনায় আসে না, এমন মন্তব্য করেছেন 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নাজমুল আহসান। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান 'টক অব দ্য উইক' এ অংশ নিয়ে তিনি বলেন, *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক সিটির দুই বছরে ১২.৬ বিলিয়ন ডলারের বাজেট ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগ নতুন কম্পট্রোলার মার্ক লেভিনের

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির নতুন কম্পট্রোলার মার্ক লেভিন বলেছেন, নিউ ইয়র্ক সিটি চলতি অর্থবছরে ২.১৮ বিলিয়ন ডলার এবং পরবর্তী অর্থবছরে আরও ১০.৪ বিলিয়ন ডলারের বাজেট ঘাটতির সম্মুখীন হতে চলেছে। এর মাধ্যমে তিনি তার পূর্বসূরীর অনুমানকে নিশ্চিত করেছেন।

লেভিন সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এই প্রত্যাশিত ঘাটতিগুলো শহরের জন্য ভবিষ্যতে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকান সমাজে একাকিত্বের নতুন বাস্তবতা

পরিচয় ডেস্ক: একসময় আমেরিকার পারিবারিক উৎসব মানেই ছিল কোলাহল। ছুটির দিনে বাড়িভর্তি থাকত চাচাতো-ফুফাতো ভাই-বোনে। শিশুরা দৌড়াদৌড়ি করত, বড়রা গল্পে মেতে উঠত। কিন্তু সময় বদলেছে। আজ অনেক আমেরিকানের জীবনে সেই চেনা দৃশ্য আর নেই। পরিবারের আকার ছোট হয়ে আসছে, আর তার সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে শৈশবের সবচেয়ে কাছের সম্পর্কগুলো।

পরিবার বড় থেকে ছোট

টিনা ডনভিটোর শৈশবের স্মৃতিতে এখনো ভাসে বড় বড় পারিবারিক আড্ডার ছবি। তাঁর বাবার কাজিন ছিল ২৫ জন, মায়ের ছিল ১৯ জন। টিনার প্রজন্মে সেই সংখ্যা নেমে আসে ৯ জনে। আর এখন তাঁর সন্তানদের কাজিন মাত্র ৬ জন। টিনা বলেন, 'আগের দিনের বড় পরিবারগুলো এখন শুধু স্মৃতি। এমন পরিবার এখন আর খুব একটা দেখা যায় না।' এই পরিবারের গল্প আসলে নতুন কিছু নয়। এটি পুরো *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*